ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠ

ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠ

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

মূল প্রতিবেদন
কৃষ্টি দ্যানিয়েল
ব্র্যান্ডন আজিম রহমান

ভাবানুবাদ
মারুফ হোসেন
জিয়াউর রহমান
নাঈমা আকতার

সম্পাদনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৬

অলংকরণ
গোপাল সরকার

মুদ্রণ
আইমেক্স মিডিয়া লি.

কারিগরি উপদেষ্টা

সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
দেবরা ইফরইমসন, আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথব্রিজ-কানাডা

গবেষণা দল

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
গাউস পিয়ারী, পরিচালক (প্রশাসন)
আমিনুল ইসলাম সুজন, কর্মসূচি সমন্বয়কারী
মারুফ হোসেন, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক
সৈয়দা অনন্যা রহমান, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক
নাজনীন কবীর, উপ-কর্মসূচি ব্যবস্থাপক
জিয়াউর রহমান, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা
আতিকুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা
শারমিন আক্তার রিনি, প্রকল্প কর্মকর্তা
সামিউল হাসান সজীব, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা
বুয়েট, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ
মোঃ রবিউল আওয়াল, শিক্ষার্থী

মাঠ গবেষক

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
আবু হানিফ, শিক্ষার্থী
মাহফুজা আক্তার, শিক্ষার্থী
মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শিক্ষার্থী
মোঃ আকিব মনির, শিক্ষার্থী
মোঃ ফখরুল আরেফিন, শিক্ষার্থী
মোঃ রবিউল আওয়াল, শিক্ষার্থী
রুবাইয়াত বিনতে রফিক, শিক্ষার্থী
সুরাইয়া শারমিন, শিক্ষার্থী
তানজেলুল ইসলাম খান, শিক্ষার্থী
আকিব মনির, শিক্ষার্থী
অরূপ রতন দেবনাথ, শিক্ষার্থী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
হাসিবুল্লা হাসিব, শিক্ষার্থী
আসলাম অরণ্য, শিক্ষার্থী
লালমাটিয়া মহিলা কলেজ
আয়শা আক্তার লুবনা, শিক্ষার্থী
তানজিলা জাহান রিপা, শিক্ষার্থী
আনিকা ফারহানা, শিক্ষার্থী
স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি
নওরিন আফরিন নওশিন, শিক্ষার্থী

তথ্য সংরক্ষণ

শামসিয়া আক্তার জেনি

কম্পোজ

বাবুল মিয়া, সহকারি ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা কর্মটি অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনের সহযোগিতা ও অবদানে সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া স্টেফানি গার্টম্যান, ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল এবং নিজাম উদ্দীন বিশ্বাস কে তাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বোপরি হেল্‌থব্রিজ কানাডাকে এ গবেষণার তহবিল প্রদানের জন্য এবং সহযোগিতা ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের গবেষণা ঢাকা শহরের পার্ক ও খেলার মাঠের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও বৃদ্ধিতে সকল অংশীদারদের একত্রে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ---------- ০১

১.১ গবেষণা পত্রের বিন্যাস ---------- ০১

২. প্রেক্ষাপট এবং সংজ্ঞা ---------- ০২

২.১ গবেষণার সুবিধার্থে পার্ক এবং খেলার মাঠের সংজ্ঞা ---------- ০২

২.২ পার্ক এবং খেলার মাঠের গুরুত্ব ---------- ০২

২.৩ পার্ক এবং খেলার মাঠ সংক্রান্ত নীতিমালা ---------- ০৩

২.৪ প্রেক্ষাপট এবং সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ০৪

৩. গবেষণা পদ্ধতি ---------- ০৬

৩.১ পার্ক এবং খেলার মাঠ নির্বাচন ---------- ০৬

৩.২ জরিপ ---------- ০৭

৩.৩ প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক প্রকল্প ---------- ০৯

৩.৪ গবেষণা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ১০

৪. ফলাফল ---------- ১১

৪.১ সাধারণ জনমত জরিপ ---------- ১১

৪.২ পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ ---------- ১৯

৪.৩ পার্ক ও খেলার মাঠের পর্যবেক্ষণ জরিপ ---------- ২৭

৪.৪ কার্যক্রম জরিপ ---------- ৩৯

৪.৫ জরিপের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ৫৫

৫. বৈশাখী খেলার মাঠ উন্নয়নে প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক নকশা ---------- ৫৮

৫.১ স্থান নির্বাচন ---------- ৫৮

৫.২ প্রাপ্ত ফলাফল, সম্পদ এবং সমস্যা ---------- ৫৮

৫.৩ নকশা সুপারিশসমূহ ---------- ৬১

৫.৪ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষ্যণীয় ---------- ৬৫

৫.৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ---------- ৬৫

৫.৬ পরীক্ষামূলক কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ৬৮

৬. উপসংহার ---------- ৭০

৬.১ সাধারণ সুপারিশসমূহ ---------- ৭০

৬.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ---------- ৭৩

৬.৩ বাস্তবায়নের আহ্বান ---------- ৭৩

৭. তথ্যসূত্র ---------- ৭৪

লেখচিত্র

লেখচিত্র ২.১: বিভিন্ন শহরে মাথাপিছু উন্মুক্ত সবুজ পরিসর (বর্গমিটার) -- ০৩
লেখচিত্র ৪.১: বয়সের ভিত্তিতে সাধারণ জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ------------------------------------ ১১
লেখচিত্র ৪.২: লিঙ্গ অনুসারে সাধারণ জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ------------------------------------ ১২
লেখচিত্র ৪.৩: বাসার নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে গমনকারীর তথ্য -- ১২
লেখচিত্র ৪.৪: বাসার নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে ঘুরতে যান (১ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পার্ক ও খেলার মাঠ) - ১৩
লেখচিত্র ৪.৫: বাসার নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে ঘুরতে যান (১ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থিত পার্ক ও খেলার মাঠ) - ১৩
লেখচিত্র ৪.৬: নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণসমূহ -- ১৪
লেখচিত্র ৪.৭: অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুসারে নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণসমূহ ----- ১৫
লেখচিত্র ৪.৮: জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নে সুপারিশসমূহ -- ১৬
লেখচিত্র ৪.৯: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ ------------- ১৬
লেখচিত্র ৪.১০: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ ------ ১৭
লেখচিত্র ৪.১১: বয়সের ভিত্তিতে পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী -- ২০
লেখচিত্র ৪.১২: লিঙ্গের ভিত্তিতে পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী -- ২০
লেখচিত্র ৪.১৩: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের তথ্য ---------------- ২১
লেখচিত্র ৪.১৪: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে কোথা থেকে এসেছেন তার তথ্য - ২১
লেখচিত্র ৪.১৫: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে যাতায়াত মাধ্যমের তথ্য -------- ২২
লেখচিত্র ৪.১৬: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে পৌঁছানোর সময় সংক্রান্ত তথ্য --- ২২
লেখচিত্র ৪.১৭: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের উদ্দেশ্য ------------- ২৩
লেখচিত্র ৪.১৮: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ------------------------- ২৪
লেখচিত্র ৪.১৯: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের নকশা এবং অবকাঠামো সম্পর্কে মূল্যায়ন ------------ ২৪
লেখচিত্র ৪.২০: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মূল্যায়ন ----------------------- ২৫
লেখচিত্র ৪.২১: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন ----------------- ২৫
লেখচিত্র ৪.২২: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হারে পার্ক এবং খেলার মাঠে খেলাধুলার সুবিধা সম্পর্কে মূল্যায়ন --- ২৬
লেখচিত্র ৪.২৩: পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়নে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ------------------------------------ ২৬

ছক

ছক ৩.১:	নির্বাচিত ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠ এবং তাদের ধরণ --	০৭
ছক ৩.২:	গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি জরিপের উৎস এবং উদ্দেশ্য --	০৭
ছক ৩.৩:	গবেষণার জন্য পরিচালিত পার্ক ও খেলার মাঠের জরিপসমূহ ---	০৯
ছক ৩.৪:	গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি জরিপের উদ্দেশ্য --	১০
ছক ৪.১:	জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কতজন কি কারণে নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন -	১৫
ছক ৪.২:	জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ -------	১৮
ছক ৪.৩:	১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠের প্রত্যেকটির সুবিধা সংক্রান্ত মতামত -----------------------------------	২৮
ছক ৪.৪:	১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠের প্রত্যেকটির সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত মতামত --------------------------	২৯
ছক ৪.৫:	১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠের পয়: স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য --	৩০
ছক ৪.৬:	১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠের প্রবেশগম্যতার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত তথ্য -----------------------------	৩১
ছক ৪.৭:	১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কের বৈশিষ্ট্য ---	৩৩
ছক ৪.৮:	১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠে সবুজ পরিসর, হাঁটার রাস্তা, শিশুদের খেলার জায়গা এবং খেলার জায়গার উপস্থিতি	৩৩
ছক ৪.৯:	সবুজ পরিসরের বৈশিষ্ট্য --	৩৪
ছক ৪.১০:	হাঁটার রাস্তার বৈশিষ্ট্য --	৩৫
ছক ৪.১১:	শিশুদের খেলার জায়গার বৈশিষ্ট্য ---	৩৭
ছক ৪.১২:	খেলার জায়গার বৈশিষ্ট্য --	৩৮
ছক ৪.১৩:	কার্যক্রমের ধরণ এবং মানচিত্রে তাদের রং --	৩৯
ছক ৪.১৪:	দিনের সময় অনুযায়ী বৈশাখী খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রম ---	৪০
ছক ৪.১৫:	দিনের সময় অনুযায়ী ধানমন্ডি লেক পার্কে সংঘটিত কার্যক্রম --	৪৪
ছক ৪.১৬:	মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ ------------------	৫০
ছক ৪.১৭:	গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ ---------------------------	৫২
ছক ৪.১৮:	চারটি জরিপের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---	৫৫
ছক ৫.১:	পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে প্রাপ্ত বৈশাখী খেলার মাঠের সম্পদ --	৫৯
ছক ৫.২:	পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে প্রাপ্ত বৈশাখী খেলার মাঠের সমস্যাসমূহ -------------------------------------	৬০
ছক ৫.৩:	বৈশাখী খেলার মাঠের পরীক্ষামূলক প্রকল্পে সুপারিশ অনুযায়ী উপাদানসমূহ ----------------------------	৬৩
ছক ৫.৪:	বৈশাখী খেলার মাঠে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী --	৬৮
ছক ৫.৫:	বৈশাখী খেলার মাঠের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সুপারিশসমূহ (রূপকল্প অনুযায়ী) -------------------------	৬৯
ছক ৬.১:	শৌচাগার নকশা সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ --	৭১

চিত্র

চিত্র ৪.১: মানুষ অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে পার্ক ও খেলার মাঠে আগমন করে ---------- ১৭

চিত্র ৪.২: একজন জরিপকারী তথ্য সংগ্রহ করছে ---------- ১৯

চিত্র ৪.৩: শারীরিক কর্মকান্ড পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের একটি অন্যতম কারণ ---------- ২৩

চিত্র ৪.৪: পার্ক ও খেলার মাঠগুলো সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ---------- ২৩

চিত্র ৪.৫: বিভিন্ন পার্ক ও খেলার মাঠে বিনামূল্যে শিক্ষাদান কর্মসূচি সংঘটিত হয় ---------- ২৮

চিত্র ৪.৬: ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠে আবর্জনা পাত্র থাকলেও যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না ---------- ৩০

চিত্র ৪.৭: সকল পার্ক ও খেলার মাঠে সকলের ব্যবহার উপযোগী গণশৌচাগার থাকে না ---------- ৩০

চিত্র ৪.৮: অনেক পার্ক ও খেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে অবৈধ গাড়ি পার্কিং দেখা যায় ---------- ৩২

চিত্র ৪.৯: ঢাকায় সবুজ পরিসরের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ থেকে অনেক কম ---------- ৩৪

চিত্র ৪.১০: পার্ক ও খেলার মাঠে হাঁটার রাস্তা থাকলে ব্যবহারকারীগণ হাঁটতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন ---------- ৩৫

চিত্র ৪.১১: শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত বিভিন্ন খেলার উপকরণ পার্ক ও মাঠে থাকে না এবং থাকলেও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না - ৩৬

চিত্র ৪.১২: যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিশুরা খেলার উপকরণ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হয় ---------- ৩৬

চিত্র ৪.১৩: শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন ----------৩৭

চিত্র ৪.১৪: দিনের সময় অনুযায়ী বৈশাখী খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রম ---------- ৪১

চিত্র ৪.১৫: রায়েরবাজার বৈশাখী খেলার মাঠে বিভিন্ন খেলাধুলা সংঘটিত হয় ---------- ৪২

চিত্র ৪.১৬: ধানমন্ডি লেক পার্কে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রম ---------- ৪৪

চিত্র ৪.১৭: ধানমন্ডি লেক পার্কে ভ্রাম্যমান দ্রব্য বিক্রেতা দেখা যায় ---------- ৪৫

চিত্র ৪.১৮: অনেক বিক্রেতা পার্ক এবং খেলার মাঠের এক কোণে নিজের পসরা সাজিয়ে বসেন ----------৪৫

চিত্র ৪.১৯: মাছ ধরাসহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কাজ ধানমন্ডি লেক পার্কে সংঘটিত হয় ---------- ৪৬

চিত্র ৪.২০: সকাল ও বিকাল উভয় সময়েই ধানমন্ডি লেক পার্কে ব্যবহারকারীরা হাঁটার জন্য আসে ---------- ৪৭

চিত্র ৪.২১: ধানমন্ডি লেক পার্কে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করতেও দেখা যায় ----------৪৮

চিত্র ৪.২২: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ ---------- ৫০

চিত্র ৪.২৩: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে একটি মনোরম লেক রয়েছে ---------- ৫২

চিত্র ৪.২৪: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে দিনের সময় অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ ---------- ৫৩

চিত্র ৪.২৫: ধানমন্ডি লেক পার্কের বিদ্যমান প্রবেশ দ্বারের নকশা ---------- ৫৭

চিত্র ৪.২৬: ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবেশদ্বারের নকশা (মোটর সাইকেল ঢুকতে পারবে না) -- ৫৭

চিত্র ৪.২৭: ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবেশদ্বারের নকশা (হুইল চেয়ার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হবে না) - ৫৭

চিত্র ৫.১: বৈশাখী খেলার মাঠ ----------৫৮

চিত্র ৫.২: ক্রিকেট খেলার জন্য রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে পৃথক সুবিধা রয়েছে ---------- ৫৯

চিত্র ৫.৩: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে বসার ব্যবস্থা রয়েছে ----------৫৯

চিত্র ৫.৪: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই ---------- ৬০

চিত্র ৫.৫: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে রাস্তা পারাপারের সুবিধা নেই ---------- ৬০

চিত্র ৫.৬: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে সামাজিকীকরণ, খেলাধুলা ও পণ্য বিক্রিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সংঘটিত হয় -- ৬১

চিত্র ৫.৭: বৈশাখী খেলার মাঠের পরীক্ষামূলক প্রকল্পে সুপারিশকৃত উপাদানসমূহের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত চিত্র ----------৬৩

চিত্র ৫.৮: হেরাল্ড স্কয়ার (টাইমস স্কয়ারের কাছে), গ্রীন লাইট ফর মিডটাউন পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সময় ---------- ৬৫

চিত্র ৫.৯: ওক ক্লিফের দ্বিতীয় বেটার ব্লক পরীক্ষামূলক প্রকল্প ---------- ৬৬

চিত্র ৫.১০: আশার মাচা লেকের পার্শ্বস্থ গণপরিসর ----------৬৭

মানচিত্র

মানচিত্র ৩.১: নির্বাচিত ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠের অবস্থান ---------- ০৬
মানচিত্র ৪.১: বৈশাখী খেলার মাঠের ভূ-উপগ্রহ চিত্র ---------- ৪০
মানচিত্র ৪.২: বৈশাখী খেলার মাঠে জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৪২
মানচিত্র ৪.৩: ধানমন্ডি লেক পার্কের ভূ-উপগ্রহ চিত্র ---------- ৪৩
মানচিত্র ৪.৪: ধানমন্ডি লেক পার্কে (প্রথম অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৪৫
মানচিত্র ৪.৫: ধানমন্ডি লেক পার্কে (দ্বিতীয় অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৪৬
মানচিত্র ৪.৬: ধানমন্ডি লেক পার্কে (তৃতীয় অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৪৭
মানচিত্র ৪.৭: ধানমন্ডি লেক পার্কে (চতুর্থ অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৪৮
মানচিত্র ৪.৮: ধানমন্ডি লেক পার্কে (পঞ্চম অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৪৯
মানচিত্র ৪.৯: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠের ভূ-উপগ্রহ চিত্র ---------- ৪৯
মানচিত্র ৪.১০: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠের জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৫১
মানচিত্র ৪.১১: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কের ভূ-উপগ্রহ চিত্র ---------- ৫১
মানচিত্র ৪.১২: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে জরিপকৃত কার্যক্রম ---------- ৫৪

১ ভূমিকা

নগর জীবনে পার্ক, খেলার মাঠ এবং উন্মুক্ত গণপরিসরের গুরুত্ব অপরিসীম। যা নগরবাসীর সামাজিকীকরণ, বিনোদন, খেলাধুলা, মানসিক প্রশান্তি এবং শরীরচর্চার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় ঢাকা শহরের কিছু পার্ক এবং খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর দুটি সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে-

প্রথমত ঢাকা শহরের বিদ্যমান পার্ক এবং খেলার মাঠের বর্তমান অবস্থা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনঃ

১. অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

২. সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ এবং

৩. জনমত সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সুপারিশ প্রণয়ন করা, যা ঢাকার বিদ্যমান পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ সকলের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি পার্ক ও খেলার মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

১.১ গবেষণা পত্রের বিন্যাস

গবেষণা পত্রটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে প্রেক্ষাপট এবং সংজ্ঞা। এতে নগরে পার্ক এবং খেলার মাঠের গুরুত্ব, পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের উন্মুক্ত সবুজ পরিসর সংক্রান্ত সুবিধাসমূহ এবং ঢাকা শহরের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গবেষণা পদ্ধতি। এতে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত চারটি জরিপ যার মাধ্যমে ঢাকার পার্ক এবং খেলার মাঠসমূহের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রত্যেকটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে একটি খেলার মাঠের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প সুপারিশ করা হয়েছে। যেখানে সম্ভাব্য নকশা তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে পার্ক এবং খেলার মাঠের নকশা এবং নীতিমালা সংক্রান্ত সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ঢাকাবাসীর জন্য পার্ক এবং খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও নতুন করে তৈরির মাধ্যমে প্রতিটি এলাকায় এ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি ঢাকার পার্ক এবং খেলার মাঠের বর্তমান অবস্থা, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করবে। এছাড়া পার্ক ও খেলার মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কি করা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

২ প্রেক্ষাপট এবং সংজ্ঞা

এই অংশে পার্ক এবং খেলার মাঠের গুরুত্ব এবং ঢাকা শহর ও সারা বিশ্বে এ সংক্রান্ত যে নীতিমালা রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত গবেষণার সুবিধার্থে পার্ক এবং খেলার মাঠ সংক্রান্ত একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার সুবিধার্থে পার্ক এবং খেলার মাঠের সংজ্ঞা

এই গবেষণায় পার্ক বা খেলার মাঠ বলতে এমন উন্মুক্ত স্থানকে বোঝানো হয়েছে যা প্রধানত বিনোদন যেমন – সামাজিকীকরণ, শরীরচর্চা, খেলাধুলাসহ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পার্ক এবং খেলার মাঠ সরকারি বা বেসরকারি উভয়ই হতে পারে। যদিও সাধারণত পার্ক এবং খেলার মাঠসমূহ সরকারি হয়ে থাকে এবং সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকে। পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যতীত অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানগুলোকে গবেষণার আওতাধীন রাখা হয়নি।

পার্কে সবুজ পরিসর, খেলার সরঞ্জাম এবং খেলার সুবিধা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্ক সাধারণত বিনোদন এবং সামাজিকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। খেলার মাঠ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গবেষণার সুবিধার্থে ১) নগর পার্ক, ২) পার্ক এবং ৩) খেলার মাঠকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। নগর পার্কগুলো আকারে বড় হয় এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। সাধারণভাবে নগরবাসী এটি ব্যবহার করেন। খেলার মাঠ প্রধানত খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২.২ পার্ক এবং খেলার মাঠের গুরুত্ব

স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় পার্ক এবং খেলার মাঠ থেকে নগরবাসী তিন ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকেন। যেমন- পরিবেশগত সুবিধা, সামাজিকীকরণ ও মানসিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করা এবং শারীরিক কার্যক্রমকে (ব্যায়াম, খেলাধুলা) উৎসাহিত করা ।

২.২.১ পরিবেশগত সুবিধা

স্থানীয় এবং আশেপাশের এলাকায় নগরের পার্ক এবং খেলার মাঠ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বোলান্ড এবং হানহ্যামার (১৯৯৯) কর্তৃক নগরে পার্কের পরিবেশগত সুবিধা সংক্রান্ত একটি গবেষণায় দেখা যায়, গাছপালা থাকায় বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়- যেমন বাতাস পরিচ্ছন্ন করা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

২.২.২ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কল্যাণ

নগরের পার্ক ও খেলার মাঠগুলো বিভিন্নভাবে সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়। পার্ক ও খেলার মাঠগুলো জনগণকে মানসিক শান্তি, সামাজিকীকরণ এবং প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে দেয় (Maller et al, 2008)। Mass et al, (2006) দেখিয়েছেন যে স্থানীয়ভাবে সামাজিকীকরণে নগরের সবুজ পরিসরের ভূমিকা রয়েছে। নগরের পার্ক অপরাধ এবং সহিংসতার মাত্রা কমায় (Branas et al. 2011; Garvin, Cannuscio & Branas, 2012; Kuo & Sullivan 2001)।

উল্লেখ্য, অপরাধ কমানোর বিষয়টি পার্কের নকশার উপর নির্ভরশীল এবং নকশাটি হবে সিপিটিইডি (Crime Prevention Through Environmental Design) অনুযায়ী। সিপিটিইডি বিস্তারিত জানার জন্য Cozens et al (2005) অনুসরণ করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সবুজ পরিসর মানসিক চাপ, হতাশা এবং দুশ্চিন্তা কমাতে সহায়তা করে (Aspinall, Mavros, Coyne & Roe, 2015; Beyer et al , 2014; Roe et al, 2013; Ward Thompson et al , 2012)। পাশাপাশি দেখা গেছে যে, যারা প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে থাকে তারা বেশি সুখী (Nisbet & Zelenski, 2009)।

২.২.৩ সক্রিয় বিনোদনের মাধ্যমে শারীরিক কর্মকান্ডের (ব্যায়াম, খেলাধুলা) সুবিধা

সক্রিয় বিনোদনের মাধ্যমে শারীরিক কর্মকান্ড (ব্যায়াম, খেলাধুলা) সম্পাদনের জন্য পার্ক ও খেলার মাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Kessel et al. 2009)। গুণগত মান ভালো হলে শারীরিক কর্মকান্ডের (ব্যায়াম, খেলাধুলা) জন্য পার্ক ও খেলার মাঠের

ব্যবহার বৃদ্ধি পায় (Carwford etal., 2008; Veitch et al. 2014; Veitch, Ball, Carwford, Abbott, & Salmon, 2012)।

নিয়মিত শারীরিক চর্চা স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায় (Bauman, 2004; Blair & Morris, 2009; Brown, Burton & Rowan, 2007) এবং ফলশ্রুতিতে নানাবিধ অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমে যায়। শারীরিক চর্চা মানসিক প্রশান্তি লাভে সহায়তা করে। এটি হতাশা এবং দুশ্চিন্তা হ্রাস করে এবং আরো সহজভাবে বললে মানসিকতার উন্নয়ন ঘটায় (Berger & Motl, 2000; Rethorst, Wipfli & Landers, 2009; Street & James, 2008)। বিশ্বে কম শারীরিক পরিশ্রমের কারণে প্রতি বছর ৩০ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে (World Health Oganization, 2009)।

২.৩ পার্ক এবং খেলার মাঠ সংক্রান্ত নীতিমালা

উপরোল্লিখিত সুবিধাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ভালো মানের (সকলের ব্যবহার উপযোগী) পার্ক এবং খেলার মাঠ সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের জন্য নীতিমালা গ্রহণ বিশ্বের প্রতিটি শহরের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে উন্মুক্ত ও সবুজ পরিসরের জন্য দুটি মানদন্ড (নগরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পার্ক ও খেলার মাঠ) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে নগরগুলোতে কি পরিমাণ সবুজ পরিসর রয়েছে তাও দেখানো হয়েছে। এছাড়া ঢাকায় বিদ্যমান পার্ক ও খেলার মাঠ এর সংখ্যা এবং সেগুলোর বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২.৩.১ উন্মুক্ত সবুজ পরিসরের বিধান ও মানদন্ড

উন্মুক্ত সবুজ পরিসরের নূন্যতম পরিমাপ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বহুল প্রচলিত হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মানদন্ড। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি একজন নাগরিকের জন্য ৯ বর্গমিটার উন্মুক্ত সবুজ পরিসর প্রয়োজন (Kuchelmeister, 1998)। লিডারশিপ ইন এনার্জি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন ফর নেইবারহুড ডিজাইন (LEED ND) অনুযায়ী মাথাপিছু ২০ বর্গমিটার উন্মুক্ত সবুজ পরিসর প্রয়োজন (Govindarajulu, 2014)।

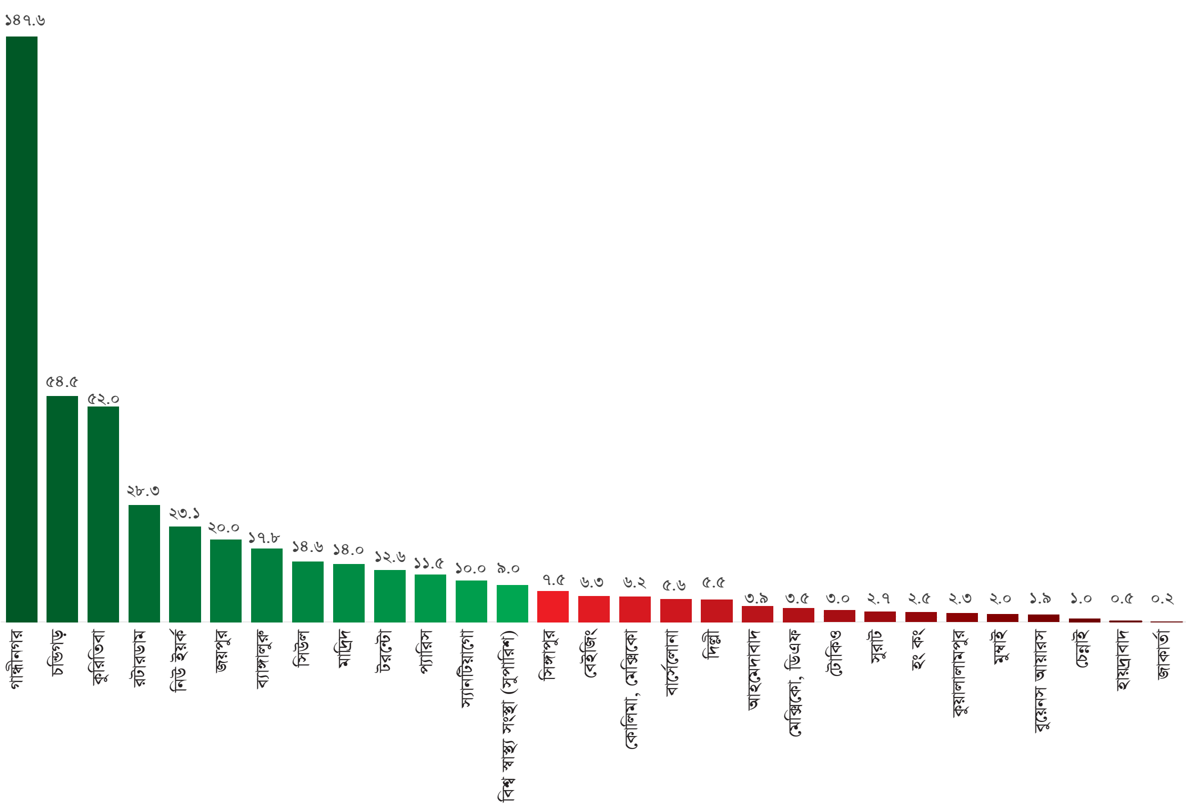

লেখচিত্র ২.১: বিভিন্ন শহরে মাথাপিছু উন্মুক্ত সবুজ পরিসর (বর্গমিটার)

২.৩.২ বাস্তবে মাথাপিছু উন্মুক্ত সবুজ পরিসরের পরিমাণ

পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে কি পরিমাণ সবুজ পরিসর থাকবে তা আয়তনের উপর নির্ভর করে[১]। বার্সেলোনা, মেক্সিকো সিটি এবং টোকিওতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত ৯ বর্গমিটারের চেয়ে মাথাপিছু সবুজ পরিসরের পরিমাণ কম ।

অন্যদিকে, রটারডাম, নিউইয়র্ক এবং কুরিতিবার মত শহরগুলোতে মাথাপিছু সবুজ পরিসরের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। চিত্র ২.১ এ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে মাথাপিছু সবুজ পরিসরের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

২.৩.৩ ঢাকার উন্মুক্ত সবুজ পরিসর

ঢাকায় উন্মুক্ত গণপরিসরের পরিমাণ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিএমডিপি) অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে মাথাপিছু সবুজ পরিসরের পরিমাণ ছিল ০.৫ বর্গমিটার (রাজউক ১৯৯৫)। ২০০৯ সালে বিষদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঢাকায় মাথাপিছু সবুজ পরিসরের পরিমাণ মাত্র ০.০৫২ বর্গমিটার যা ডিএমডিপিতে উল্লেখ্য পরিমাণের চেয়ে অনেক কম (Bari & Efroymson, 2009)। নিরপেক্ষ আলোচনায় বলা যায়, উপরোল্লিখিত দুটি সংখ্যাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মাথাপিছু ৯ বর্গমিটার থেকে অনেক কম। ১৯৯১ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) তাদের একটি প্রতিবেদনে পার্ক এবং গণপরিসরের অপর্যাপ্ততাকে ঢাকার একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে।

২.৩.৪ ঢাকার বর্তমান উন্মুক্ত পরিসরের জন্য দখল সমস্যা

দখলদারিত্ব উন্মুক্ত গণপরিসরের জন্য প্রধান হুমকি (Farida, 2001)। যেমন ছোট এবং মাঝারি পরিসরের পার্কগুলোর মধ্যে টিকাটুলি পার্ক, উত্তরা সেক্টর নং ১ পার্ক, শহিদ পার্ক এবং আজিমপুর পার্ক সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যান্য গণপরিসরের মধ্যে নওয়াবগঞ্জ পার্ক, যাত্রাবাড়ী ক্রসিং পার্ক, নয়াতলা শিশু পার্ক এবং লালমাটিয়া নতুন কলোনী পার্কের আংশিক দখল করে কমিউনিটি সেন্টার এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

একই গবেষণা থেকে যায় যে, ছোট এবং মাঝারি পরিসরের পাশাপাশি বৃহদাকার পার্কগুলোও দখলদারিত্বের শিকার হচ্ছে। ঢাকা শহরের তিনটি বড় পার্কের আয়তন দখলের কারণে ছোট হয়ে গেছে।

১. ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত একটু একটু করে দখলের শিকার হওয়া ওসমানী উদ্যানে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু আন্দোলনের মুখে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়নি (Islam, 2011)।

২. চন্দ্রিমা উদ্যানের উত্তর দিকের উন্মুক্ত এলাকাটি ন্যাম সম্মেলন কেন্দ্র তৈরির জন্য দখল করা হয়েছে।

৩. রমনা পার্কের কিছুটা অংশ টেনিস কমপ্লেক্স এর জন্য দখল করা হয়েছে ।

একই প্রতিবেদন দেখা যায়, নগর পরিকল্পনার মানদন্ড অনুযায়ী একটি এলাকায় যতটুকু উন্মুক্ত জায়গা পার্ক ও খেলার মাঠের জন্য রাখার কথা তা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরা সেক্টর নং ১, মিরপুর সেক্টর নং ২ এবং গুলশান ২ নম্বর চত্বরে এ ধরনের কার্যক্রম দেখা যায়।

২.৪ প্রেক্ষাপট এবং সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পার্ক এবং উন্মুক্ত স্থান প্রধানত চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

পার্ক ও খেলার মাঠ শহরের জন্য বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে তিনটি বিষয় এই প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, পার্ক ও খেলার মাঠের পরিবেশগত সুবিধা যেমন- বায়ু বিশুদ্ধকরণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ এবং বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয়ত, পার্ক ও খেলার মাঠ অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলা দূর করে সামাজিক শান্তি আনয়নের মাধ্যমে নগরবাসীকে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে দেয়। তৃতীয়ত, শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সক্রিয় বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে।

---

[১] sources kuchelmeister (1998) Gouin darajulu(2014) I http:// blog sustainablecities. Net /2011/07/13/hou- many metres -06green- space-does-your-city-have/

এই প্রতিবেদনের জন্য নীতিমালার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে। যথা- ১) উন্মুক্ত সবুজ পরিসরের নির্দেশিকা, ২) বিশ্বের বিভিন্ন শহরে উন্মুক্ত সবুজ পরিসরের পরিমাণ এবং ৩) ঢাকা শহরে উন্মুক্ত সবুজ পরিসরের পরিমাণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং LEED ND উভয়েই নূন্যতম সবুজ পরিসরের পরিমাণ সম্পর্কে সুপারিশ দিয়েছে (যথাক্রমে মাথাপিছু ৯ এবং ২০ বর্গমিটার)। কোন কোন শহরে এর থেকে বেশি (কুরিতিবা, নিউইয়র্ক, জয়পুর) এবং কোথাও এর থেকে কম (বার্সেলোনা, টোকিও, মুম্বাই) সবুজ পরিসর দেখা যায়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ঢাকা শহরের জন্য পরিকল্পনায় মাথাপিছু ০.০৫২ বর্গমিটার এবং ০.৫ বর্গমিটার জায়গা পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রস্তাবিত জায়গাটুকুও উন্মুক্ত গণপরিসর হিসেবে রাখা হয়নি। অনেকে ক্ষেত্রেই যেটুকু পার্ক ও খেলার মাঠ রয়েছে তাও আবার সরকারি এবং বেসরকারিভাবে অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ঢাকা শহরে পার্ক ও খেলার মাঠ সমূহের উন্নয়ন এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য পার্ক ও খেলার মাঠের অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, জনমত এবং ব্যবহারের ধরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এজন্য কয়েকটি পার্ক ও খেলার মাঠ নির্বাচন এবং এদের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য চার ধরনের জরিপ করা হয়েছে। পরিশেষে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য একটি নকশা প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.১ পার্ক এবং খেলার মাঠ নির্বাচন

এই গবেষণার জন্য ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠ নির্বাচন করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে- ধানমন্ডি লেক পার্ক, বাংলাদেশ মাঠ, ওসমানী উদ্যান পার্ক, মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ, রমনা পার্ক, গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক, ফার্মগেট পার্ক, ফজলে রাব্বী পার্ক, উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টর পার্ক, শ্যামলী পার্ক, বৈশাখী খেলার মাঠ এবং বাসাবো মাঠ। মানচিত্র ৩.১ এর সাহায্যে প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

মানচিত্র ৩.১: নির্বাচিত ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠের অবস্থান

ঢাকার অন্তর্ভূক্ত সকল এলাকা ও পরিচিতির উপর ভিত্তি করে পার্ক এবং খেলার মাঠগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। যেগুলি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন- নগর পার্ক, এলাকা ভিত্তিক পার্ক এবং খেলার মাঠ (ছক-৩.১)। নগর পার্কগুলো আকারে বড় হয় এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। সাধারণত সমগ্র নগরবাসী এটি ব্যবহার করে। এলাকা ভিত্তিক পার্কগুলো নগর পার্কের থেকে ছোট হয় এবং সাধারণত স্থানীয় এলাকাবাসী এ পার্কগুলো বেশি ব্যবহার করেন। খেলার মাঠ প্রধানত খেলাধুলা যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছক ৩.১: নির্বাচিত ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠ এবং তাদের ধরণ

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	ধরণ
বাসাবো মাঠ	খেলার মাঠ
শ্যামলী পার্ক	এলাকাভিত্তিক পার্ক
উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টর পার্ক	এলাকাভিত্তিক পার্ক
ফজলে রাব্বী পার্ক	এলাকাভিত্তিক পার্ক
ফার্মগেট পার্ক	নগর পার্ক
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	এলাকাভিত্তিক পার্ক
রমনা পার্ক	নগর পার্ক
বৈশাখী খেলার মাঠ	খেলার মাঠ
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	খেলার মাঠ
ওসমানী উদ্যান পার্ক	নগর পার্ক
বাংলাদেশ মাঠ	খেলার মাঠ
ধানমন্ডি লেক পার্ক	এলাকাভিত্তিক পার্ক

৩.২ জরিপ

১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠ সম্পর্কে গভীরভাবে ধারণা লাভের জন্য চার ধরণের জরিপ করা হয়- ১) সাধারণ জনমত জরিপ, ২) পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ, ৩) পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ এবং ৪) পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ। প্রতিটি জরিপ ৩.২.১ থেকে ৩.২.৪ সেকশন পর্যন্ত বর্ণনা করা হলো ।

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি জরিপের উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছক ৩.২ এ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

ছক ৩.২: গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি জরিপের উৎস এবং উদ্দেশ্য

সাধারণ জনমত জরিপ	কেন মানুষ পার্ক ও খেলার মাঠে যায় বা যাওয়া থেকে বিরত থাকে এবং কি ধরণের পরিবর্তন তারা প্রত্যাশা করে সে সম্পর্কে জানা।	গ্রীনস্ট্যাট অফসাইট পার্ক জরিপ
পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ	পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীগণ কি ধরণের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং এ থেকে তারা কি ধরণের সুবিধা পেয়ে থাকেন সে সম্পর্কে জানা। পার্ক ও খেলার মাঠের বর্তমান অবস্থা কি এবং এর উন্নয়নে তাদের পরামর্শ নেয়া।	গ্রীনস্ট্যাট অফসাইট পার্ক জরিপ
পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ	সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান সুবিধাদি সম্পর্কে জানা। এ জরিপের মাধ্যমে অবকাঠামোগত দিক বিশেষ করে এর মাধ্যমে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জানা।	BRAT-DO
পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ	পার্ক ও খেলার মাঠে দিনের কোন সময়ে কোন স্থানে কি ধরণের কর্মকান্ড সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে জানা।	

৩.২.১ সাধারণ জনমত জরিপ

সাধারণ জনমত জরিপে নিম্নোল্লোখিত প্রশ্নগুলি অন্তর্ভূক্ত ছিল-

১. জন সাধারণ কি নিকটতম পার্কে ঘুরতে যায়? কেন যায় অথবা কেন যায় না?

২. কি ধরণের পরিবর্তন তাদের পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে এবং বেশী সময় অবস্থান করতে উৎসাহিত করবে?

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে একটি জরিপ দল ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সাধারণ জনমত জরিপ সম্পাদন করে (এই স্থানগুলো পার্ক এবং খেলার মাঠের বাইরে নির্বাচন করা হয়েছিল)। জরিপটি ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তে সংঘটিত হয় ।

জরিপটি গ্রীনস্ট্যাট এর পার্ক জরিপের পরিমার্জিত রূপ। এটি পার্ক এবং খেলার মাঠের বাইরে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং যা ঢাকার পেক্ষাপটে পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা হয়েছে।

৩.২.২ পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের মতামত জানার জন্য এই জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো:

১. পার্ক এবং খেলার মাঠে পার্ক ব্যবহারকারীরা কি ধরণের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন?

২. পার্ক এবং খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ কি কি?

৩. পার্ক এবং খেলার মাঠের বিষয়ে তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কে জানা।

৪. পার্ক এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের পরামর্শগুলো কি কি?

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে একটি জরিপ দল ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠে ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ জরিপটি সম্পাদন করে ।

জরিপটি গ্রীনস্ট্যাট এর পার্ক জরিপের পরিমার্জিত রূপ। এটি পার্ক এবং খেলার মাঠের ভিতরে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং যা ঢাকার পেক্ষাপটে পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা হয়েছে।

৩.২.৩ পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ

পার্ক এবং খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার জন্য এই জরিপটি পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, আশেপাশের সড়ক, সবুজ অঞ্চল, হাঁটাপথ, শিশুদের খেলার জায়গা এবং খেলার মাঠ সম্পর্কে জানা যায়।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে একটি জরিপ দল ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠে ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ জরিপটি সম্পাদন করে।

এই জরিপের উদ্দেশ্য বাছাই করা হয়েছিল Bedimo-Rung-Assessment Tools (Bedimo-Rung, Gustat, Tompkins, Rice, & Thomson, 2006) এর পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে।

৩.২.৪ পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ

এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল পার্ক ও খেলার মাঠে দিনের কোন সময় কোন ধরনের কর্মকান্ড সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে জানা।

এই জরিপ কার্যক্রমটি ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠে পরিচালনা করা হয়[২]। জানুয়ারি ২৫ থেকে ২৯ ২০১৩ তে এ জরিপের জন্য জরিপ দলকে পার্ক ও খেলার মাঠের মানচিত্র সরবরাহ করা হয়। মানচিত্রের উপরে জরিপকারীগণ দিনের প্রতি ঘন্টায় স্থান ও র্কমকান্ড সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে।

[২] ধানমন্ডি লেক পার্কের ক্ষেত্রে পাঁচটি অংশে পৃথকভাবে মানচিত্র ছাপানো হয়।

৩.২.৫ পার্ক ও খেলার মাঠ ভেদে জরিপের ধরণ

প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠে পার্ক ব্যবহারকারী এবং পর্যবেক্ষণ জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ১২টির মধ্যে ৪টি পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ পরিচালনা করা হয়। ছক ৩.৩ এ ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠে জরিপ কার্যক্রম এর ধরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ জনমত জরিপ পার্ক ও খেলার মাঠের বাইরে সংঘটিত হয়েছে।

ছক ৩.৩: গবেষণার জন্য পরিচালিত পার্ক ও খেলার মাঠের জরিপসমূহ

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ	পর্যবেক্ষণ জরিপ	কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ
বাসাবো মাঠ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
শ্যামলী পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
উত্তরা সেক্টর নং ৭ পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
ফজলে রাব্বী পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
ফার্মগেট পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
রমনা পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
বৈশাখী খেলার মাঠ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ওসমানী উদ্যান	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
বাংলাদেশ মাঠ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
ধানমন্ডি লেক পার্ক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

৩.৩ প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক প্রকল্প

এ গবেষণা পদ্ধতির চূড়ান্ত উপাদান হলো একটি খেলার মাঠের জন্য প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক নকশা। জরিপকারীদের অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে বৈশাখী খেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য একটি নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি উন্নয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের উৎসাহ প্রদান করা পাশাপাশি নতুনদের পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

বৈশাখী খেলার মাঠের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়-

১. তিন ধরণের জরিপের সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্ন্তভূক্ত করা (সাধারণ জনমত জরিপ বাদে)

২. বৈশাখী খেলার মাঠের জন্য রূপকল্প (vision) নির্ধারণ করা

৩. রূপকল্প (vision) অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন করা এবং

৪. নকশাটি বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঢাকার অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয়দের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

৩.৪ গবেষণা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

এই গবেষণায় ৪ ধরণের জরিপের মাধ্যমে ঢাকার ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ব্যবহার এবং জনমত জানা হয়েছে। চার ধরণের জরিপ হলো:

(১) সাধারণ জনমত জরিপ

(২) পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ

(৩) পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ

(৪) পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ

প্রতিটি জরিপের উদ্দেশ্য ছক ৩.৪ এ উল্লেখ করা হলো ।

ছক ৩.৪: গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপ	উদ্দেশ্য
সাধারণ জনমত জরিপ	মানুষ কেন পার্ক ও খেলার মাঠে যায় ও কি ধরণের পরিবর্তন তাদেরকে পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে সে সম্পর্কে জানা।
পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ	পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীগণ কি ধরণের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং এ থেকে তারা কি ধরণের সুবিধা পেয়ে থাকেন সে সম্পর্কে জানা। পার্ক ও খেলার মাঠের বর্তমান অবস্থা কি এবং এর উন্নয়নে তাদের পরামর্শ নেয়া।
পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ	সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান সুবিধাদি সম্পর্কে জানা। এ জরিপের মাধ্যমে অবকাঠামোগত দিক বিশেষ করে এর মাধ্যমে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জানা।
পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ	পার্ক ও খেলার মাঠে দিনের কোন সময়ে কোন স্থানে কি ধরণের কর্মকান্ড সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে জানা।

জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বৈশাখী খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি উন্নয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের উৎসাহ প্রদান করা। পাশাপাশি নতুনদেরও পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

৪ ফলাফল

গবেষণায় ব্যবহৃত চারটি জরিপের ফলাফল এখানে উল্লেখ করা হলো। যথা- ৪.১) সাধারণ জনমত জরিপ, ৪.২) পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ, ৪.৩) পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ, ৪.৪) পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ জরিপ। এই ফলাফলের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপ-অধ্যায় ৪.৫ এ তুলে ধরা হয়েছে।

৪.১ সাধারণ জনমত জরিপ

এই জরিপের মাধ্যমে মানুষ কেন পার্ক ও খেলার মাঠে আসে বা কেন আসতে চায় না সে সম্পর্কে জানা হয়েছে। এছাড়া কি ধরণের পরিবর্তন তাদেরকে পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে এবং কেন মানুষ দূরবর্তী পার্ক বা খেলার মাঠে যেতে উৎসাহ বোধ করেন তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

জরিপ দল জানুয়ারি ২৮,২০১৩ তারিখ ৩৭৪ জনের মধ্যে সাধারণ জনমত জরিপ পরিচালনা করে। ঢাকার বিভিন্ন সড়ক ও বাজারে চলাচলকারী ব্যক্তিদের উপর জরিপটি পরিচালিত হয়।

এখানে বিভিন্ন বয়সের মতামত প্রদানকারীদের নিকট থেকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেন তারা নিকটবর্তী পার্ক বা খেলার মাঠে যেতে চান না? পার্ক এবং খেলার মাঠের ব্যবহার উপযোগিতা বাড়াতে তাদের পরামর্শগুলো কি কি? শহরের অন্য পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতে যাওয়ার কারণগুলো কি কি? এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কি ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলে মানুষ পার্ক ও খেলার মাঠে যাবে এবং যারা যাচ্ছে তারা আরো বেশি বেশি যেতে উৎসাহবোধ করবে।

৪.১.১ সাধারণ জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারী

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জরিপে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২০-২৯ এবং ৩০-৩৯ বছর বয়সের মধ্যে (যথাক্রমে ২৭% এবং ২৫%)। দুই তৃতীয়াংশ পুরুষ (৬৯%) এবং ৩১% নারী অংশগ্রহণকারী। লেখচিত্র ৪.১ এবং ৪.২ এ বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো।

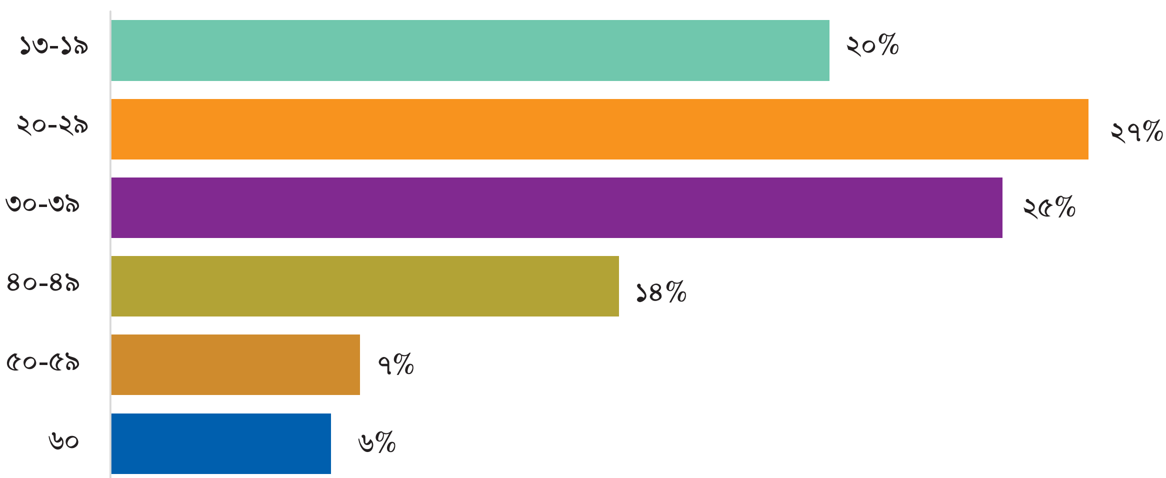

লেখচিত্র ৪.১: বয়সের ভিত্তিতে সাধারণ জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

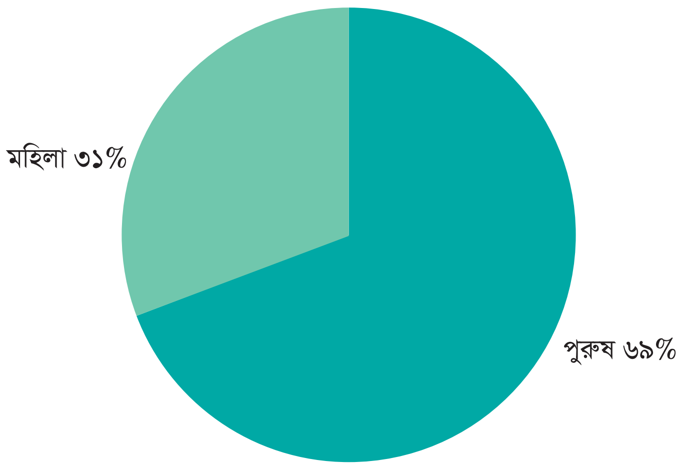

লেখচিত্র ৪.২: লিঙ্গ অনুসারে সাধারণ জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

৪.১.২ নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে গমনকারী

সাধারণ জনমত জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ৬০% নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে যেয়ে থাকেন, ৩৯% যাওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং ১% জানেন না বলে অভিমত দেন।

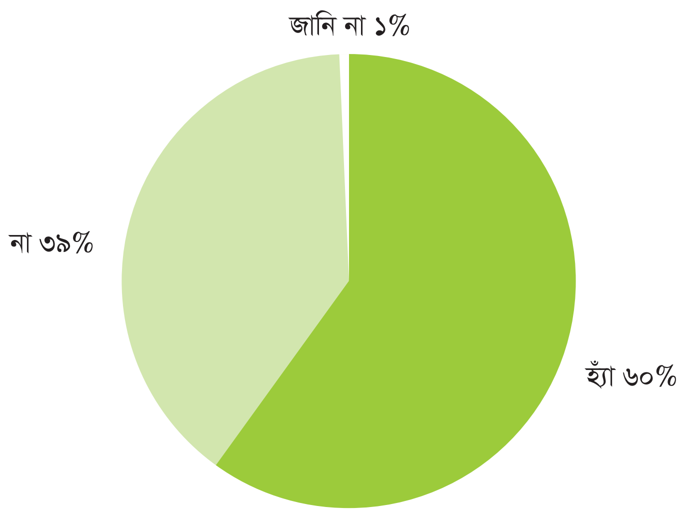

লেখচিত্র ৪.৩: বাসার নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে গমনকারীর তথ্য

বাসার নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের মধ্যে ১ কি.মি. এর ভিতর এবং তার অধিক দূরত্বের উপর ভিত্তি করে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ১ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারের মাত্রা বেশি (৬৮%, লেখচিত্র: ৪.৪)। পক্ষান্তরে ১ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে অবস্থানকারীরা পার্ক এবং খেলার মাঠ কম ব্যবহার করে থাকেন (৩৭%, লেখচিত্র: ৪.৫)।

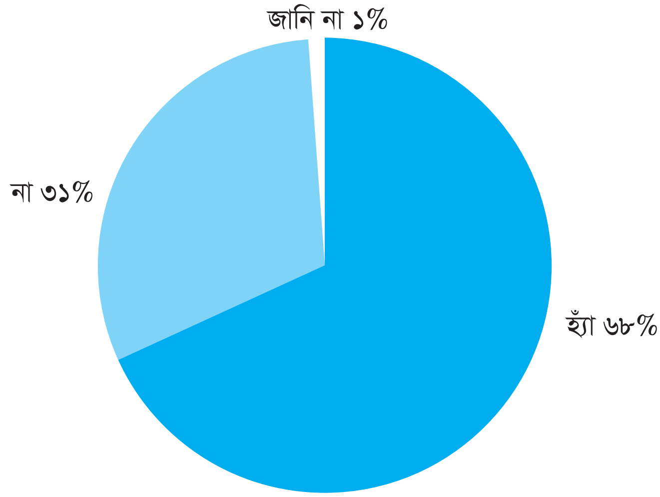

লেখচিত্র ৪.৪: বাসার নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে ঘুরতে যান (১ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পার্ক ও খেলার মাঠে)

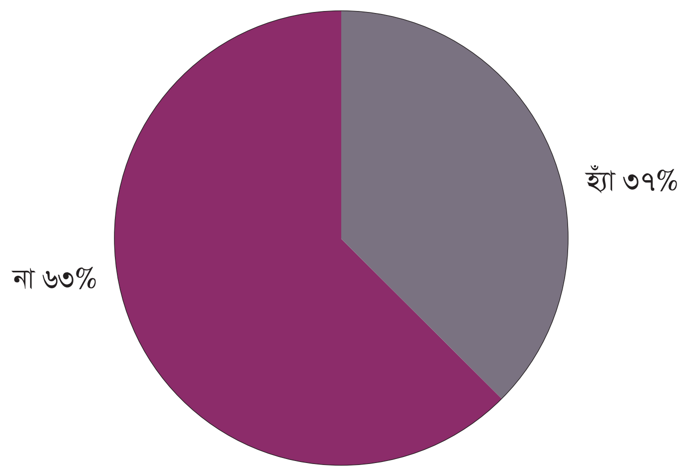

লেখচিত্র ৪.৫: বাসার নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে ঘুরতে যান (১ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থিত পার্ক ও খেলার মাঠ)

৪.১.৩ নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণ

নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণগুলির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। ৪১% অংশগ্রহণকারীর মতে নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে না যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সেখানকার পরিবেশ। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৫% নিকটবর্তী পার্কে না যাওয়ার কারণ হিসেবে নিরাপত্তার অভাব এবং ৩৪% পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লেখচিত্র ৪.৬ এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

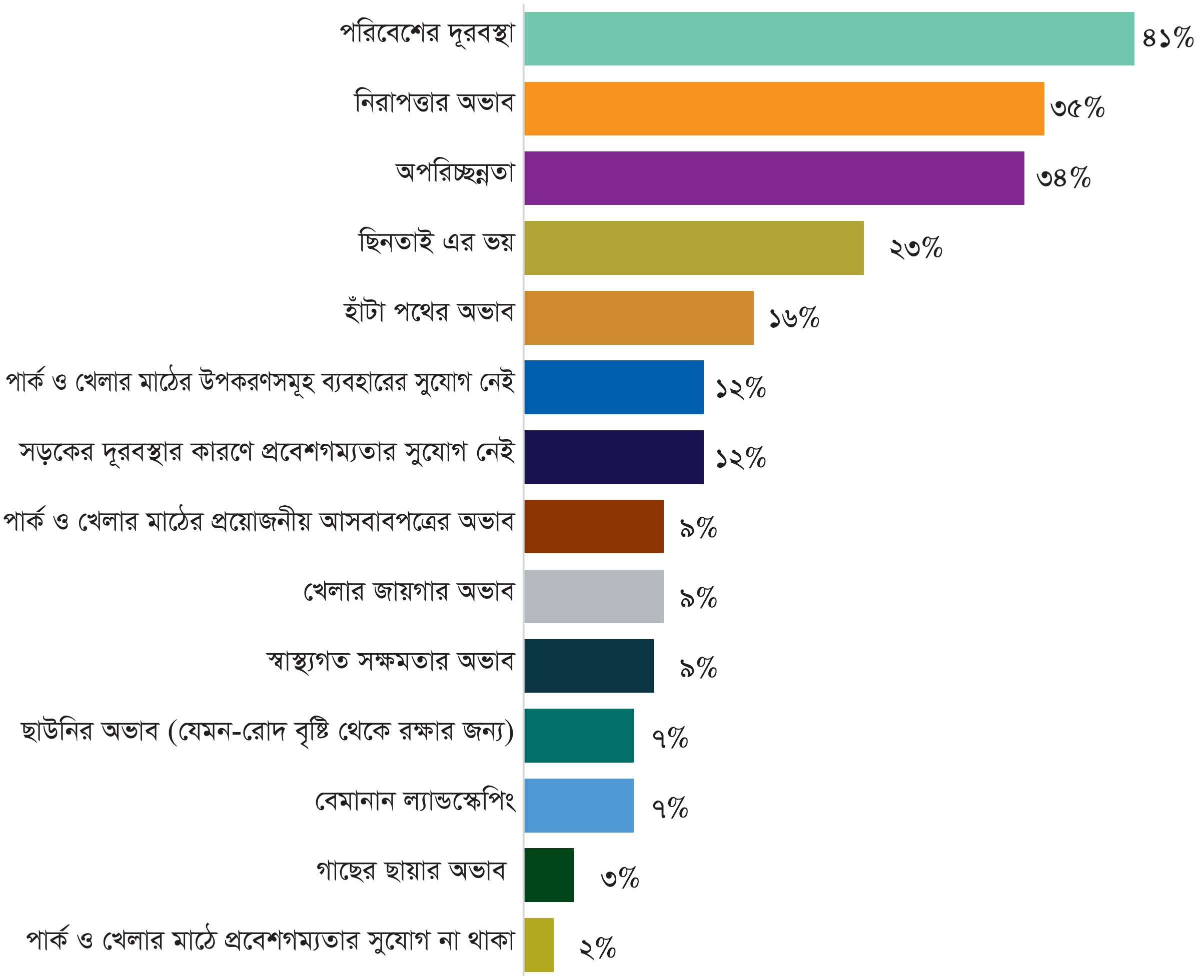

লেখচিত্র ৪.৬: নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণসমূহ

নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণ সমূহকে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১) প্রবেশগম্যতা এবং চলাফেরা, ২) পার্ক ও খেলার মাঠের অবস্থা, ৩) নিরাপত্তা এবং ৪) স্বাস্থ্য এবং পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩০% স্বাস্থ্য এবং পয়:নিস্কাশন সমস্যা, ২৩% নিরাপত্তার সমস্যা, ১৯% পার্ক ও খেলার মাঠের অবস্থা, ১৫% প্রবেশগম্যতা এবং চলাফেরার সমস্যা রয়েছে বলে জানিয়েছেন। লেখচিত্র ৪.৭ এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য যে, এই প্রশ্নের অধীনে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রদানের সুযোগ ছিল। ফলাফল স্বরূপ ছক ৪.১ এ শুধুমাত্র প্রশ্নের বিপরীতে অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণ সংখ্যার পরিবর্তে উত্তরের ভিত্তিতে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

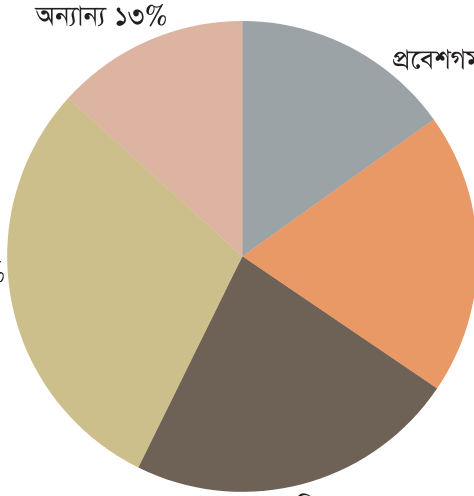

লেখচিত্র ৪.৭: অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুসারে নিকটবর্তী পার্ক এবং খেলার মাঠে না যাওয়ার কারণসমূহ

ছক ৪.১ এ লেখচিত্র ৪.৭ এর তথ্যসমূহই প্রদান করা হয়েছে। এর সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি বিষয়ের উপরে কতজন মতামত প্রদান করেছেন তা উল্লেখ করা হলো।

ছক ৪.১: জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কতজন কি কারণে নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন

কারণসমূহ	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
স্বাস্থ্য এবং পয়:নিস্কাশন	খারাপ পরিবেশ, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন	১১১	৩০%
নিরাপত্তা	নিরাপত্তার অভাব, ছিনতাই এর ভয়	৮৬	২৩%
পার্ক ও খেলার মাঠের অবস্থা	• খেলাধুলার উপকরণের অভাব • হাঁটাপথ না থাকা • আসবাবপত্র না থাকা • গাছের ছায়ার অভাব • বেমানান ল্যান্ডস্কেপিং • ছাউনি না থাকা	৭৩	১৯%
প্রবেশগম্যতা এবং চলাফেরা	• প্রবেশগম্যতার সুযোগ না থাকা • স্বাস্থ্যগত সক্ষমতার অভাব • সড়কের দূরবস্থার কারণে পার্ক এবং খেলার মাঠে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ না থাকা • পার্ক এবং খেলার মাঠের অবকাঠামো ও উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ না থাকা	৫৭	১৫%
অন্যান্য	প্রযোজ্য নয়	৫০	১৩%

৪.১.৪ নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠের ব্যবহার বৃদ্ধিতে জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতামত

জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৭৪ জনের মধ্যে ২৭৮ জন উল্লেখ করেছেন কি ধরণের পরিবর্তন পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারে উৎসাহিত করবে এবং বেশি বেশি পার্ক ও খেলার মাঠে আসা এবং বেশি সময় অবস্থান করতে উৎসাহিত করবে। পার্কে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (১৫%) এবং রোদ ও বৃষ্টি হতে (১৩%) রক্ষার জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। ফলাফল লেখচিত্র ৪.৮ এ উল্লেখ করা হলো।

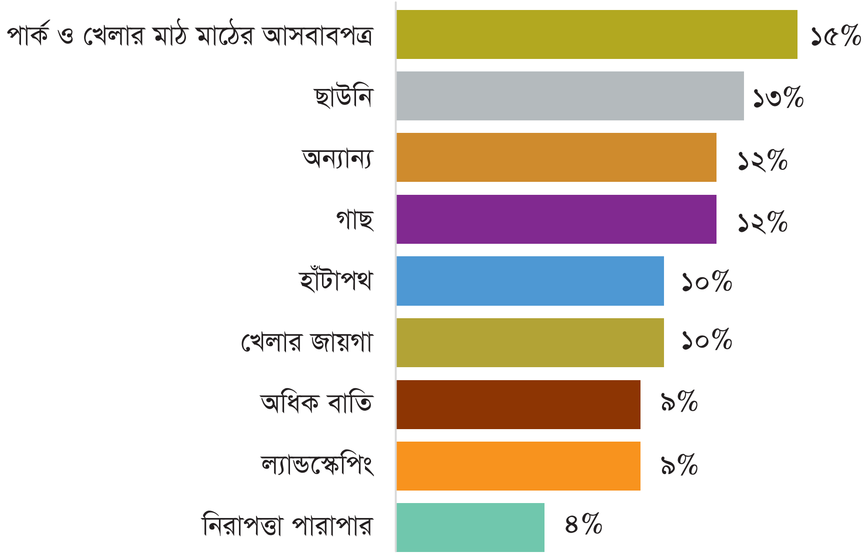

লেখচিত্র ৪.৮: জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নে সুপারিশসমূহ

৪.১.৫ দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে গমনকারী এবং গমনের কারণসমূহ

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপে ৫৩.১% জানান তারা দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে ঘুরতে যান। সাধারণত বন্ধুদের সাথে দেখা করা (৩০%) এবং নিরিবিলিতে সময় কাটানোর (২৪%) জন্য দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যান বলে উল্লেখ করেন। লেখচিত্র ৪.৯ এ সংক্ষিপ্ত ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

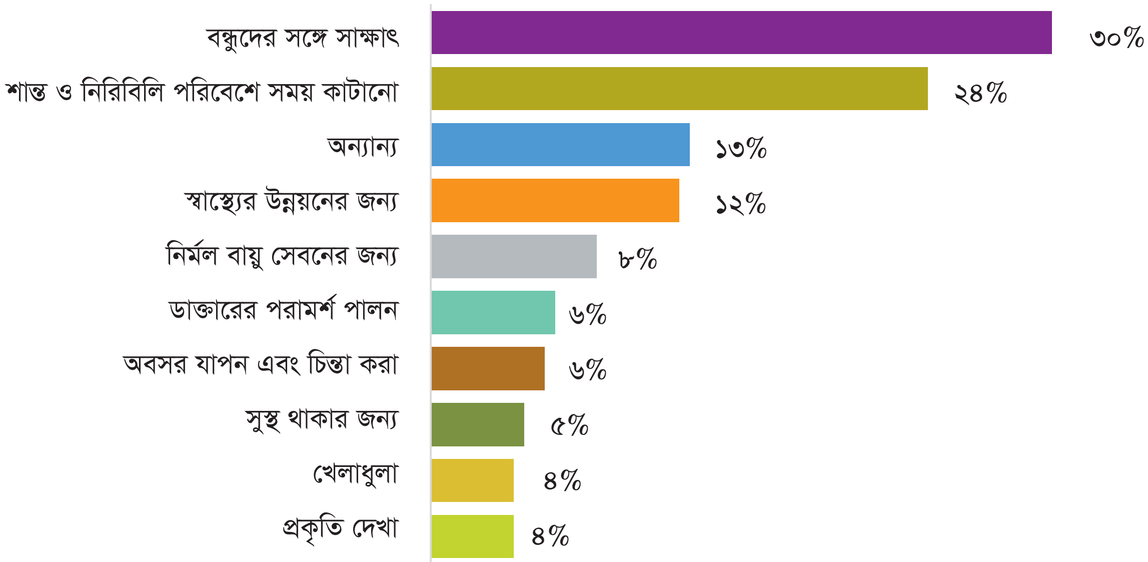

লেখচিত্র ৪.৯: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ

চিত্র ৪.১: মানুষ অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে পার্ক ও খেলার মাঠে আগমন করে

এখানে উত্তরের ধরণ অনুসারে সংখ্যাগুলোকে সাজানো হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতানুসারে দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণ হলো সামাজিকতা এবং অবসর যাপন (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৩০% করে)। লেখচিত্র ৪.১০ এ সংক্ষিপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হলো।

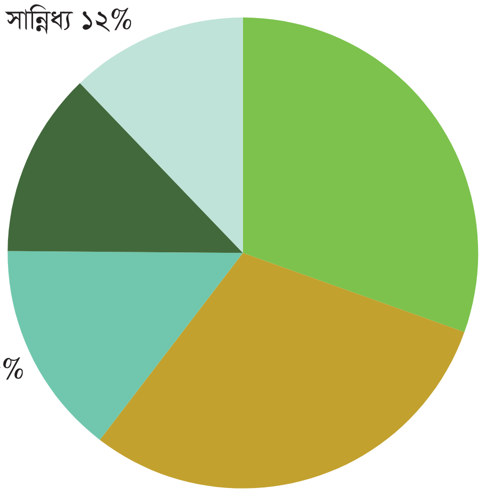

লেখচিত্র ৪.১০: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ

ছক ৪.২ এ লেখচিত্র ৪.১০ এর তথ্যসমূহই প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের উপর জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

ছক ৪.২: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার কারণসমূহ

কারণ	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিকতা	বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ	৬০	৩০%
শান্তি এবং অবসর যাপন	• অবসর যাপন ও চিন্তা করা • শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশে সময় কাটানো	৫৯	৩০%
সুস্থতা, স্বাস্থ্য এবং খেলাধুলা	• স্বাস্থ্য উন্নয়ন • সুস্থ থাকা • ডাক্তারের পরামর্শ পালন • খেলাধুলা	২৯	১৫%
প্রকৃতির সান্নিধ্য	• প্রকৃতি দেখা • নির্মল বায়ু সেবন	২৪	১৩%
অন্যান্য	প্রযোজ্য নয়	২৫	১৩%

৪.১.৬ সাধারণ জনমত জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ

সাধারণ জনমত জরিপে মানুষ কেন পার্কে ও খেলার মাঠে যায় বা যেতে চায় না সে সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কি ধরণের পরিবর্তন তাদেরকে উৎসাহিত করবে বা কেন তারা দূরবর্তী পার্কে যান সেটিও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো-

- ৬৮% জরিপে অংশগ্রহণকারী বাসা থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পার্ক ও খেলার মাঠে যান বলে জানান। পক্ষান্তরে বাসা থেকে ১ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে পার্ক ও খেলার মাঠ হওয়ায় তুলনামূলক কম অংশগ্রহণকারী (৩৯%) পার্ক ও খেলার মাঠে যান।
- অধিকাংশই নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যান (৬০%), যারা নিকটবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যান না তাদের নিকট থেকে - খারাপ পরিবেশ (৪১%), নিরাপত্তার অভাব (৩৫%), অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা (৩৪%), স্বাস্থ্য এবং পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা (৩০%) এবং নিরাপত্তার অভাব (২৩%) কারণ হিসাবে জানা যায়।
- পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের দুটি প্রধান পরামর্শ-আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা (১৫%) এবং রোদ বৃষ্টি হতে রক্ষার জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করা (১৩%)।
- জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার অন্যতম প্রধান দুটি কারণ হলো ১) বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ২) শান্তি এবং অবসর যাপন (প্রতিটি ক্ষেত্রে ৩০% করে)।

  সাধারণ জনমত জরিপ আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে কেন মানুষ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠে যায় কিংবা যায় না। পরবর্তী অংশে যারা পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহার করে তাদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

৪.২ পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারী ২০১৩ তে ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠে ৭৩৯ জন ব্যক্তির মধ্যে পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ পরিচালিত হয়। এ জরিপের উদ্দেশ্য হলো কেন তারা পার্ক ও খেলার মাঠে যায় সে সম্পর্কে জানা। এই অংশে উত্তর দাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে:

- বয়স এবং লিঙ্গ
- তারা কতবার পার্কে যান
- পার্ক এবং খেলার মাঠে আসার পূর্বে তাদের অবস্থান
- পার্ক ও খেলার মাঠে আসার জন্য ব্যবহৃত যাতায়াত মাধ্যম
- পার্ক ও খেলার মাঠে তারা কোন ধরনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন
- পার্ক এবং খেলার মাঠের উন্নয়নে তাদের পরামর্শসমূহ

এখানে মানুষ পার্ক ও খেলার মাঠকে কিভাবে গ্রহণ এবং ব্যবহার করছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে আরো সুখকর হতে পারে সেটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.২.১ পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপে অংশগ্রহণকারী

এখানে উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। অধিকাংশ উত্তরদাতাদের বয়স ২০-২৯ (২৯%)। এরপরে রয়েছে ১৩-১৯ বছর (২৬%)। এর মধ্যে ৭৭% পুরুষ এবং ২৩% নারী। লেখচিত্র ৪.১১ এবং ৪.১২ এ বয়স এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দাতাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

চিত্র ৪.২: একজন জরিপকারী তথ্য সংগ্রহ করছে

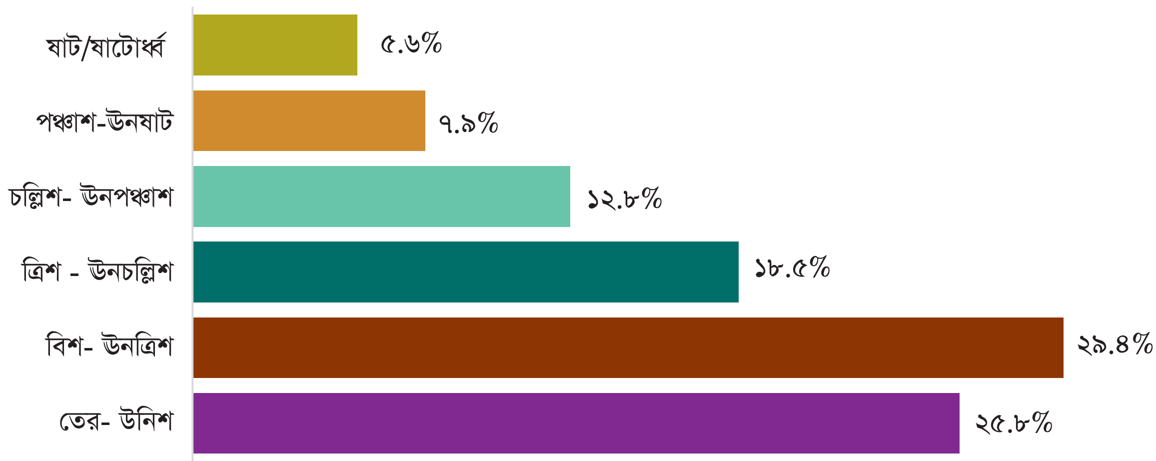

লেখচিত্র ৪.১১: বয়সের ভিত্তিতে পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী

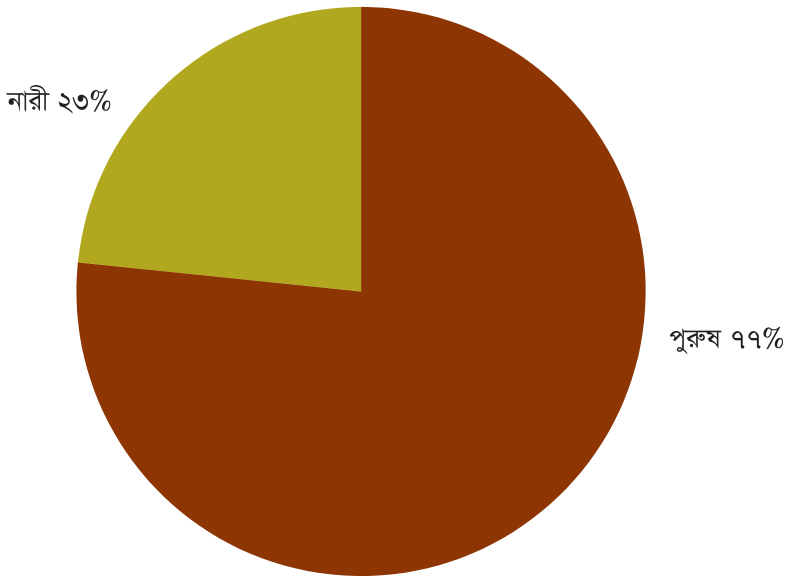

লেখচিত্র ৪.১২: লিঙ্গের ভিত্তিতে পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী

৪.২.২ জরিপে অংশগ্রহণকারীরা পার্ক ও খেলার মাঠে কত বার যায়

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক বা খেলার মাঠে কত বার আসে তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই নিয়মিত পার্ক বা খেলার মাঠ ব্যবহার করে থাকেন। ৭৫% সপ্তাহে একদিন অথবা তার বেশি বার এসে থাকেন বলে উল্লেখ করেছেন। ২০% উল্লেখ করেছেন যে তারা এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে এসে থাকেন। ৬% বলেছেন তারা প্রথমবারের মত পার্ক বা খেলার মাঠে এসেছেন। লেখচিত্র ৪.১৩ তে ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হলো।

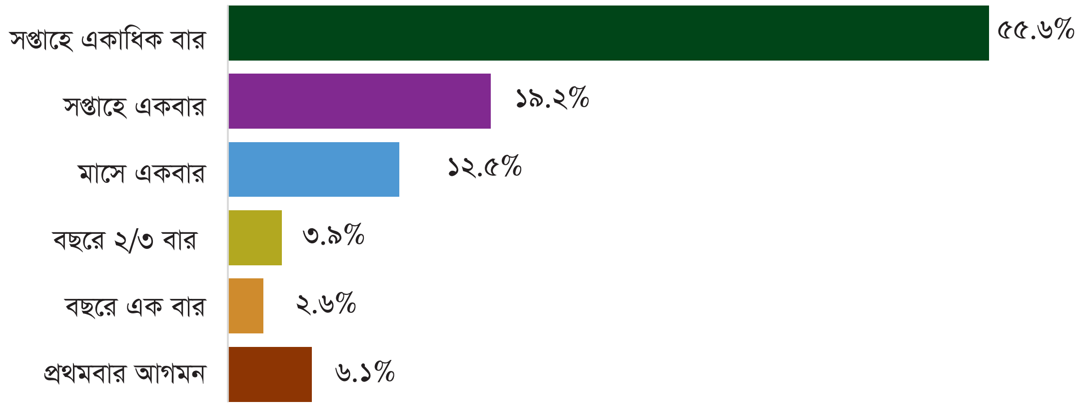

লেখচিত্র ৪.১৩: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের তথ্য

৪.২.৩ সাধারণত জরিপে অংশগ্রহনকারীরা কোথা থেকে পার্ক বা খেলার মাঠে আসেন

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬২% বাসা থেকে পার্ক বা খেলার মাঠে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। কেউ কেউ এসেছেন কর্মক্ষেত্র (১৪%) অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (২০%) থেকে এবং সুনির্দিষ্টভাবে কর্মক্ষেত্র থেকে ১৩% এসেছেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে নিম্নে লেখচিত্র ৪.১৪ এ সংক্ষিপ্ত ভাবে অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যান্য স্থান থেকে ৪%, বিপণী বিতান থেকে ২% এবং বন্ধুর বাসা থেকে ১% এসেছেন।

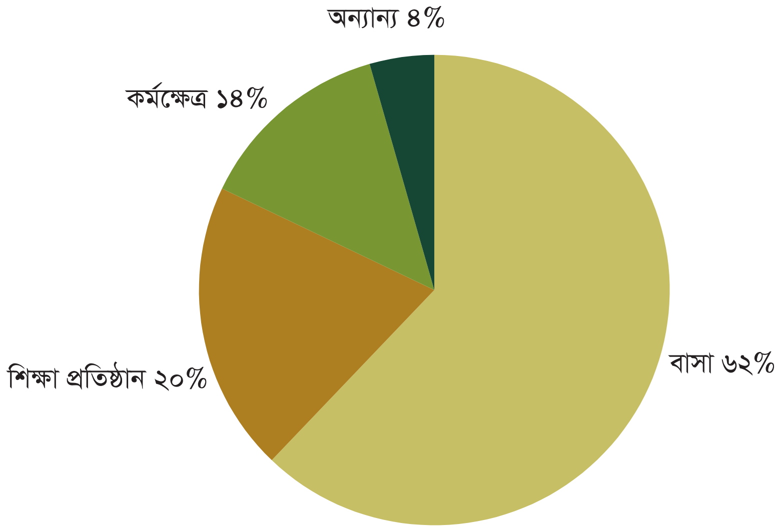

লেখচিত্র ৪.১৪: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক ও খেলার মাঠে কোথা থেকে এসেছেন তার তথ্য

৪.২.৪ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠে আসার মাধ্যম

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা কোন যাতায়াত মাধ্যমে পার্ক ও খেলার মাঠে এসেছেন? ৭৩% জানিয়েছেন তারা হেঁটে এসেছেন, ১১% রিকশায় করে, ৬% বাসে করে, মোটরগাড়ী, মোটরবাইক এবং সাইকেল প্রতিটিতে করে ৩% এবং অন্যান্য মাধ্যমে ১% অংশগ্রহণকারী এসেছেন বলে জানান। লেখচিত্র ৪.১৫ তে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক এবং খেলার মাঠে আসার মাধ্যমের সংক্ষিপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হলো।

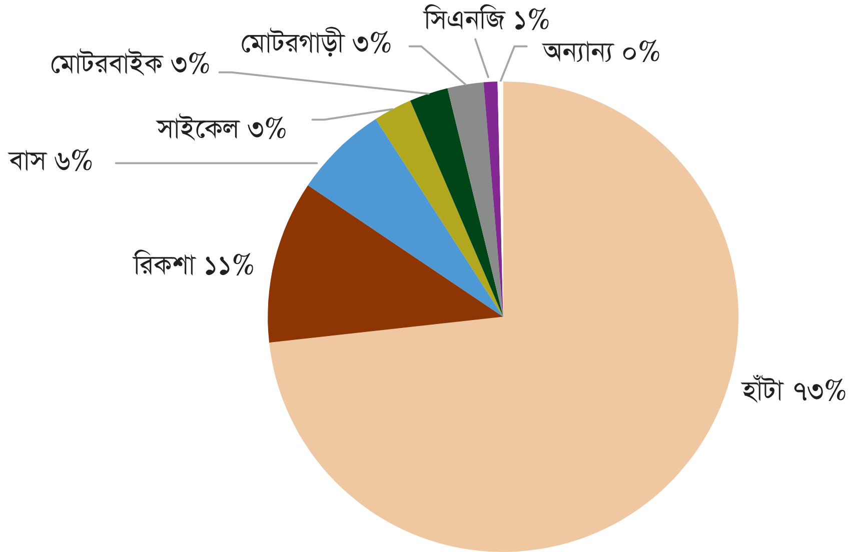

লেখচিত্র ৪.১৫: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী তাদের পার্ক ও খেলার মাঠে যাতায়াত মাধ্যমের তথ্য

পার্কে বা খেলার মাঠে আসার জন্য কতটুকু সময় লেগেছে এ বিষয়ে ৮০% পার্ক এবং খেলার মাঠে আগমনকারী উল্লেখ করেছেন ২০ মিনিট বা তার কম সময় লেগেছে, ৯% জানিয়েছেন ২০ মিনিট এর বেশি সময় লেগেছে এবং ৫% জানিয়েছেন এটা নির্ভর করে যান চলাচলের উপর। লেখচিত্র ৪.১৬ তে যাতায়াত সময়ের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হলো।

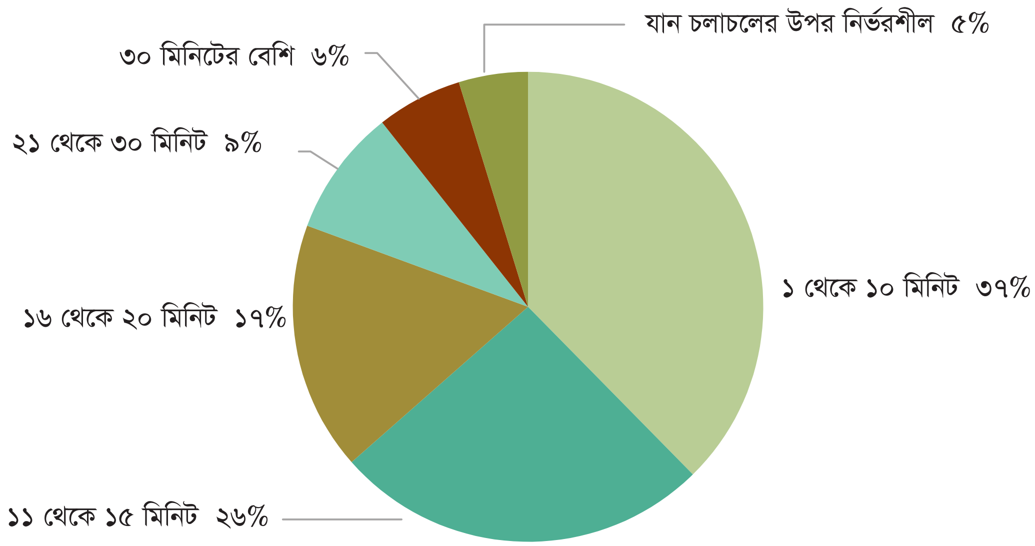

লেখচিত্র ৪.১৬: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক বা খেলার মাঠে পৌঁছানোর সময় সংক্রান্ত তথ্য

৪.২.৫ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের উদ্দেশ্য

জরিপে অংশগ্রহনকারীদের পার্ক এবং খেলার মাঠে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শান্ত এবং নিরিবিলি পরিবেশে সময় কাটানো (২৬.৪%) এবং বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ (২৬.১%) করতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। লেখচিত্র ৪.১৭ এ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো-

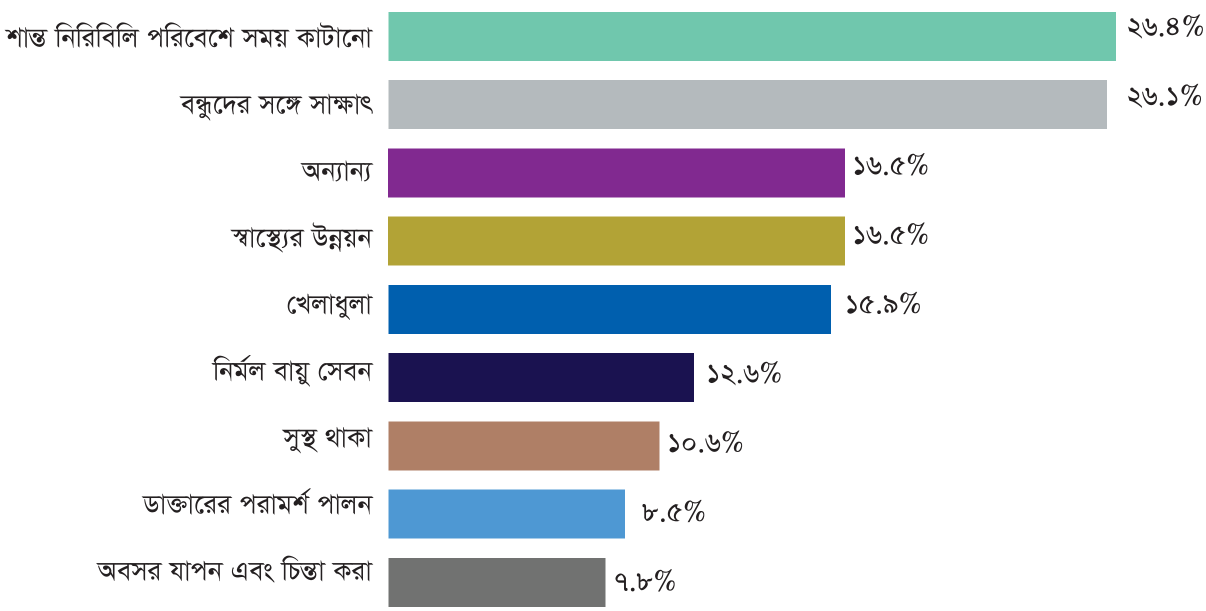

লেখচিত্র ৪.১৭: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী পার্ক এবং খেলার মাঠে আগমনের উদ্দেশ্য (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)

চিত্র ৪.৩: শারীরিক কর্মকান্ড পার্ক ও খেলার মাঠে আগমনের একটি অন্যতম কারণ

চিত্র ৪.৪: পার্ক ও খেলার মাঠগুলো সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি ধরণের কর্মকান্ডে তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন? ৩৫% বলেছেন হাঁটা, ২৭% সামাজিকতা এবং ২৭% পার্কের সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য এসেছেন বলে উল্লেখ করেন। ৮৮% মানুষ মনে করেন তাদের দ্বারা সংঘটিত কর্মকান্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ। লেখচিত্র ৪.১৮ তে সংক্ষিপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হলো।

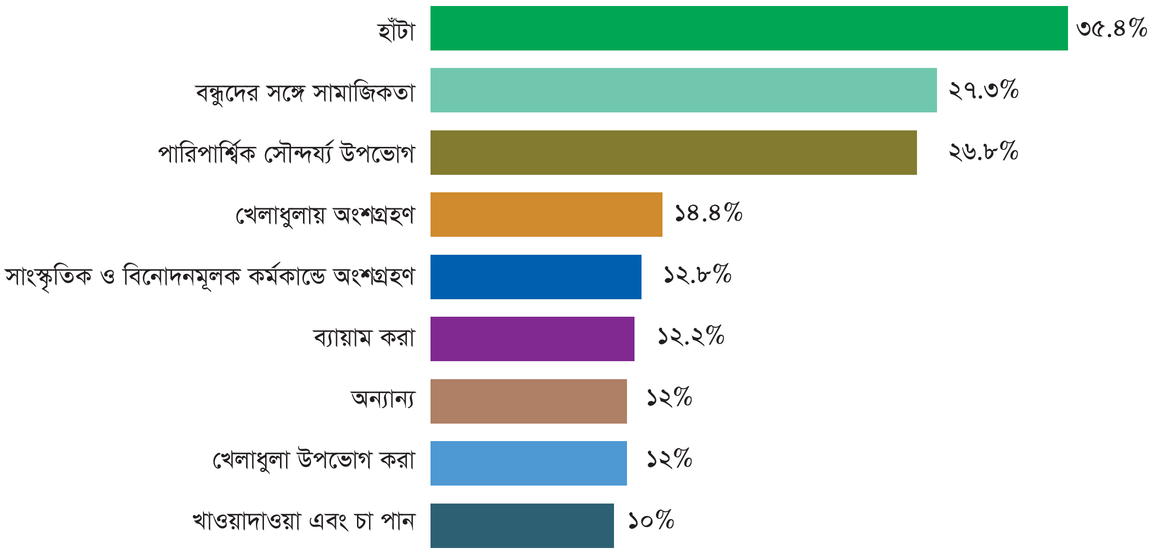

লেখচিত্র ৪.১৮: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)

৪.২.৬ জরিপে অংশগ্রহণকারীরা যেভাবে পার্ক এবং খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত শারীরিক কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করেছেন

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নের জন্য চার ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। সেগুলো হলো কি ধরণের নকশা এবং অবকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা, চারপাশের অবস্থা এবং খেলাধুলার সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

৪.২.৬.১ নকশা এবং অবকাঠামো

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের নকশা এবং অবকাঠামো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক (৪৭%) অংশগ্রহণকারী খুব ভালো অথবা ভালো বলে জানান, ৩৫% জানান মোটামুটি এবং ১৮% জানান তারা যে পার্ক বা খেলার মাঠে ঘুরতে যান সেগুলোর অবস্থা খারাপ অথবা খুবই খারাপ। লেখচিত্র ৪.১৯ এ সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো।

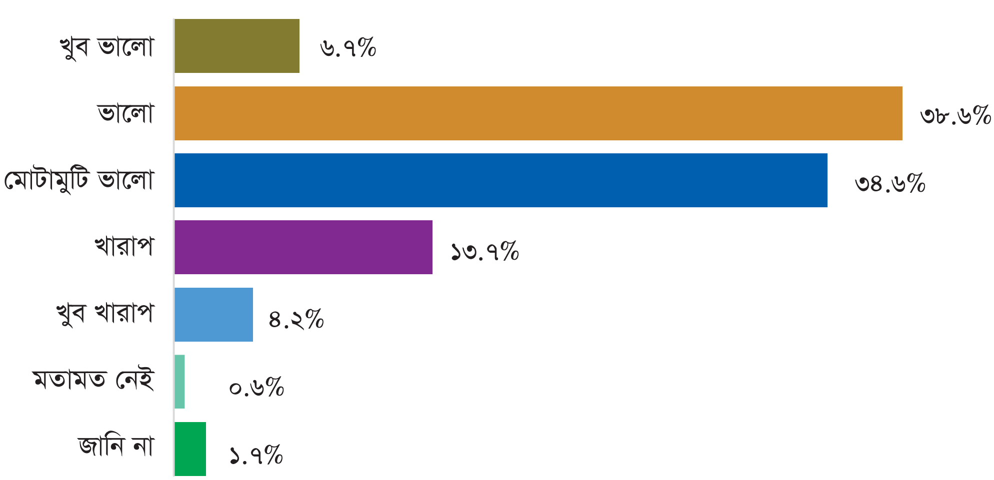

লেখাচিত্র ৪.১৯: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের নকশা এবং অবকাঠামো সম্পর্কে মূল্যায়ন

৪.২.৬.২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। কেবল মাত্র ২৯% তাদের পার্ক ও খেলার মাঠকে খুব ভালো অথবা ভালো হিসেবে মূল্যায়িত করেন। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী (৩৪%) জানান খারাপ অথবা খুব খারাপ। তবে বেশির ভাগ (৩৭%) ক্ষেত্রেই উত্তর পাওয়া যায় মোটামুটি। লেখচিত্র ৪.২০ এ প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

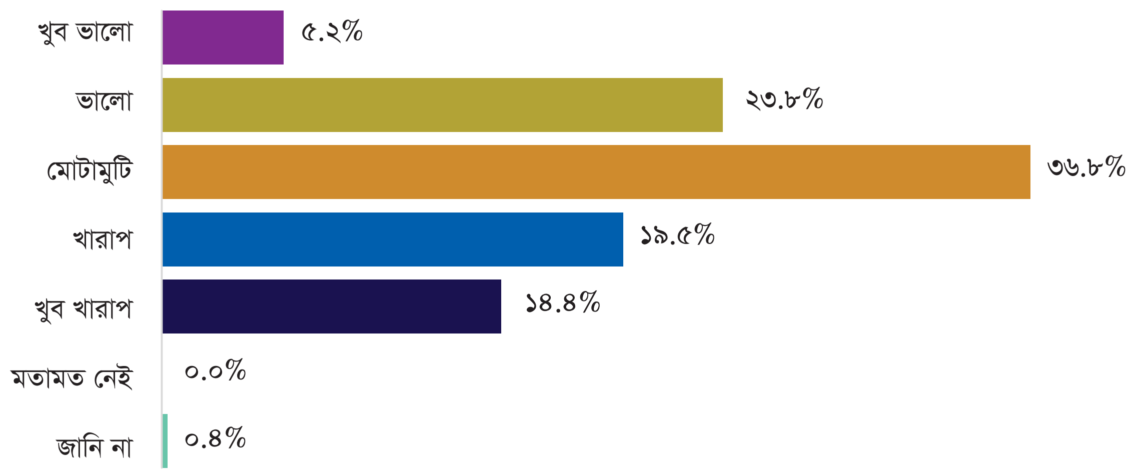

লেখচিত্র ৪.২০: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক এবং খেলার মাঠের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মূল্যায়ন

৪.২.৬.৩ চারপাশের অবস্থা

প্রায় ৪৩% জরিপে অংশগ্রহণকারী পার্ক ও খেলার মাঠের চারপাশের অবস্থাকে ভালো অথবা খুব ভালো হিসেবে মূল্যায়িত করেন। মাত্র ১৫% পার্কের চারপাশের অবস্থাকে খারাপ অথবা খুব খারাপ হিসেবে জানান। ৪১% মোটামুটি হিসেবে মূল্যায়িত করেন। লেখচিত্র ৪.২১ এ প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

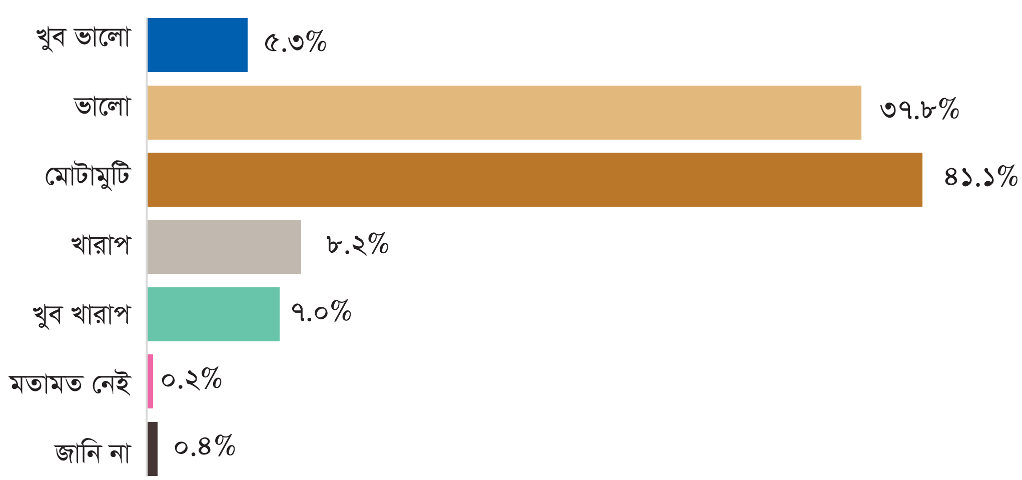

লেখচিত্র ৪.২১: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক এবং খেলার মাঠের চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন

৪.২.৬.৪ খেলাধুলার সুবিধা

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পার্ক ও খেলার মাঠে খেলাধুলার সুবিধা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ মনে করেন যে সকল সুবিধা রয়েছে তা মোটামুটি (৩৬%)। ৩০% মনে করেন খারাপ অথবা খুব খারাপ এবং মাত্র ২১% পার্ক ও খেলার মাঠে খেলাধুলার সুবিধাকে ভালো অথবা খুব ভালো হিসেবে মূল্যায়িত করেন। লেখচিত্র ৪.২২ এ প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

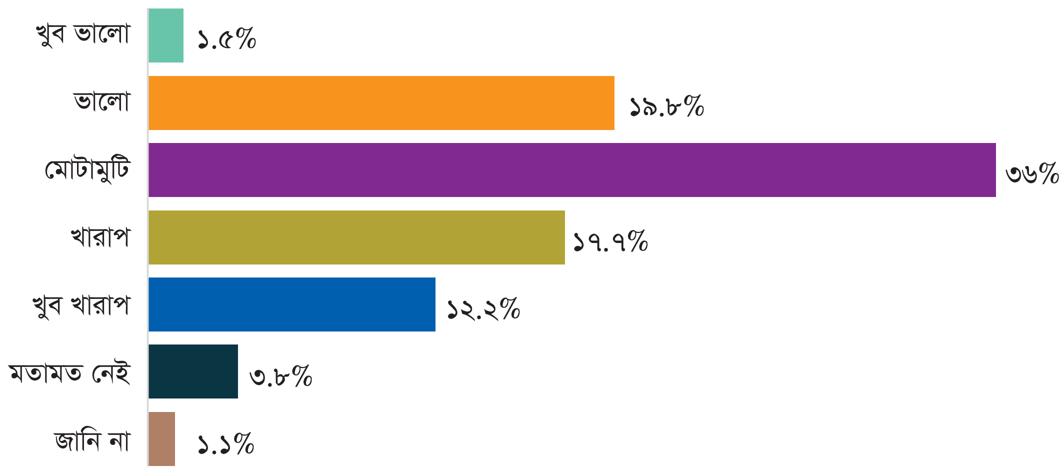

লেখচিত্র ৪.২২: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা হারে পার্কে এবং খেলার মাঠে খেলাধুলার সুবিধা সম্পর্কে মূল্যায়ন

৪.২.৭ পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতামত

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীগণ কি ধরণের উন্নয়ন সম্পন্ন হলে পার্ক ও খেলার মাঠে বেশি বেশি আসবে এবং বেশি সময় অবস্থান করবে, সে ব্যাপারে মতামত প্রদান করেছেন। সর্বাধিক (৩৬%) মতামত দেন পার্ক ও খেলার মাঠের আসবাব পত্র উন্নয়নের ব্যাপারে। পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপিং (৩৪%) উন্নয়ন এবং রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ছাউনি (৩০%) প্রদানের ব্যাপারেও মত প্রকাশ করেন। ১৩% ব্যবহারকারী বাতি প্রদানের পক্ষে মত দেন। লেখচিত্র ৪.২৩ এ প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

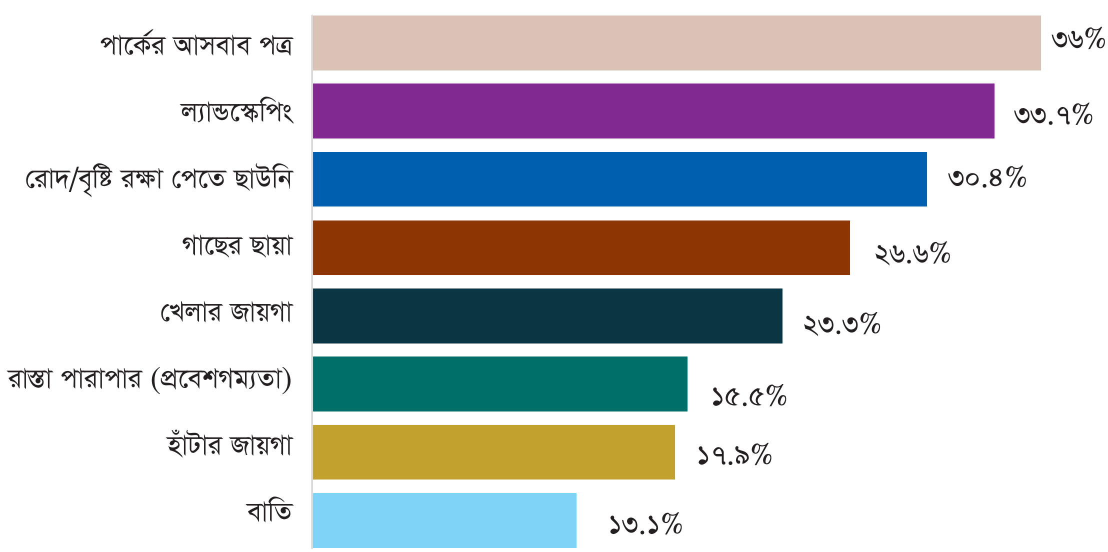

লেখচিত্র ৪.২৩: পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়নে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতামত

৪.২.৮ পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপের উদ্দেশ্য ছিল পার্ক ও খেলার মাঠ সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি জানা।

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো-

- এক-তৃতীয়াংশ জরিপে অংশগ্রহণকারী সপ্তাহে অন্তত একদিন পার্ক ও খেলার মাঠে ঘুরতে আসেন। সাধারণত বাসা থেকে ৬০%, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২০% এবং কর্মক্ষেত্র থেকে ১৪% আসেন। অধিকাংশ (৭৩%) অংশগ্রহণকারী হেঁটে পার্ক ও খেলার মাঠে আসেন।
- পার্ক ও খেলার মাঠে সংঘটিত কর্মকান্ডগুলোর মধ্যে হাঁটা (৩৫%) অন্যতম। এছাড়া সামাজিকীকরণ (২৭%) এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের (২৭%) জন্য পার্ক ও খেলার মাঠে আগমন ঘটে। পার্কে ঘুরতে আসার অন্যতম কারণের মধ্যে রয়েছে শান্ত এবং নিরিবিলিতে সময় কাটানো ও বন্ধুদের সাথে দেখা করা (উভয় ক্ষেত্রে ২৬%)।
- জরিপে অংশগ্রহণকারীরা পার্ক ও খেলার মাঠের সার্বিক নকশা এবং অবকাঠামোকে ভালো বলে মূল্যায়ন করেছেন (৪৭% ভালো অথবা খুব ভালো বলেছেন)। বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারী খেলাধুলার সুবিধাকে মোটামুটি বলে মূল্যায়িত করেছে (৩৬% মোটামুটি এবং ৩০% খারাপ অথবা খুব খারাপ বলেছেন)।
- পার্ক ও খেলার মাঠের আসবাব পত্র উন্নয়নের পক্ষে সর্বাধিক (৩৬%) মতামত পাওয়া গেছে। পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপিং (৩৪%) এবং রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাউনির (৩০%) পরামর্শ পাওয়া গেছে।

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ থেকে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিষয়ভিত্তিক এবং ধারণা নির্ভর তথ্যাদি পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে পার্ক ও খেলার মাঠের পর্যবেক্ষণ জরিপের বস্তুনিষ্ঠ ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

৪.৩ পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ

জানুয়ারি ২৮, ২০১৩ তে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের একটি জরিপকারী দল এই গবেষণায় উল্লেখিত ১২ টি পার্ক এবং খেলার মাঠে পর্যবেক্ষণ জরিপ করেন। এ জরিপের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য একত্রিত করা। এ ফলাফল আমাদের পার্ক এবং খেলার মাঠে বিদ্যমান সুবিধা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে।

এই অধ্যায়ে জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে রয়েছে -১) সুবিধাদি, ২) সংবেদনশীল অবস্থা, ৩) পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা, ৪) প্রবেশগম্যতা, ৫) আশেপাশের রাস্তার অবস্থা এবং সবশেষে ৬) সবুজ পরিসর, হাঁটার রাস্তা,শিশুদের জন্য জায়গা এবং খেলার জায়গা।

৪.৩.১ সুবিধাদি

রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারার জন্য নিয়োজিত কর্মচারী, বসার ব্যবস্থা, বাতি এবং পানির কল এই চারটি সুবিধা সম্পর্কে জানার জন্য পার্ক ও খেলার মাঠে জরিপ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাহারার জন্য নিয়োজিত কর্মচারীরা পার্ক ও খেলার মাঠের অবস্থা তদারকির জন্য কাজ করে থাকেন। মানুষের সময় কাটানো এবং সামাজিকীকরণের জন্য বসার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। রাতের বেলায় নিরাপত্তার জন্য বাতির ব্যবস্থা থাকা জরুরী, বিশেষ করে নারীদের জন্য এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পানির কলের ব্যবস্থা পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের বিনা খরচে তৃষ্ণা মেটাতে সাহায্য করে। পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.৩ এ সুবিধাদি সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

- ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠের মধ্যে ৬টিতে রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারার জন্য কর্মচারী অথবা পুলিশ/নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত রয়েছে।
- ১২ টি খেলার মাঠ এবং পার্কেই বসার ব্যবস্থা রয়েছে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ৬টির অবস্থা ভালো, ৪টির মোটামুটি এবং ২টির অবস্থা খারাপ।
- ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে ৯টিতে বাতির ব্যবস্থা রয়েছে (৭৫%)। যার মধ্যে ৭টিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে বলে জরিপে জানা গেছে।
- জরিপে দেখা যায় মাত্র ২টি পার্কে পানির কল চালু রয়েছে।

চিত্র ৪.৫: বিভিন্ন পার্ক ও খেলার মাঠে বিনামূল্যে শিক্ষাদান কর্মসূচি সংঘটিত হয়

ছক ৪.৩: ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের প্রত্যেকটির সুবিধা সংক্রান্ত মতামত

পার্ক ও খেলার মাঠ	কর্মচারী	বসার ব্যবস্থা	বাতির ব্যবস্থা	পানির কল
বাসাবো মাঠ	নাই	খারাপ	নাই	নাই
শ্যামলী পার্ক	নাই	মোটামুটি	নাই	নাই
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	নাই	ভালো	পর্যাপ্ত	নাই
ফজলে রাব্বী পার্ক	আছে	ভালো	পর্যাপ্ত	নাই
ফার্মগেট পার্ক	নাই	মোটামুটি	পর্যাপ্ত	নাই
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	আছে	মোটামুটি	পর্যাপ্ত	নাই
রমনা পার্ক	আছে	ভালো	পর্যাপ্ত	নাই
বৈশাখী খেলার মাঠ	আছে	মোটামুটি	অপর্যাপ্ত	নাই
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	নাই	খারাপ	অপর্যাপ্ত	নাই
ওসমানী উদ্যান	আছে	ভালো	পর্যাপ্ত	চালু রয়েছে, অপ্রতুল
বাংলাদেশ মাঠ	নাই	ভালো	অপর্যাপ্ত	নাই
ধানমন্ডি লেক পার্ক	আছে	ভালো	পর্যাপ্ত	চালু রয়েছে, অপ্রতুল

৪.৩.২. সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত মতামত

সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত মতামত এর মাধ্যমে ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠের দৃশ্যমান এবং অনুধাবন যোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা হয়েছে। ইতিবাচক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের কাছে স্থানটি আরামপ্রদ করে তোলে এবং নেতিবাচক হলে বিপরীত ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪-৪ এ প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

- জরিপকারীদের তথ্য মতে চারভাগের তিন ভাগ পার্ক এবং খেলার মাঠগুলো আর্কষণের দিক থেকে মোটামুটি বা খারাপ মানের, বাকি তিনটি ভালো মানের।
- গন্ধের বিচারে ২টির অবস্থা খারাপ, ৪টি মোটামুটি মানের এবং বাকি ৬টির অবস্থা ভালো।
- জরিপকারীদের তথ্য মতে পার্ক এবং খেলার মাঠগুলোতে অনেক স্বস্তিদায়ক শব্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫টিতে পাখির গুঞ্জন, ১টিতে সংগীত এবং ৯টিতে মানুষের কথাবার্তা শোনা গেছে। অপর পক্ষে ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠেই যানবাহনের শব্দ পাওয়া যায়, যা বিরক্তির কারণ।

ছক ৪.৪: ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠের প্রত্যেকটির সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত মতামত

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	দৃশ্যমান আকর্ষণ	গন্ধ	শব্দ
বাসাবো মাঠ	খারাপ	মোটামুটি	যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
শ্যামলী পার্ক	মোটামুটি	খারাপ	পাখির গুঞ্জন, যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	ভালো	ভালো	যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
ফজলে রাব্বি পার্ক	ভালো	ভালো	যানবাহনের শব্দ
ফার্মগেট পার্ক	মোটামুটি	মোটামুটি	পাখির গুঞ্জন, যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	মোটামুটি	ভালো	পাখির গুঞ্জন, যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
রমনা পার্ক	মোটামুটি	ভালো	পাখির গুঞ্জন, যানবাহনের শব্দ
বৈশাখী খেলার মাঠ	মোটামুটি	মোটামুটি	যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	খারাপ	খারাপ	যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
ওসমানী উদ্যান	মোটামুটি	ভালো	যানবাহনের শব্দ
বাংলাদেশ মাঠ	মোটামুটি	মোটামুটি	যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা
ধানমন্ডি লেক পার্ক	ভালো	ভালো	পাখির গুঞ্জন, যানবাহনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তা

৪.৩.৩ পয়ঃস্বাস্থ্য ব্যবস্থা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের এই বার্তা দেয় যে, স্থানটি যথাযথভাবে পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা গেছে সেগুলি হলো- ১) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, ২) ছোট আকারের ময়লা আবর্জনার উপস্থিতি এবং আবর্জনা পাত্রের বাইরে বড় আকারের আবর্জনার উপস্থিতি, ৩) আবর্জনা পাত্রের উপস্থিতি এবং অবস্থা এবং ৪) শৌচাগার এর সুবিধাদি। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.৫ এ প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হলো।

- ১২ টির মধ্যে ৬টি পার্ক ও খেলার মাঠ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে। বাকিগুলো বেসরকারি খাতের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ হয়।
- ১২ টির মধ্যে ৮টি পার্ক এবং খেলার মাঠের অধিকাংশ স্থানে কিছু অথবা প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে ছোট ছোট আকারের আবর্জনা, খাদ্য দ্রব্যের মোড়ক ও ব্যবহৃত পত্রিকা উল্লেখযোগ্য।
- অর্ধেক স্থানে অল্প অথবা কিছু পরিমাণ ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য দেখা গেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে এলকোহলের বোতল, সিরিঞ্জ এবং ঔষধ।
- অর্ধেক স্থানে কিছু অথবা প্রচুর পরিমাণে আবর্জনার স্তূপ দেখা গেছে। এ সকল আবর্জনার মধ্যে রয়েছে বড় আকারের আবর্জনা যেমন-স্থাপনা বর্জ্য।
- একটি পার্কে আবর্জনার পাত্র নেই তবে বাকি পার্ক এবং খেলার মাঠে আবর্জনার পাত্র থাকলেও সেগুলোর মধ্যে চারটি পার্ক ও খেলার মাঠে আবর্জনার পাত্র থেকে আবর্জনা উপচে পড়তে দেখা গেছে।

- ১২টির মধ্যে ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠে শৌচাগার রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে জরিপকালীন সময়ে ৪টি খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ৩টি ব্যবহার করার জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। জরিপকারীদের মূল্যায়ন সাপেক্ষে ৩টি পার্ক বা খেলার মাঠে শৌচাগারের মান ভালো, একটি মোটামুটি এবং অন্যটি খারাপ মানের।

চিত্র ৪.৬: ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠে আবর্জনা পাত্র থাকলেও যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না

চিত্র ৪.৭: সকল পার্ক ও খেলার মাঠে সকলের ব্যবহার উপযোগী গণশৌচাগার থাকে না

ছক ৪.৫: ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের পয়ঃস্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	রক্ষণাবেক্ষণ	আবর্জনার পরিমাণ	ঝুঁকিপূর্ণ আবর্জনার পরিমাণ	আবর্জনা স্তুপের পরিমাণ	আবর্জনার পাত্র	শৌচাগারের উপস্থিতি পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যবহার খরচ
বাসাবো মাঠ	বেসরকারি	প্রচুর	সামান্য	প্রচুর	আছে, উপচে পড়া	নাই
শ্যামলী পার্ক	বেসরকারি	প্রচুর	সামান্য	প্রচুর	আছে, উপচে পড়া নয়	নাই
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	সরকারি	কিছু	নাই	নাই	আছে, উপচে পড়া নয়	নাই
ফজলে রাব্বী পার্ক	বেসরকারি	নাই	নাই	নাই	আছে, উপচে পড়া নয়	একটি টয়লেট ভালো, পরিচ্ছন্ন, অর্থ প্রদান করতে হয় না
ফার্মগেট পার্ক	সরকারি	কিছু	নাই	প্রচুর	আছে, উপচে পড়া	নাই
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	বেসরকারি	নাই	নাই	নাই	আছে, উপচে পড়া নয়	৫টি টয়লেট ভালো, পরিচ্ছন্ন, অর্থ প্রদান করতে হয় না
রমনা পার্ক	বেসরকারি	সামান্য	নাই	নাই	আছে, উপচে পড়া নয়	৩টি টয়লেট মাঝারি মানের, পরিচ্ছন্ন, অর্থ প্রদান করতে হয় না
বৈশাখী খেলার মাঠ	সরকারি	কিছু	নাই	নাই	আছে, উপচে পড়া	নাই
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	সরকারি	প্রচুর	সামান্য	কিছু	আছে, উপচে পড়া	নাই
ওসমানী উদ্যান	সরকারি	কিছু	সামান্য	কিছু	আছে, উপচে পড়া নয়	১টি টয়লেট অপরিচ্ছন্ন অর্থ প্রদান করতে হয়
বাংলাদেশ মাঠ	সরকারি	কিছু	কিছু	কিছু	তথ্য নেই	নাই
ধানমন্ডি লেক পার্ক	বেসরকারি	সামান্য	সামান্য	সামান্য	আছে, উপচে পড়া নয়	৪টি টয়লেট ভালো, পরিচ্ছন্ন, অর্থ প্রদান করতে হয়

৪.৩.৪ প্রবেশগম্যতা

জন সাধারণের পার্ক ও খেলার মাঠের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই প্রবেশগম্যতা থাকতে হবে। পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে যে বিষয়গুলো জানা যায় তা হলো- ১) মালিকানার ধরণ (সরকারি বা বেসরকারি), ২) প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, ৩) পার্ক ব্যবহারের সময়সূচি, ৪) প্রবেশ মূল্য এবং ৫) যান্ত্রিক যান পার্কিং এর কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪-৬ এ প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

- ১২টির মধ্যে ১১টি পার্ক এবং খেলার মাঠই সরকারি মালিকানাধীন। উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্কটি হলো বেসরকারি মালিকানাধীন।
- উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক এবং গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক দুটি সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। পার্ক দুটিতে তদারকির জন্য প্রবেশ পথে নিরাপত্তাকর্মী রয়েছে।
- ১২টির মধ্যে ৮টি পার্ক এবং খেলার মাঠে কোন সময়সূচির উল্লেখ পাওয়া যায়নি অর্থাৎ সেগুলো যে কোন সময় ব্যবহারযোগ্য। দুটি পার্ক ভোর ৫টার সময় খোলে (যার মধ্যে ১টি রাত ১০টায় বন্ধ হয় এবং অন্যটির বন্ধের সময় উল্লেখ নেই)।
- ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠেই বিনামূল্যে প্রবেশ করা যায়।
- ধানমন্ডি লেক পার্কের অভ্যন্তরে যান্ত্রিক যান পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। দুটি পার্ক ও খেলার মাঠের বাইরে যান্ত্রিক যান পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- দুটি পার্ক এবং খেলার মাঠের অভ্যন্তরে অবৈধ পার্কিং হয় এবং ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠের বাইরে অবৈধ পার্কিং হয়।

ছক ৪.৬: ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের প্রবেশগম্যতার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত তথ্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	মালিকানা	প্রবেশগম্যতার নিষেধাজ্ঞা	সময়সূচি	প্রবেশ মূল্য	যান্ত্রিক যানের পার্কিং
বাসাবো মাঠ	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
শ্যামলী পার্ক	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	বেসরকারি	আছে	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
ফজলে রাব্বী পার্ক	সরকারি	নেই	ভোর ৬টা থেকে বিকাল ৩টা	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
ফার্মগেট পার্ক	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	সরকারি	আছে	ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
রমনা পার্ক	সরকারি	আছে	সকাল ৭টায় খোলে	প্রযোজ্য নয়	বৈধ, ভিতরে অবৈধ, বাইরে
বৈশাখী খেলার মাঠ	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, ভিতরে
ওসমানী উদ্যান	সরকারি	নেই	ভোর ৫টায় খোলে	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, বাইরে
বাংলাদেশ মাঠ	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	অবৈধ, ভিতরে
ধানমন্ডি লেক পার্ক	সরকারি	নেই	উল্লেখ নেই	প্রযোজ্য নয়	বৈধ, বাইরে

৪.৩.৫ সংলগ্ন সড়ক

পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপে প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন রাস্তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন সড়কের প্রশস্ততা, পারাপারের সুবিধা, যানবাহনের চাপ, গাড়ির গতি, ফুটপাত এবং ছায়া। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.৭ এ প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো –

- পার্ক এবং খেলার মাঠগুলোর সংলগ্ন সড়কের প্রশস্ততার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ৮টি পার্ক এবং খেলার মাঠের (দুই-তৃতীয়াংশ) সংলগ্ন সড়ক দুই বা তিন লেন প্রশস্ত। তিনটি পার্ক এবং খেলার মাঠের চারপাশে প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে। একটি খেলার মাঠের (মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ) সংলগ্ন সড়কে এক লেনে যানবাহন চলাচল করে ।

- রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে তিনটি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে কোন সুবিধা নেই, ৫টিতে পারাপারের রাস্তা রয়েছে, ৪টিতে ট্রাফিক কর্মকর্তা রয়েছে, ২টিতে ফ্লাশিং লাইট, ২টিতে গতি রোধক, ১টিতে ফুট ওভার ব্রিজ এবং ১টিতে থামার সাংকেতিক চিহ্ন রয়েছে।

- ৮টি পার্ক এবং খেলার মাঠের চারপাশের রাস্তায় গাড়ির চাপ অত্যধিক বেশি (১ মিনিটে ১১টির অধিক গাড়ি চলে), ২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে গাড়ির চাপ মাঝারি (১ মিনিটে ৬-১০টি গাড়ি চলে) এবং বাকি ২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে গাড়ির চাপ তুলনামূলক কম (১ মিনিটে ৫টি অথবা এর কম গাড়ি চলে)।

- কোন পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কেই গতি রোধক চিহ্ন নেই।

- ৭টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে দুই পাশে ফুটপাত রয়েছে। ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে কোন ফুটপাত নেই।

- ১০টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে গাছের ছায়া রয়েছে। ৭টিতে সংলগ্ন ভবনের ছায়া পাওয়া যায় এবং তিনটিতে ছাউনি রয়েছে। কেবল ১টিতে কোন ছায়ার ব্যবস্থা নেই।

চিত্র ৪.৮: অনেক পার্ক ও খেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে অবৈধ গাড়ি পার্কিং দেখা যায়

ছক ৪.৭: ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কের বৈশিষ্ট্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	গাড়ির লেন	পারাপারের সুবিধা গাড়ি/ মিনিট	যান্ত্রিক যানের চাপ	ফুটপাত	ছায়ার উৎস
বাসাবো মাঠ	২-৩	নেই	১১ বা এর বেশি	নেই	গাছ / ভবন
শ্যামলী পার্ক	২-৩	নেই	৬-১০	উভয় পাশে	গাছ / ভবন
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	২-৩	পারাপারের রাস্তা	১১ বা এর বেশি	নেই	গাছ, ভবন, ছাউনি
ফজলে রাব্বী পার্ক	৬ অথবা বেশি	ট্রাফিক কর্মকর্তা	১১ বা এর বেশি	উভয় পাশে	গাছ, ভবন
ফার্মগেট পার্ক	৪-৫	ট্রাফিক কর্মকর্তা	১১ বা এর বেশি	উভয় পাশে	গাছ, ছাউনি
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	২-৩	পারাপারের রাস্তা	১১ বা এর বেশি	উভয় পাশে	গাছ, ভবন
রমনা পার্ক	২-৩	ট্রাফিক কর্মকর্তা, ফুটওভার ব্রিজ	১১ বা এর বেশি	উভয় পাশে	গাছ
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	১	পারাপারের রাস্তা	৫ বা এর কম	নেই	নেই
ওসমানী উদ্যান	৪-৫	ফ্ল্যাশিং লাইট, থামার সংকেত গতি রোধক, জেব্রা ক্রসিং	১১ বা এর বেশি	উভয় পাশে	গাছ
বাংলাদেশ মাঠ	২-৩	পারাপারের রাস্তা	৫ বা এর কম	নেই	গাছ, ভবন
ধানমন্ডি লেক পার্ক	২-৩	পারাপারের রাস্তা, ফ্ল্যাশিং লাইট, গতি রোধক, ট্রাফিক কর্মকর্তা	১১ বা এর বেশি	উভয় পাশে	গাছ, ভবন, ছাউনি

৪.৩.৬ বিদ্যমান সবুজ পরিসর, হাঁটার রাস্তা, শিশুদের খেলার জায়গা এবং সাধারণ খেলার জায়গা

এই অধ্যায়ে সবুজ পরিসর, হাঁটার রাস্তা, শিশুদের খেলার জায়গা এবং খেলার জায়গার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কোন কোন পার্ক ও খেলার মাঠে এ সুবিধাগুলো আছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের গবেষণার ১২ টি পার্ক ও খেলার মাঠের মধ্যে ৫টিতে সবুজ পরিসর, ১০টি তে হাঁটার রাস্তা, ৬টি তে শিশুদের জন্য পৃথক খেলার জায়গা এবং ৪টি তে খেলার জায়গা রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছক ৪.৮ এ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য ৪.৩.৬.১ থেকে ৪.৩.৬.৪ অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

ছক ৪.৮: ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠে সবুজ পরিসর, হাঁটার রাস্তা, শিশুদের খেলার জায়গা এবং খেলার জায়গার উপস্থিতি

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	সবুজ পরিসর	হাঁটার রাস্তা	শিশুদের খেলার জায়গা	খেলার জায়গা
বাসাবো মাঠ	নেই	আছে	নেই	আছে
শ্যামলী মাঠ	নেই	আছে	আছে	নেই
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	আছে	আছে	আছে	নেই
ফজলে রাব্বী পার্ক	নেই	আছে	আছে	নেই
ফার্মগেট পার্ক	আছে	আছে	নেই	নেই
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	নেই	আছে	নেই	নেই
রমনা পার্ক	আছে	আছে	আছে	নেই
বৈশাখী খেলার মাঠ	নেই	আছে	নেই	আছে
মিরপুর মাজার রোড খেলার ফুটবল মাঠ	নেই	নেই	নেই	নেই
ওসমানী উদ্যান	আছে	আছে	আছে	নেই
বাংলাদেশ মাঠ	নেই	নেই	নেই	আছে
ধানমন্ডি লেক পার্ক	আছে	আছে	আছে	নেই

৪.৩.৬.১ সবুজ পরিসর

১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে যেগুলোতে সবুজ পরিসর আছে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে রয়েছে- ১) ল্যান্ডস্কেপিং এর উপস্থিতি বনাম প্রাকৃতিক এলাকা, ২) ভূ-উপরিস্থ উপাদান, ৩) ছায়ার উৎস এবং ৪) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.৯ এ প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

- ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠে সবুজ পরিসর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২টিতে ল্যান্ডস্কেপ সবুজ পরিসর এবং বাকি ৩টিতে প্রাকৃতিক এলাকা এবং ল্যান্ডস্কেপ এর মিশ্রণ দেখা গেছে।
- জরিপকারীদের তথ্য অনুযায়ী, ২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের সবুজ পরিসর নিয়মিত পরিচর্যা করা হয় এবং বাকি তিনটিতে নিয়মিত পরিচর্যা করা হয় না।
- ২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের ভূ-উপরিস্থ এলাকা বেশির ভাগ ঘাস, ২টি পার্কের এবং খেলার মাঠের ভূ-উপরিস্থ এলাকা বেশির ভাগ মাটি এবং অপর পার্কটিতে মাটি এবং ঘাসের সংমিশ্রণ দেখা যায়।
- প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠে অন্তত এক ধরণের ছায়ার উৎস দেখা যায়। ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠে গাছের ছায়া দেখা যায়। ১টিতে পাশের ভবনের ছায়া পাওয়া যায় এবং ২টিতে ছাউনি রয়েছে।

চিত্র ৪.৯: ঢাকায় সবুজ পরিসরের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ থেকে অনেক কম

ছক ৪-৯: সবুজ পরিসরের বৈশিষ্ট্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	ল্যান্ডস্কেপিং	ভূ-উপরিস্থ উপাদানসমূহ	ছায়ার উৎস	নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ
উত্তরা ৭ নং সেক্টর পার্ক	ল্যান্ডস্কেপিং এবং প্রাকৃতিক এলাকার সংমিশ্রণ	বেশির ভাগ মাটি	গাছ, ভবন, ছাউনি	করা হয়
ফার্মগেট পার্ক	ল্যান্ডস্কেপিং	বেশির ভাগ মাটি	গাছ	করা হয় না
রমনা পার্ক	ল্যান্ডস্কেপিং	বেশির ভাগ ঘাস	গাছ, ছাউনি	করা হয়
ওসমানী উদ্যান	ল্যান্ডস্কেপিং এবং প্রাকৃতিক এলাকার সংমিশ্রণ	বেশির ভাগ ঘাস	গাছ	করা হয় না
ধানমন্ডি লেক পার্ক	ল্যান্ডস্কেপিং এবং প্রাকৃতিক এলাকার সংমিশ্রণ	ঘাস এবং মাটির সংমিশ্রণ	গাছ	করা হয়

৪.৩.৬.২ হাঁটার রাস্তা

১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে যেগুলোতে হাঁটার রাস্তা রয়েছে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১) ভূ-উপরিস্থ উপাদান ২) প্রশস্ততা ৩) যানবাহন পারাপারের রাস্তা এবং ৪) ছায়ার উৎস। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.১০ এ প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

- ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে ১০টিতে (৮৩%) হাঁটার রাস্তা রয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। ৭টিতে ইট ব্যবহৃত হয়েছে এবং ৪টির প্রতিটিতে কংক্রিট এবং টাইলস ব্যবহৃত হয়েছে। ১টিতে পিচ (Asphalt) এবং ১টিতে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। কোন পার্ক এবং খেলার মাঠের হাঁটা রাস্তায় বালু অথবা মাটি ব্যবহৃত হয়নি।
- তিনটি পার্ক এবং খেলার মাঠের হাঁটা রাস্তা তিন মিটারের অধিক প্রশস্ত। ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠের হাঁটার রাস্তার প্রশস্ততা ১ থেকে ২ মিটারের মধ্যে এবং ২টিতে হাঁটার রাস্তার প্রশস্ততা ১ মিটারের চেয়ে কম।
- ১টি পার্কের হাঁটার রাস্তার মধ্যে দিয়ে যানবাহন পারাপারের রাস্তা রয়েছে (ধানমন্ডি লেক পার্ক)। বাকি ৯টি পার্ক এবং খেলার মাঠের হাঁটা রাস্তার মধ্য দিয়ে যানবাহন পারাপারের রাস্তা নেই।
- ৭টি পার্ক এবং খেলার মাঠের হাঁটা রাস্তায় গাছের ছায়া রয়েছে, ৪টিতে পাশের ভবনের ছায়া পাওয়া যায় এবং ১টিতে ছাউনি রয়েছে। ২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের হাঁটা রাস্তায় কোন ধরনের ছায়া পাওয়া যায় না।

চিত্র ৪.১০: পার্ক ও খেলার মাঠে হাঁটার রাস্তা থাকলে ব্যবহারকারীগণ হাঁটতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন

ছক ৪-১০: হাঁটার রাস্তার বৈশিষ্ট্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	ভূ-উপরিস্থ উপাদান	প্রশস্ততা	যানবাহন পারাপারের রাস্তা	ছায়ার উৎস
বাসাবো মাঠ	টাইল্‌স	১ মিটারের কম	নেই	নেই
শ্যামলী পার্ক	ইট	১ মিটারের কম	নেই	নেই
উত্তরা ৭ নং সেক্টর পার্ক	ইট, টাইল্‌স	১-২ মিটার	নেই	গাছ, ভবন, ছাউনি

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	ভূ-উপরিস্থ উপাদান	প্রশস্ততা	যানবাহন পারাপারের রাস্তা	ছায়ার উৎস
ফজলে রাব্বী পার্ক	কংক্রিট, ইট	২ মিটারের বেশি	নেই	গাছ
ফার্মগেট পার্ক	ইট	১-২ মিটার	নেই	গাছ
গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক	কংক্রিট, টাইল্‌স	২ মিটারের বেশি	নেই	গাছ, ভবন
রমনা পার্ক	পিচ (Asphalt) কংক্রিট, ইট, পাথর	২ মিটারের বেশি	নেই	গাছ
বৈশাখী খেলার মাঠ	ইট	১-২ মিটার	নেই	ভবন
ওসমানী উদ্যান	টাইল্‌স	১-২ মিটার	নেই	গাছ
ধানমন্ডি লেক পার্ক	কংক্রিট, ইট	১-২ মিটার	আছে	গাছ, ভবন

৪.৩.৬.৩ শিশুদের খেলার জায়গা

১২টি পার্ক ও খেলার মাঠের মধ্যে যেগুলোতে শিশুদের জন্য পৃথক খেলার জায়গা রয়েছে, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে: ১) দোলনা, স্লাইড (Slide) এবং ক্লাইম্বিং অ্যাপারাটাস (climbing apparatus) এর উপস্থিতি, ২) উপকরণের মান, ৩) ভূ-উপরিস্থ উপাদান এবং ৪) ছায়ার উৎস। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.১১ এ প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

- ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে ৬টিতে (৫০%) শিশুদের খেলার জায়গা রয়েছে।
- ৬টির মধ্যে ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠে শিশুদের খেলার জায়গাতে দোলনা, ৫টিতে স্লাইড (Slide) এবং ১টিতে ক্লাইম্বিং অ্যাপারাটাস (climbing apparatus) আছে।
- পার্ক এবং খেলার মাঠে শিশুদের খেলার জায়গার ভূ-উপরিস্থ উপাদান ৩টিতে ঘাস এবং মাটি, ২টিতে বালু এবং মাটি এবং ১টিতে শুধু ঘাস। কোন পার্ক এবং খেলার মাঠেই শিশুদের খেলার জায়গায় ভূ-উপরিস্থ উপাদান হিসেবে পিচ (Asphalt) বা কংক্রিট দেখা যায়নি।
- ২টি পার্ক এবং খেলার মাঠে শিশুদের খেলার জায়গার উপকরণসমূহের খুব খারাপ অবস্থা দেখা গেছে। ১টিতে মোটামুটি এবং বাকি ৩টিতে খুব সামান্য খারাপ অবস্থা দেখা গেছে।
- ৫টি পার্ক এবং খেলার মাঠে শিশুদের খেলার জায়গায় গাছের ছায়া দেখা যায়। এর মধ্যে একটিতে ছাউনি এবং পাশের ভবনের ছায়া পাওয়া যায়। একটির ক্ষেত্রে ছায়ার কোন উৎস পাওয়া যায়নি।

চিত্র ৪.১১: শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত বিভিন্ন খেলার উপকরণ পার্ক ও মাঠে থাকে না এবং থাকলেও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না

চিত্র ৪.১২: যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিশুরা খেলার উপকরণ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হয়

ছক ৪-১১: শিশুদের খেলার জায়গার বৈশিষ্ট্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	দোলনা	স্লাইড	ক্লাইম্বিং অ্যাপারাটাস	উপকরণের মান	ভূ-উপরিস্থ উপাদান	ছায়ার উৎস
শ্যামলী পার্ক	আছে	আছে	নেই	খুব খারাপ	ঘাস, মাটি	নেই
উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক	আছে	আছে	নেই	খুব সামান্য	ঘাস, মাটি	গাছ, ভবন, ছাউনি
ফজলে রাব্বী পার্ক	আছে	আছে	নেই	খুব খারাপ	ঘাস, মাটি	গাছ
রমনা পার্ক	আছে	আছে	নেই	খুব সামান্য	বালি, মাটি	গাছ
ওসমানী উদ্যান	আছে	আছে	নেই	খুব সামান্য	ঘাস	গাছ
ধানমন্ডি লেক পার্ক	নেই	নেই	আছে	মোটামুটি	বালি, মাটি	গাছ

৪.৩.৬.৪ খেলার জায়গা

১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে যেগুলোতে খেলার জায়গা রয়েছে, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- ১) খেলাধুলার সুবিধাদির ধরণ, ২) সুবিধা সমূহ ব্যবহারের উদ্দেশ্য, ৩) গুণগত মান, ৪) আলোর ব্যবস্থা এবং ৫) ছায়ার উৎস। নিম্নে পয়েন্ট আকারে এবং ছক ৪.১২ এ প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

- ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে ৪টিতে খেলার জায়গা রয়েছে।
- প্রতিটি খেলার জায়গাতেই খেলার সুবিধা হিসেবে ফুটবল গোলবার দেখা গেছে।
- জরিপকারীরা খেলার জায়গাগুলোর গুণগত মান মূল্যায়ন করেছে। ৩টিকে খারাপ এবং ১টিকে মোটামুটি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ২টি খেলার জায়গায় আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। বাকি ২টিতে কিছু আলোর ব্যবস্থা থাকলেও তা রাতে খেলাধুলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।
- ২টি খেলার জায়গায় কোন ধরণের ছায়ার উৎস নেই। একটিতে ছাউনি এবং একটিতে গাছের ছায়া পাওয়া যায়।

চিত্র ৪.১৩: শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন

ছক ৪.১২: খেলার জায়গার বৈশিষ্ট্য

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	খেলাধুলার সুবিধাদি	ব্যবহারের উদ্দেশ্য	খেলাধুলার সুবিধাদির গুণগত মান	আলোর ব্যবস্থা	ছায়ার উৎস
বাসাবো মাঠ	ফুটবল গোল পোষ্ট	ফুটবল, ক্রিকেট	খারাপ	ব্যবস্থা নেই	নেই
বৈশাখী খেলার মাঠ	ফুটবল গোল পোষ্ট, ক্রিকেট পিচ	ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন	মোটামুটি	ব্যবস্থা আছে, অপর্যাপ্ত	নেই
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	ফুটবল গোল পোষ্ট	ফুটবল, ক্রিকেট	খারাপ	ব্যবস্থা নেই	নেই
বাংলাদেশ খেলার মাঠ	ফুটবল গোল পোষ্ট	ফুটবল, ক্রিকেট	খারাপ	ব্যবস্থা আছে, অপর্যাপ্ত	গাছের ছায়া

৪.৩.৭ পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

এই জরিপের মাধ্যমে প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো –

- ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের অর্ধেক সংখ্যকের মধ্যেই বিভিন্ন সুবিধাদি বিদ্যমান দেখা গেছে। ১২টির মধ্যে ৭টি পার্ক এবং খেলার মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। ৬টি পার্ক ও খেলার মাঠে কর্মচারী আছে এবং ৬টি পার্ক ও খেলার মাঠে বসার ব্যবস্থা ভাল। অপরপক্ষে ১টি পার্কে পানির ব্যবস্থা দেখা গেছে।
- প্রায় প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠে যানবাহনের শব্দ পাওয়া গেছে। মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ ব্যতীত প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠ দৃশ্য এবং গন্ধের দিক থেকে "ভাল" অথবা মোটামুটি হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে। মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠটিকে উভয় দিক থেকে খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পার্ক এবং খেলার মাঠে পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ১২টির মধ্যে ৮টি পার্ক এবং খেলার মাঠে আবর্জনা দেখা গেছে। এর মধ্যে ৬টিতে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য দেখা গেছে। ৪টি পার্ক ও খেলার মাঠে দেখা গেছে আবর্জনার পাত্র থেকে আবর্জনা উপচে পড়ছে। ১২টির মধ্যে ১১টি পার্ক ও খেলার মাঠেই আবর্জনার পাত্র রয়েছে, ৫টি পার্ক ও খেলার মাঠে শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে ৩টিতে শৌচাগার ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়।
- ১২টির মধ্যে ১০টি পার্ক ও খেলার মাঠ সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং বিনামূল্যে প্রবেশ করা যায়। শুধুমাত্র উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক এবং গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়।
- ১২টির মধ্যে ৯টি পার্ক এবং খেলার মাঠের আশপাশের রাস্তায় পারাপারের সুবিধা দেখা গেছে। ৮টির ক্ষেত্রে আশপাশের রাস্তায় অধিক যানবাহনের চাপ দেখা যায়। তবে কোন ক্ষেত্রেই আশপাশের রাস্তায় গতি রোধক দেখা যায়নি।
- ১২টির মধ্যে ৫টি পার্ক ও খেলার মাঠে সবুজ পরিসর রয়েছে (ল্যান্ডস্কেপ অথবা প্রাকৃতিক)। ১০টিতে হাঁটার রাস্তা, ৬টিতে শিশুদের খেলার জায়গা এবং ৪টিতে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও ৪টির মধ্যে ৩টিতেই খেলার জায়গার গুণগত মান খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠের সুবিধাদি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা গেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ৪টি পার্ক এবং খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৪.৪ কার্যক্রম জরিপ

এই জরিপের মাধ্যমে গবেষণার আওতাধীন ১২টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে ৪টিতে দিনব্যাপী কি ধরণের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে কিভাবে জায়গাগুলো ব্যবহার হয় সে সংক্রান্ত ধারণা লাভ এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের একটি জরিপ দলের তত্ত্বাবধানে ২৫ থেকে ২৯ জানুয়ারি, ২০১৩ এর মাঝে ৩দিন ৪টি পার্ক এবং খেলার মাঠে কার্যক্রম জরিপ সংঘটিত হয়। জরিপকারীরা ৩দিনই সকালে পার্ক এবং খেলার মাঠের আবহাওয়া ঠান্ডা এবং রৌদ্র্যজ্জ্বল ও বিকালে উষ্ণ ও রৌদ্র্যজ্জ্বল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ৪টি পার্ক এবং খেলার মাঠের মধ্যে রয়েছে :

- বৈশাখী খেলার মাঠ, রায়ের বাজার
- ধানমন্ডি লেক পার্ক, ধানমন্ডি
- মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ, মিরপুর
- গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক, গুলশান

জরিপকারীরা সকল পার্ক এবং খেলার মাঠে তিন দিনে ৫৫৩৯ টি কার্যক্রম অবলোকন করে (বৈশাখী খেলার মাঠে ৩৬২, ধানমন্ডি লেক পার্কে ৪৫৩১, মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে ১৬৮ এবং গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে ৪৭৮)। প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠের ক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন জায়গা অনুযায়ী কার্যক্রম এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জায়গাভিত্তিক দলগত কার্যক্রমকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা, ব্যক্তিগত বা সামাজিক, দ্রব্য বিক্রয়, হাঁটা এবং সাইকেল চালানো, পেশাভিত্তিক কার্যক্রম। ছক ৪.১৩ এ প্রতিটি কার্যক্রমের ধরণ, উদাহরণ এবং মানচিত্রে ব্যবহৃত রং তুলে ধরা হলো।

ছক ৪.১৩: কার্যক্রমের ধরণ এবং মানচিত্রে তাদের রং

কার্যক্রমের ধরণ	উদাহরণ	রং
শরীর চর্চা এবং খেলা	ফুটবল, ক্রিকেট, শিশুদের খেলা	
ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক	আলাপচারিতা, বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া	
দ্রব্য বিক্রি	পত্রিকা-বিক্রি, খাবার বিক্রি, চায়ের দোকান	
হাঁটা এবং সাইকেল চালানো	হাঁটা, সাইকেল চালানো	
পেশাভিত্তিক কার্যক্রম	ল্যাপটপে কাজ করা, পার্ক ও খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ, মাছ ধরা	

৪.৪.১ বৈশাখী খেলার মাঠ

বৈশাখী খেলার মাঠ রায়ের বাজার,পশ্চিম ধানমন্ডিতে অবস্থিত। খেলার মাঠটির উত্তরে আবুল কাশেম খান সড়ক, পূর্বে সুলতানগঞ্জ সড়ক, দক্ষিণে বৈশাখী সড়ক এবং পশ্চিমে সাদেক খান সড়ক। মাঠটি শের-এ-বাংলা সড়ক থেকে প্রায় ১২৫ মিটার পশ্চিমে এবং রায়ের বাজার পাবলিক মার্কেটের প্রায় ১০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই বাজারটি এলাকাবাসীর সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

এই খেলার মাঠটির চারপাশে ভূমির বৈচিত্র্যময় এবং উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। এর মধ্যে আবাসিক, বাণিজ্যিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিল্প সম্পত্তি অন্যতম। মানচিত্র ৪.১ এ ঢাকার প্রেক্ষিতে বৈশাখী খেলার মাঠের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

মানচিত্র ৪.১: বৈশাখী খেলার মাঠের ভূ- উপগ্রহ চিত্র

৪.৪.১.১ দিনের সময় অনুযায়ী কার্যক্রম

জরীপকারীদের তথ্য অনুযায়ী বৈশাখী খেলার মাঠে ৩৬২টি কার্যক্রম হয়েছে। সর্বাধিক অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা (৪৫%), হাঁটা এবং সাইকেল চালানো (২৭%) এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকান্ড (২৪%)। দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম হয়েছে ৫ শতাংশ। দ্রব্য বিক্রয়ের বাইরে একটি মাত্র পেশাভিত্তিক কাজ (মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ) লক্ষ্য করা গেছে। সকালে সর্বাধিক সংঘটিত হয়েছে খেলা এবং শরীর চর্চা (৩৯%) এবং দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল হাঁটা এবং সাইকেল চালানো (৩৫%)। বিকেলে খেলা এবং শরীর চর্চার পর ছিল ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (২৭%) এবং এরপর হাঁটা ও সাইকেল চালানো (১৯%)।

ছক ৪.১৪ এবং চিত্র ৪.১৪ এ দিনের বিভিন্ন সময়ে বারংবার সংঘটিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো। চিত্রে বড় আকারের ছায়া দ্বারা অধিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে বলে বোঝানো হয়েছে, যদিও এ সম্পর্কটি সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় না।

ছক ৪-১৪: দিনের সময় অনুযায়ী বৈশাখী খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রম

কার্যক্রম	সকাল	সকাল (%)	বিকাল	বিকাল (%)	মোট	মোট (%)
শরীর চর্চা এবং খেলা	৭১	৩৯%	৮৭	৪৮%	১৫৮	৪৪%
ব্যক্তিগত বা সামাজিক	৩৯	২১%	৪৯	২৭%	৮৮	২৪%
দ্রব্য বিক্রয়	৮	৪%	১০	৬%	১৮	৫%
হাঁটা এবং সাইকেল চালানো	৬৩	৩৫%	৩৪	১৯%	৯৭	২৭%
পেশাভিত্তিক কার্যক্রম	১	১%	০	০%	১	০%
মোট	১৮২	১০০%	১৮০	১০০%	৩৬২	১০০%

চিত্র ৪.১৪: দিনের সময় অনুযায়ী বৈশাখী খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রম

৪.৪.১.২ অবস্থান অনুযায়ী কার্যক্রম

বৈশাখী খেলার মাঠের কেন্দ্রসহ সম্পূর্ণ মাঠে সমানভাবে শরীর চর্চা এবং খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কার্যক্রমসমূহ সংঘবদ্ধভাবে মাঠের সীমানা ঘেঁষে অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম এবং পূর্ব সীমানায় দ্রব্য বিক্রয় হতে দেখা গেছে। বৈশাখী খেলার মাঠের সীমানা ঘেঁষে হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেছে। অল্প কিছু পেশাভিত্তিক কাজ বৈশাখী খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। মানচিত্র ৪.২ এ প্রতিটি কার্যক্রমের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৪.১৫: রায়েরবাজার বৈশাখী খেলার মাঠে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা সংঘটিত হয়

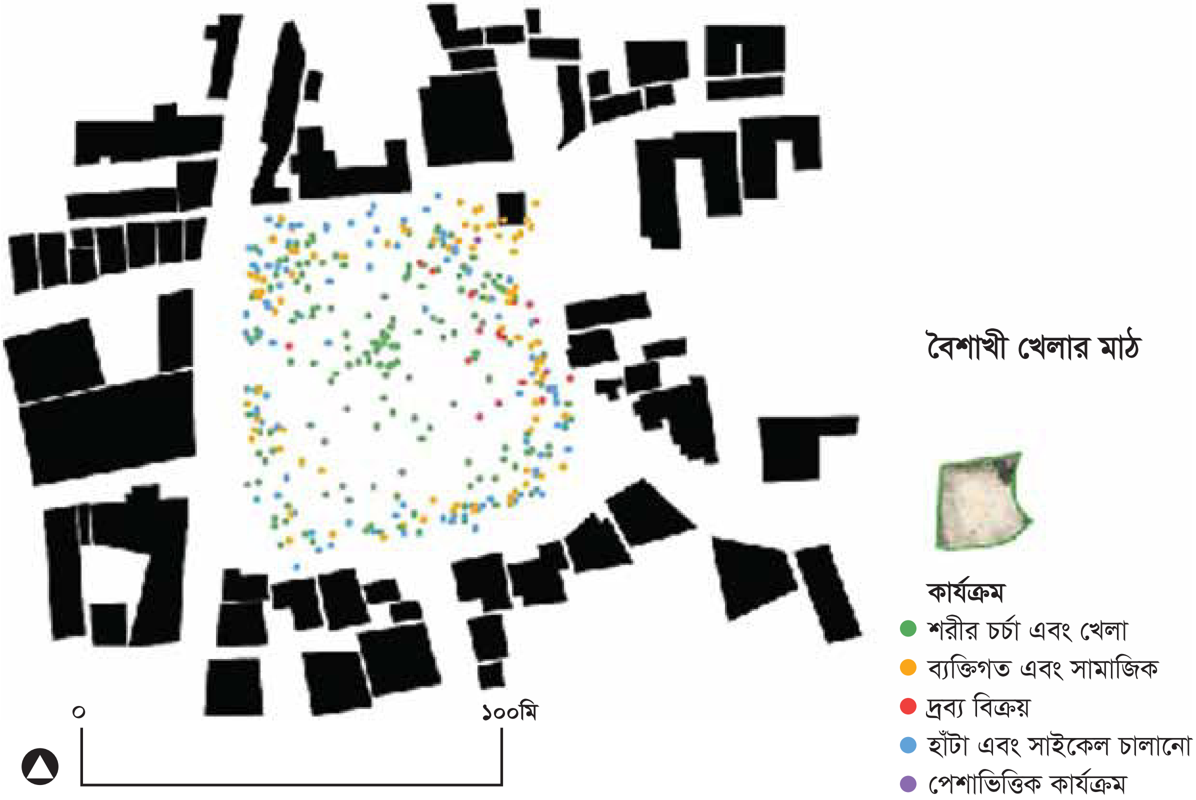

মানচিত্র ৪.২: বৈশাখী খেলার মাঠে জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.২ ধানমন্ডি লেক পার্ক

ধানমন্ডি লেক পার্ক একটি বৃহদ রৈখিক পার্ক, যা ধানমন্ডি লেকের চারপাশে অবস্থিত। ধানমন্ডি লেকটি পরিকল্পিত লোকালয়ের মধ্য দিয়ে সর্পিল আকারে প্রবাহিত হচ্ছে। এই লোকালয় এবং পার্কটি উত্তরে সড়ক নং ১৬, পূর্বে মিরপুর রোড, দক্ষিণে সড়ক নং ০২ এবং পশ্চিমে সাত মসজিদ সড়ক দ্বারা আবদ্ধ। পার্কে উপভোগ্য জিনিসের মধ্যে লেকের ধারে গাছের ছায়াযুক্ত অঞ্চল, একটি উন্মুক্ত মঞ্চ, কতগুলো রেস্তোরা এবং ছোট একটি নৌঘাট রয়েছে। লেকের মধ্যে ছোট দুটি দ্বীপ রয়েছে সেগুলি পদচারী সেতু দ্বারা সংযুক্ত। মানচিত্র ৪.৩ এ ঢাকার মধ্যে ধানমন্ডি লেকের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

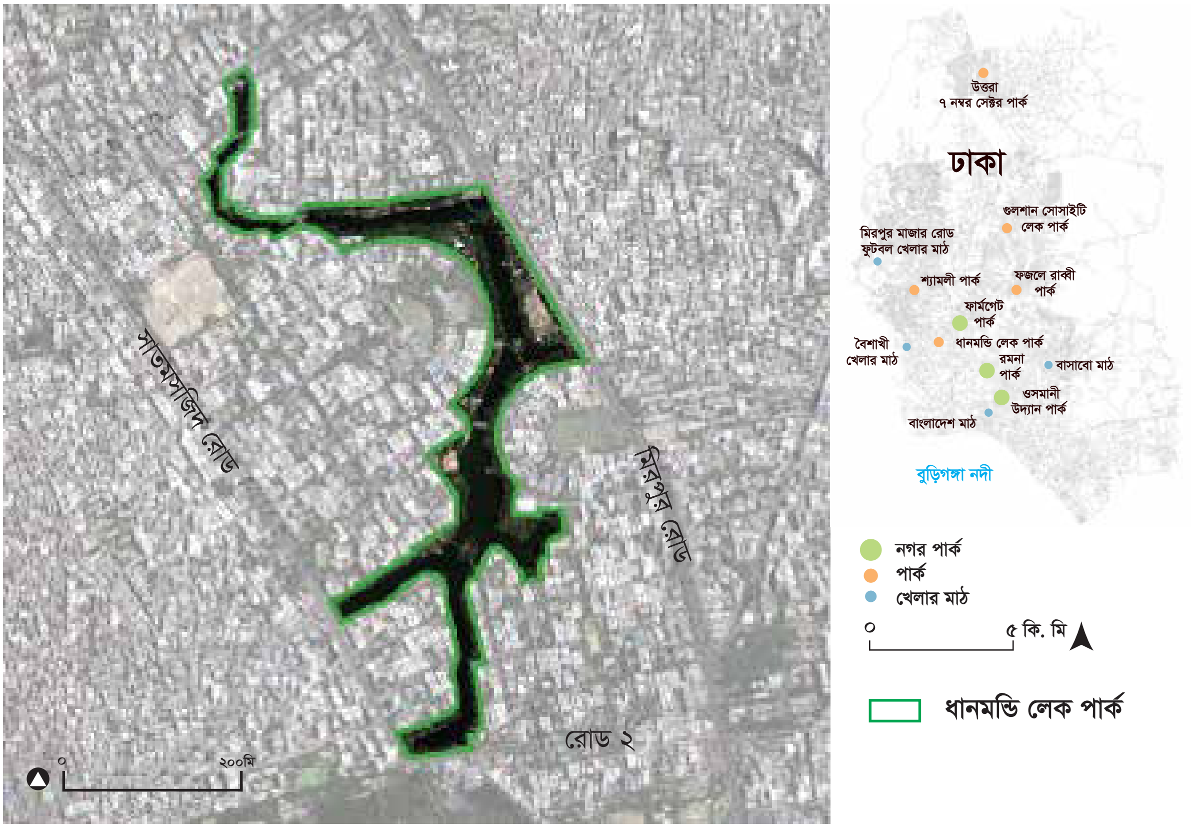

মানচিত্র ৪.৩: ধানমন্ডি লেক পার্কের ভূ-উপগ্রহ চিত্র

৪.৪.২.১ দিনের সময় অনুযায়ী কার্যক্রম

জরিপকারীদের তথ্য মতে ধানমন্ডি লেক পার্কে ৪৫৩১টি কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে। সাধারণত ধানমন্ডি লেক পার্কে সর্বাধিক সংঘটিত কার্যক্রমের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপ (৪১%), দ্রব্য বিক্রয় (২০%), হাঁটা এবং সাইকেল চালানো (১৬%) এবং হকার ব্যতীত পেশাভিত্তিক কার্যক্রম (১৬%) দেখা গেছে। সকাল বেলা সংঘটিত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপ (৩৪%), পেশাভিত্তিক কার্যকলাপ (২২%), দ্রব্য বিক্রি (১৯%) এবং হাঁটা ও স্যাইকেল চালানো[৩] (১৮%)। শরীর চর্চা এবং খেলাধুলা তুলনামূলক কম (৮%) লক্ষ্য করা গেছে। বিকেল বেলায় সংঘটিত কার্যক্রমের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপ (৪৯%), দ্রব্য বিক্রি (২১%), হাঁটা ও সাইকেল চালানো (১৫%), পেশাভিত্তিক কার্যক্রম (১০%) লক্ষ্য করা গেছে। বিকেলেও শরীর চর্চা ও খেলাধুলা তুলনামূলক কম (৫%) দেখা গেছে। ছক ৪.১৫ এবং চিত্র ৪.১৬ এ সারাদিনে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো। বড় আকারের ছায়া দ্বারা অধিক কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে। যদিও সম্পর্কটি সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় না।

[৩] জরিপকারীরা ধানমন্ডি লেক পার্কের সর্ব দক্ষিণে বেশি হাঁটা হয় বলে উল্লেখ করেন। যা গণনা করা হয়নি। বলা যায়, সাইকেল চালানোর পরিমাণ উপরের ছকে প্রদত্ত তথ্যের চেয়ে বেশি।

ছক ৪.১৫: দিনের সময় অনুযায়ী ধানমন্ডি লেক পার্কে সংঘটিত কার্যক্রম

কার্যক্রম	সকাল	সকাল (%)	বিকাল	বিকাল (%)	মোট	মোট (%)
শরীর চর্চা এবং খেলাধুলা	১৭৬	৮%	০৩	৫%	২৭৯	৬%
ব্যক্তিগত ও সামাজিক	৭৮৩	৩৪%	১০৮৪	৪৯%	১৮৬৭	৪১%
দ্রব্য বিক্রি	৪৩৪	১৯%	৪৬০	২১%	৮৯৪	২০%
হাঁটা ও সাইকেল চালানো	৪১৬	১৮%	৩২৬	১৫%	৭৪২	১৬%
পেশাভিত্তিক	৫১৬	২২%	২২১	১০%	৭৩৭	১৬%
মোট	২৩২৫	১০০%	২১৯৪	১০০%	৪৫১৯	১০০%

চিত্র ৪.১৬: ধানমন্ডি লেক পার্কে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রম

৪.৪.২.২ স্থানভেদে কার্যক্রম (ধানমন্ডি লেক পার্কের প্রথম অংশ)

চিত্র ৪.১৭: পার্ক ও খেলার মাঠে ভ্রাম্যমান দ্রব্য বিক্রেতা দেখা যায়

চিত্র ৪.১৮: অনেক বিক্রেতা পার্ক এবং খেলার মাঠের এক কোণে নিজের পসরা সাজিয়ে বসেন

ধানমন্ডি লেক পার্কের এই অংশে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা সংঘটিত হতে দেখা যায়নি বললেই চলে। ২এ সড়কের নিকট পদচারী সেতুর কাছে এমনকি ১২ নং সড়কের সংযোগস্থল এবং লেকের পাশেও ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেছে। পার্কের নিকটস্থ সড়কের সংযোগস্থল এবং আশপাশের সড়কগুলিতে (সড়ক ২এ, সড়ক ১৫ এবং সড়ক ১২) দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা গেছে। ধানমন্ডি লেকের হাঁটা পথে মানুষজনকে হাঁটতে এবং সাইকেল চালাতে দেখা গেলেও ধানমন্ডি লেকের এ অংশের পশ্চিম পাশে এ কার্যক্রমগুলি সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। এ অংশে পেশাভিত্তিক কার্যক্রম বিক্ষিপ্তভাবে সংঘটিত হতে দেখা গেছে এবং একে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে।

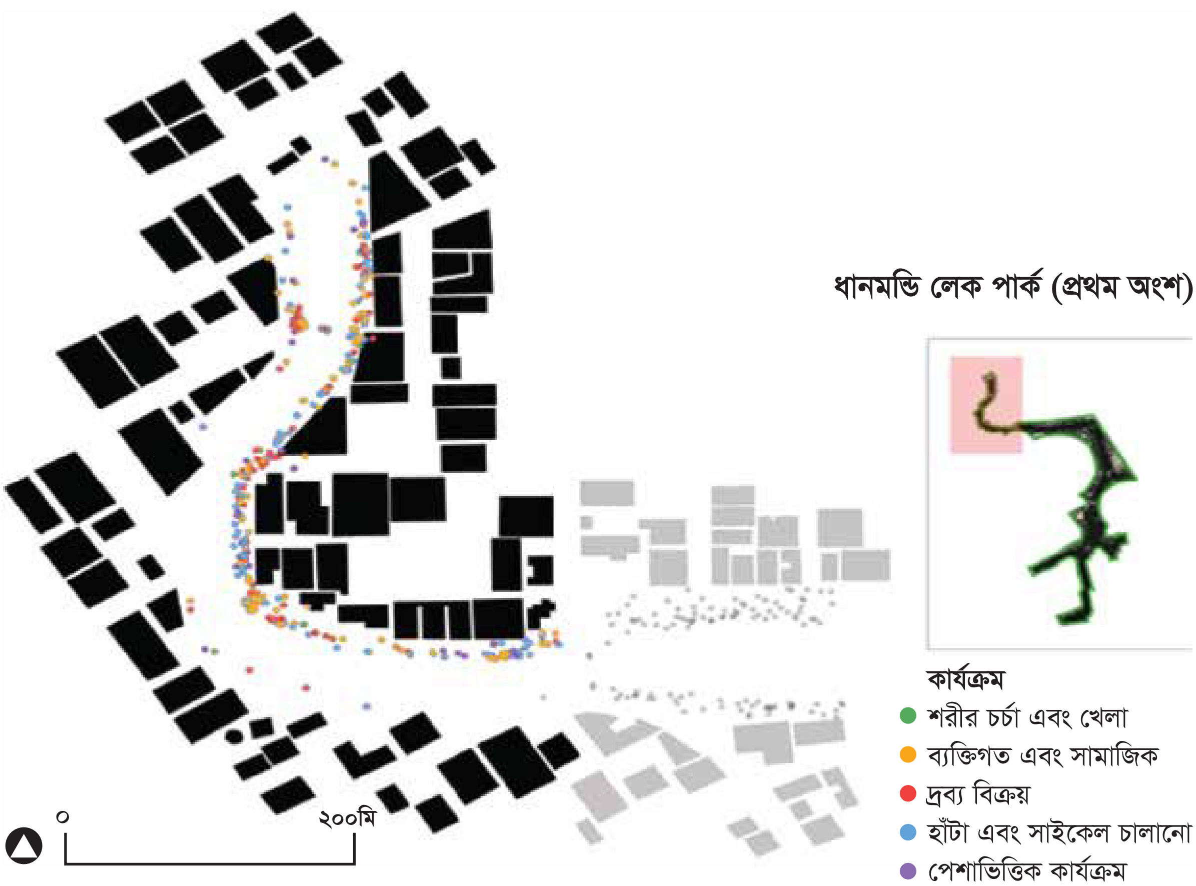

মানচিত্র ৪.৪: ধানমন্ডি লেক পার্কে (প্রথম অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.২.৩ স্থানভেদে কার্যক্রম (ধানমন্ডি লেক পার্কের দ্বিতীয় অংশ)

এই অংশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা সংঘটিত হতে দেখা গেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপ এ অংশে সুবিন্যস্তভাবে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। তবে পশ্চিম পাশের কেন্দ্র হতে দক্ষিণে ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। ধানমন্ডি লেক পার্কের এ অংশের পুরো এলাকা জুড়ে দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা গেছে (দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এর ব্যতিক্রম)। লেকের হাঁটা পথে সমভাবে হাঁটতে এবং সাইকেল চালাতে দেখা গেছে। পেশাভিত্তিক কার্যকলাপ খুবই বিক্ষিপ্ত ভাবে সংঘটিত হয় যা সহজে চোখে পড়েনি। মানচিত্র ৪.৫ এ প্রতিটি কর্মকান্ডের স্থান নির্দেশ করা হলো।

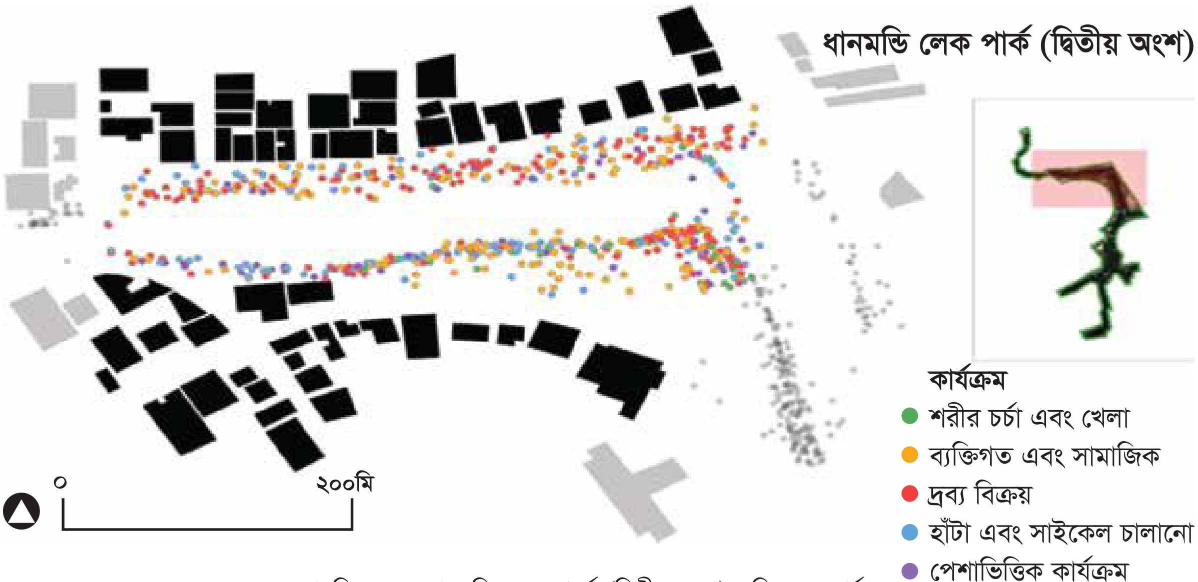

মানচিত্র ৪.৫: ধানমন্ডি লেক পার্কে (দ্বিতীয় অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.২.৪ স্থানভেদে কার্যক্রম (ধানমন্ডি লেক পার্কের তৃতীয় অংশ)

চিত্র ৪.১৯: মাছ ধরাসহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কাজ ধানমন্ডি লেক পার্কে সংঘটিত হয়

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা পার্কের এ অংশে সুবিন্যস্তভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রমও এখানে একই ভাবে সংঘটিত হয়েছে। ধানমন্ডি লেক পার্কের এ অংশে পুরো জায়গা জুড়ে সুন্দরভাবে দ্রব্য বিক্রি হতে দেখা গেছে। পেশাভিত্তিক কার্যক্রম এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানচিত্র ৪.৬ এ প্রতিটি কর্মকান্ডের স্থান নির্দেশ করা হলো।

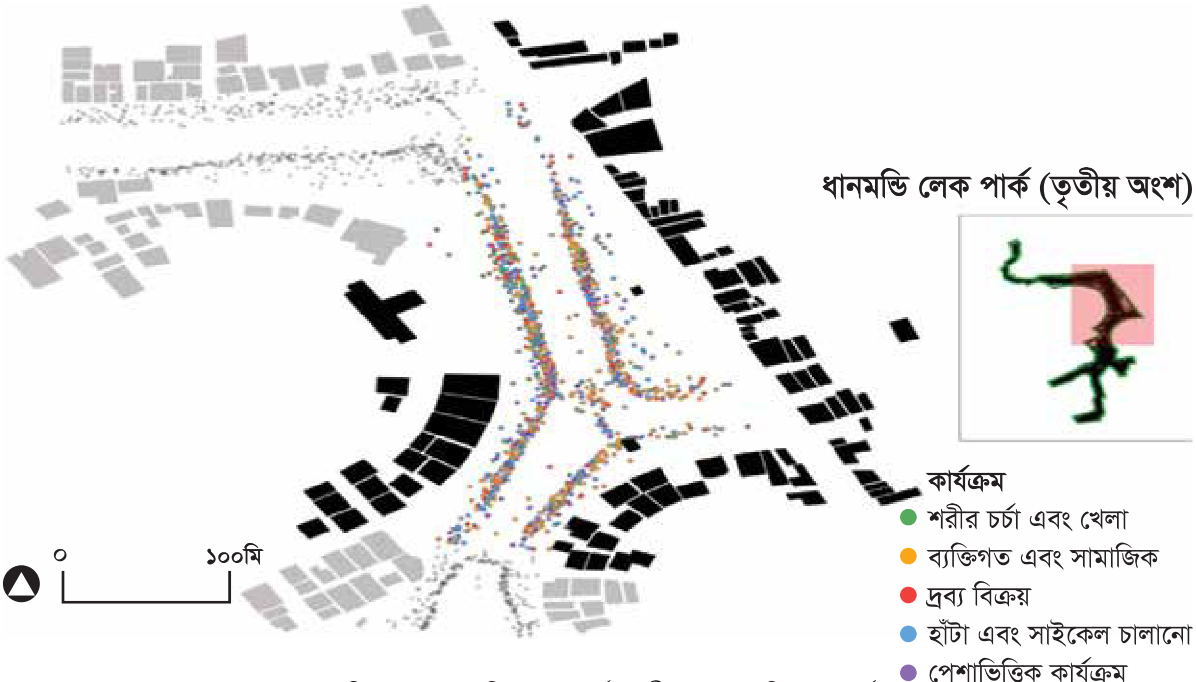

মানচিত্র ৪.৬: ধানমন্ডি লেক পার্কে (তৃতীয় অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.২.৫ স্থানভেদে কার্যক্রম (ধানমন্ডি লেক পার্কের চতুর্থ অংশ)

চিত্র ৪.২০: সকাল ও বিকাল উভয় সময়েই ধানমন্ডি লেক পার্কে ব্যবহারকারীরা হাঁটার জন্য আসে

ধানমন্ডি লেকের এ অংশের পশ্চিম পাশে শরীর চর্চা এবং খেলাধুলা সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়েছে। এখানে পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব এলাকায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপ খুব বেশি করে লক্ষ্য করা গেছে। অল্প পরিমাণ সামাজিক কার্যক্রম দক্ষিণ-পূর্ব অংশে দেখা গেছে। এ অংশের সেতুর দক্ষিণ এবং উত্তর পাশে দ্রব্য বিক্রির পরিমাণ অধিক। লেকের পশ্চিম এবং পূর্ব পারে হকারদের বসতে দেখা গেছে। পার্কের এ অংশে সুবিন্যস্তভাবে হাঁটতে এবং সাইকেল চালাতে দেখা গেছে। এ অংশের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় পেশাভিত্তিক কার্যক্রম সংঘটিত হতে দেখা গেছে।

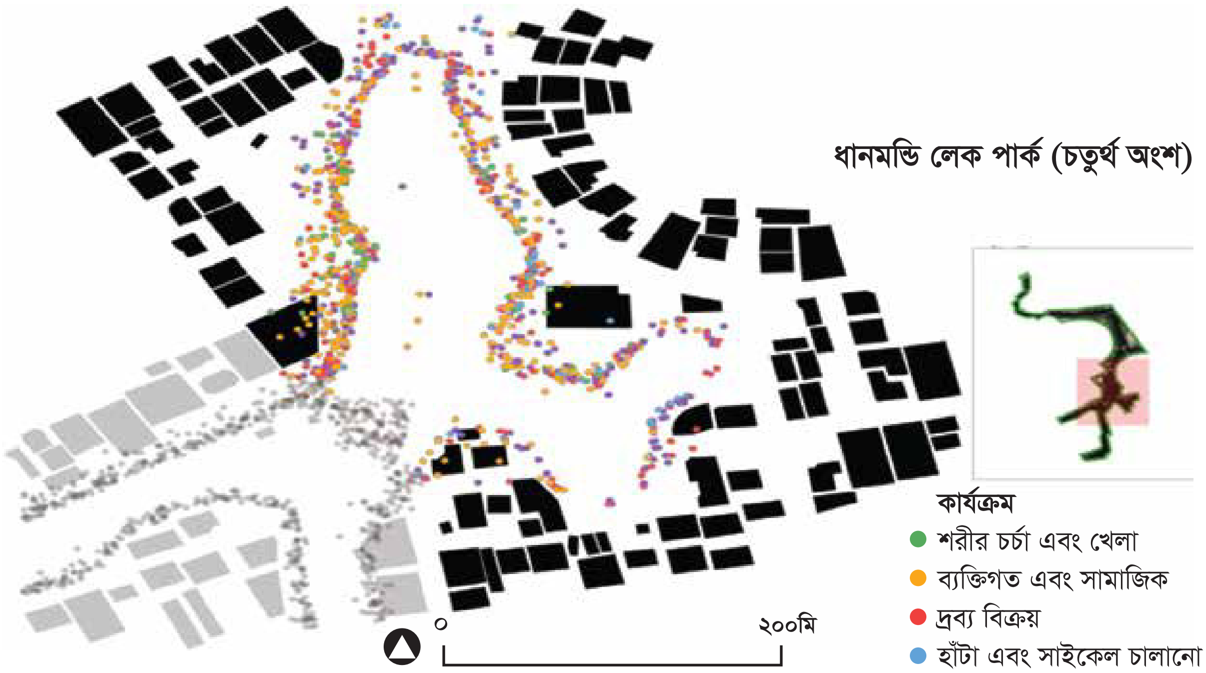

মানচিত্র ৪.৭: ধানমন্ডি লেক পার্কে (চতুর্থ অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.২.৬ স্থানভেদে কার্যক্রম (ধানমন্ডি লেক পার্কের পঞ্চম অংশ)

চিত্র ৪.২১: ধানমন্ডি লেক পার্কে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করতেও দেখা যায়

পার্কের এ অংশে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা কম হলেও সুবিন্যস্তভাবে সংঘটিত হয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম খুব বেশি পরিমাণে এবং সুবিন্যস্ত ভাবে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, যে স্থানটি সাত মসজিদ সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে খুব বেশি পরিমাণে দেখা গেছে। জরিপকারীরা উল্লেখ করেন যে, হাঁটা এবং সাইকেল চালানো এ অংশে বেশি, বিশেষ করে, অধিক পরিমাণে মানুষকে হাঁটতে দেখা গেছে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে স্থান উল্লেখ নেই। এ অংশে পেশাভিত্তিক কার্যক্রম সুবিন্যস্তভাবে সংঘটিত হয়েছে। মানচিত্র ৪.৮ এ প্রতিটি কর্মকান্ডের স্থান নির্দেশ করা হলো।

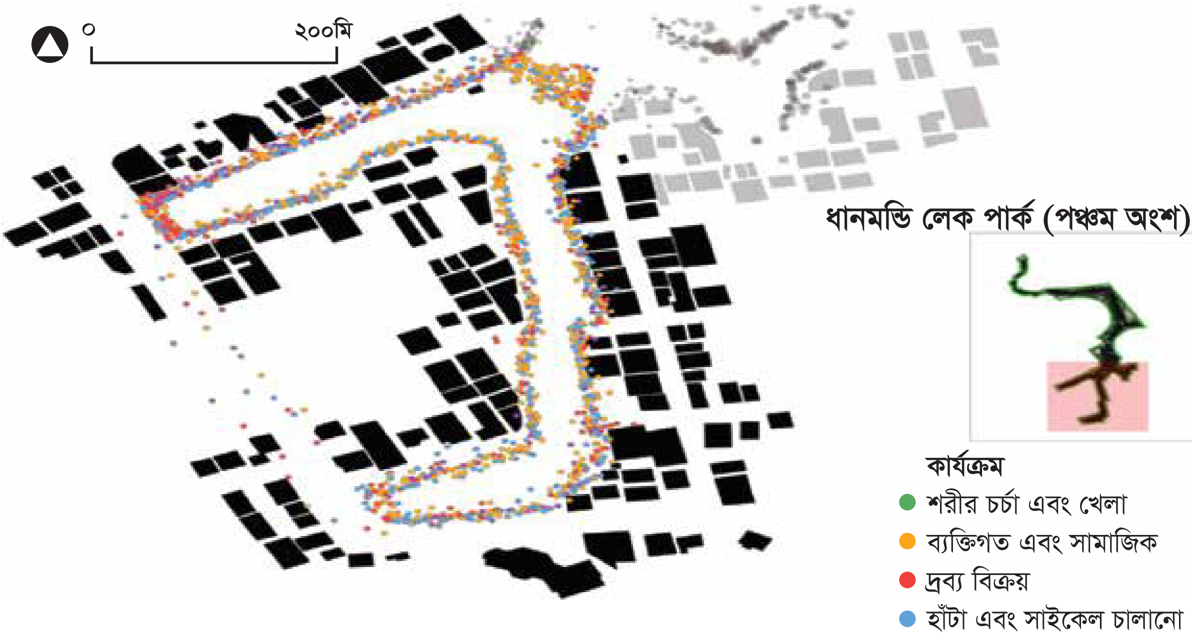

মানচিত্র ৪.৮: ধানমন্ডি লেক পার্কে (পঞ্চম অংশ) জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.৩ মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ

মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠটি মিরপুরে অবস্থিত, যা মিরপুর সড়ক থেকে ২০০ মিটার উত্তরে। এর উত্তরে বাতেন নগর সড়ক এবং পশ্চিমে মাজার রোড। মাঠটির পূর্ব এবং দক্ষিণে কোন সড়ক নেই। মানচিত্র ৪.৯ এ ঢাকা শহরে মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠের অবস্থান দেখানো হলো।

মানচিত্র ৪.৯: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠের ভূ-উপগ্রহ চিত্র

৪.৪.৩.১ দিনের সময় অনুযায়ী কার্যক্রম

জরিপকারীদের তথ্য মতে, মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে ১৬৮টি কার্যক্রম সংঘটিত হতে দেখা গেছে। সাধারণত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে হাঁটা এবং সাইকেল চালানো (২৯%), পেশাভিত্তিক কার্যক্রম (২২%), ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (২০%), দ্রব্য বিক্রি (১৫%) এবং সবশেষে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা (১৪%) সংঘটিত হতে দেখা গেছে। জরিপকারীদের তথ্য মতে, দক্ষিণ পাশে খেলার মাঠটির অর্ধেক অংশ অবৈধ যান্ত্রিক যানবাহন পার্কিং করে দখল করে রাখা হয়েছে। মানচিত্র ৪.৯ এ ভূ-উপগ্রহ চিত্রে বিষয়টি পরিলক্ষিত হলেও সেখানে কার্যক্রম গণনা করা হয়নি।

সকাল বেলার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে হাঁটা ও সাইকেল চালানো (৩৫%), পেশাভিত্তিক কার্যক্রম এবং শরীরচর্চা ও খেলাধুলা (১৯%), ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (১৭%) এবং দ্রব্য বিক্রি (১০%) পরিলক্ষিত হয়েছে। বিকেল বেলার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে পেশাভিত্তিক কার্যক্রম (৩৬%) বেশি সংঘটিত হতে দেখা গেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (২৩%), হাঁটা ও সাইকেল চালানো (২২%), দ্রব্য বিক্রি (২০%) এবং শরীরচর্চা ও খেলাধুলা (১০%) সংঘটিত হতে দেখা গেছে।

ছক ৪.১৬ এবং চিত্র ৪.২২ এ সারাদিনের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো। বড় আকারের ছায়া দ্বারা অধিক পরিমাণ কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে, যদিও এ সম্পর্কটি সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় না।

ছক ৪.১৬: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ

কার্যক্রম	সকাল	সকাল (%)	বিকাল	বিকাল (%)	মোট	মোট (%)
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা	১৬	১৯%	৮	১০%	২৪	১৪%
ব্যক্তিগত ও সামাজিক	১৫	১৭%	১৯	২৩%	৩৪	২০%
দ্রব্য বিক্রি	৯	১০%	১৬	২০%	২৫	১৫%
হাঁটা ও সাইকেল চালানো	৩০	৩৫%	১৮	২২%	৪৮	২৯%
পেশাভিত্তিক	১৬	১৯%	২১	২৬%	৩৭	২২%
মোট	৮৬	১০০%	৮২	১০০%	১৬৮	১০০%

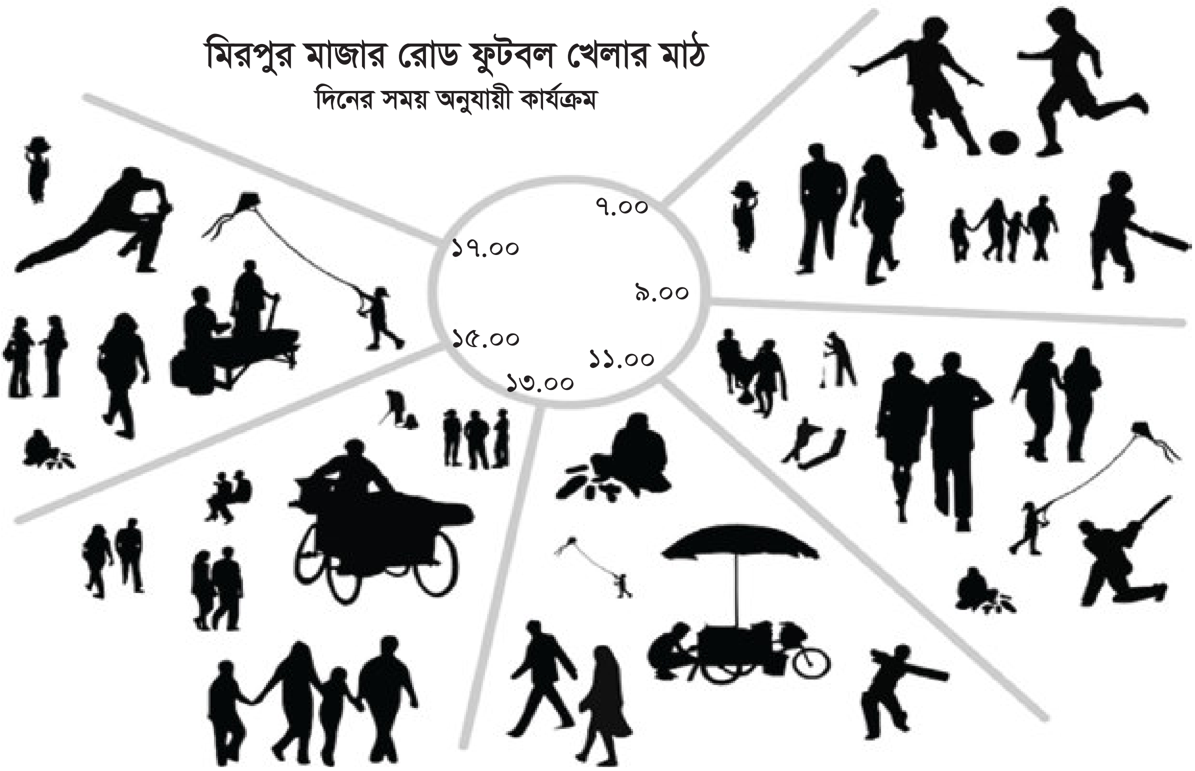

চিত্র ৪.২২: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ

৪.৪.৩.২ স্থান ভেদে কার্যক্রম

মাঠটির উত্তর অংশের মাঝখানে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা সংঘটিত হতে দেখা গেছে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত কার্যক্রম মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পণ্য বিক্রি হতে দেখা গেছে। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো মাঠের উত্তর অংশে সুবিন্যস্তভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। পেশাভিত্তিক কার্যক্রমগুলো পূর্বপাশের মধ্যবর্তী স্থান এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে দেখা গেছে। মানচিত্র ৪.১০ এ প্রতিটি কর্মকান্ডের স্থান নির্দেশ করা হলো।

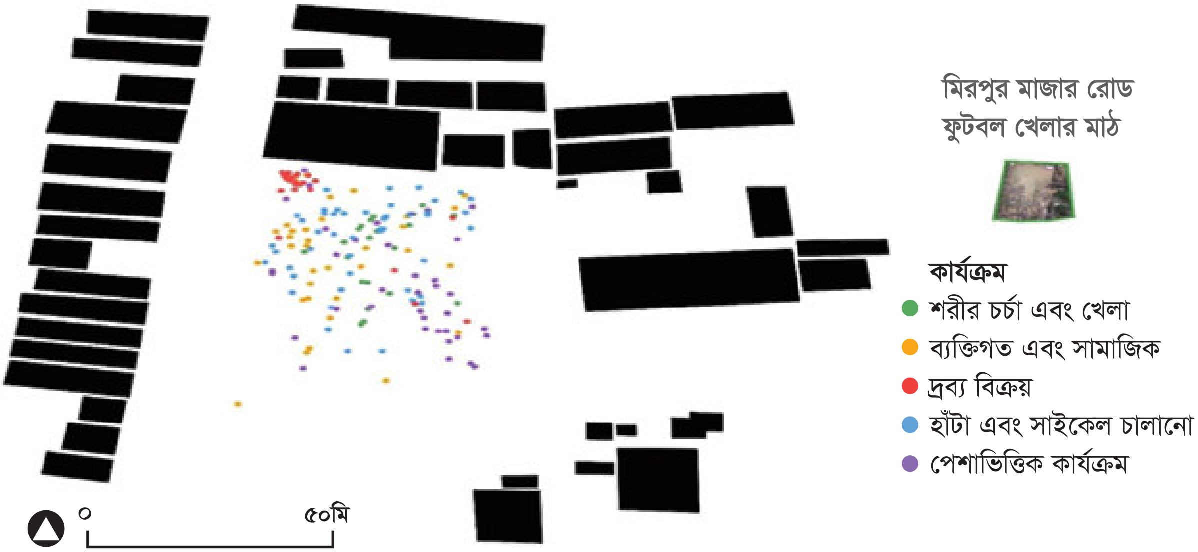

মানচিত্র ৪.১০: মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠের জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.৪ গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক

গুলশান সোসাইটি লেক পার্কটি গুলশান এলাকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। পার্কটির উত্তর পাশে ৭০ নং সড়ক, পূর্বে গুলশান নর্থ এভিনিউ, দক্ষিণে ৬২ নং সড়ক এবং পশ্চিমে ৬৩ নং সড়ক। পার্কটি ২নং চত্তর থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উত্তরে অবস্থিত। মানচিত্র ৪.১১ এ ঢাকার ভেতরে গুলশান লেক পার্কের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

মানচিত্র ৪.১১: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কের ভূ-উপগ্রহ চিত্র

৪.৪.৪.১ দিনের সময় অনুযায়ী কার্যক্রম

জরিপকারীরা গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে ৪৭৮টি কার্যক্রমের কথা জানিয়েছেন। গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে দুই ধরণের কার্যক্রম বেশি সংঘটিত হতে দেখা গেছে। একটি হলো হাঁটা এবং সাইকেল চালানো (৫৩%) এবং অপরটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (৩৪%)। বাকি তিন ধরণের কার্যক্রম তুলনামূলক কম সংঘটিত হয়েছে, যেমন- শরীরচর্চা ও খেলাধুলা (৫%), দ্রব্য বিক্রি (৪%) এবং পেশাভিত্তিক কাজ (৪%)।

সকাল বেলার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে বেশি দেখা গেছে হাঁটা ও সাইকেল চালানো (৫৬%) এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (২৮%)। বাকি তিন ধরনের কার্যক্রম তুলনামূলক কম সংঘটিত হতে দেখা গেছে, যেমন শরীরচর্চা ও খেলাধুলা (৭%), দ্রব্য বিক্রি (৬%) এবং পেশাভিত্তিক কাজ (৩%)।

বিকাল বেলা হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর পরিমাণ কিছুটা কমে যেতে (৫০%) এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রমের পরিমাণ বেড়ে যেতে দেখা গেছে (৩৯%)। বাকি তিনটি কার্যক্রম সকালের তুলনায় কম সংঘটিত হয়েছে, যেমন- শরীরচর্চা ও খেলাধুলা (৩%), দ্রব্য বিক্রি (৩%) এবং পেশাভিত্তিক কাজ (৫%)।

ছক ৪.১৭ এবং চিত্র ৪.২৪ এ সারাদিনের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো। বড় আকারের ছায়া দ্বারা অধিক পরিমাণ কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে। যদিও এ সম্পর্কটি সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় না।

চিত্র ৪.২৩: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে একটি মনোরম লেক রয়েছে

ছক ৪.১৭: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ

কার্যক্রম	সকাল	সকাল (%)	বিকাল	বিকাল (%)	মোট	মোট (%)
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা	১৫	৭%	৯	৩%	২৪	৫%
ব্যক্তিগত ও সামাজিক	৬২	২৮%	১০১	৩৯%	১৬৩	৩৪%
দ্রব্য বিক্রি	১৩	৬%	৭	৩%	২০	৪%
হাঁটা ও সাইকেল চালানো	১২১	৫৬%	১৩০	৫০%	২৫১	৫৩%
পেশাভিত্তিক	৭	৩%	১৩	৫%	২০	৪%
মোট	২১৮	১০০%	২৬০	১০০%	১৪৭৮	১০০%

চিত্র ৪.২৪: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে দিনের সময় অনুযায়ী সংঘটিত কার্যক্রমসমূহ

৪.৪.৪.২ স্থান ভেদে কার্যক্রম

শরীর চর্চা এবং খেলাধুলা মূলত পার্কের মধ্য-দক্ষিণ এবং মধ্য-উত্তর কোণে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রমগুলো পানির কাছাকাছি জায়গাগুলোতে এবং একই সাথে লেকের পশ্চিম কোণে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। পার্কের উত্তর পশ্চিম কোণে দ্রব্য বিক্রি হতে দেখা গেছে। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো লেকের চারপাশে সমানভাবে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম সংঘটিত হওয়ার স্থানগুলোতেই পেশাভিত্তিক কাজ সংঘটিত হতে দেখা গেছে। মানচিত্র ৪.১২ এ প্রতিটি কার্যক্রমের স্থান দেখানো হলো।

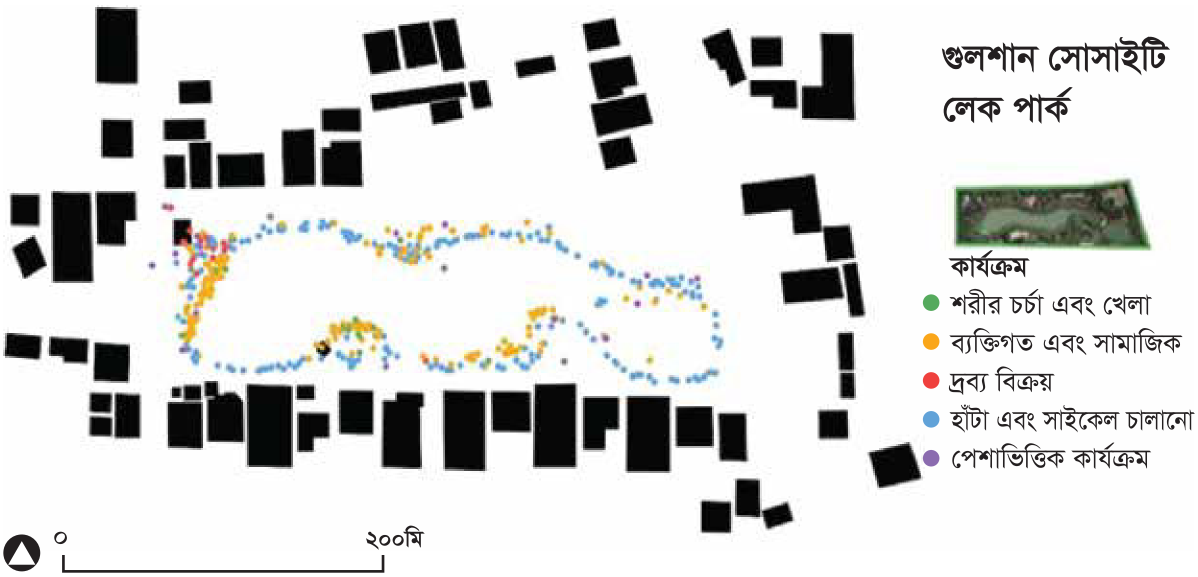

মানচিত্র ৪.১২: গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে জরিপকৃত কার্যক্রম

৪.৪.৫ কার্যক্রম জরিপের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

এই গবেষণায় ১২টির মধ্যে ৪টি পার্ক ও খেলার মাঠে দিনের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত কার্যক্রমের স্থান এবং ধরণ বোঝার জন্য কার্যক্রম জরিপ সম্পাদিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বোঝা যায়, কিভাবে পার্ক ও খেলার মাঠগুলো ব্যবহার হচ্ছে এবং কোন কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে। নিম্নে প্রতিটি পার্ক এবং খেলার মাঠের কার্যক্রম জরিপের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

৪.৪.৫.১ বৈশাখী খেলার মাঠ

বৈশাখী খেলার মাঠে সর্বাধিক সংঘটিত কার্যক্রম হলো খেলাধুলা (মোট কার্যক্রমের ৪৪%)। এ কার্যক্রমটি মাঠের কেন্দ্রে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো (২৭%) এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (২৪%) সাধারণত মাঠের কোণের দিকে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। এখানে খুব সামান্য বাণিজ্যিক বা পেশাভিত্তিক কাজ হয়।

৪.৪.৫.২ ধানমন্ডি লেক পার্ক

ধানমন্ডি লেক পার্ক এর সঙ্গে একটি সর্পিলাকার লেক আছে, যা মূলত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জরিপকারীদের তথ্য অনুযায়ী, পার্কের সর্ব দক্ষিণ কোণে হাঁটার পরিমাণ বেশি দেখা গেছে। তবে এর কোন সঠিক উপাত্ত উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর পরিমাণ প্রাপ্ত তথ্যের চেয়ে বেশি। স্থান বিবেচনায় হাঁটা এবং সাইকেল চালানো এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম পার্কের সর্বত্র সুবিন্যস্তভাবে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। অপর পক্ষে হকারদের সাধারণত ইন্টার সেকশনে, যেখানে পথচারীদের সংখ্যা বেশি, সেখানে দেখা গেছে। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা মূলত ধানমন্ডি লেক পার্কের প্রশস্ত অংশে বেশি দেখা গেছে, যেমন- অধ্যায় ৪/৫ উল্লেখিত পশ্চিমাংশ (মানচিত্র ৪.৭)

৪.৪.৫.৩ মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ

খেলার মাঠ নাম হলেও খুব কম সংখ্যক মানুষকে মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে শরীরচর্চা করতে দেখা গেছে (মোট কার্যক্রমের ১৪%)। মাঠটির দক্ষিণ দিকে অর্ধেক অংশ জুড়ে বেশ কিছু গাড়ি অবৈধভাবে পার্কিং করে রাখা এর একটি অন্যতম কারণ। ফলে জায়গাটি মূলত পায়ে হেঁটে চলার জন্য ব্যবহৃত হয় (মোট কার্যক্রমের ২৯%)।

৪.৪.৫.৪ গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক

গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক যার কেন্দ্রে একটি লেক আছে এবং যা সরল রৈখিক আকৃতির মূলত পায়ে হেঁটে চলার জন্য (৫৩%) এবং ব্যক্তিগত বা সামাজিক কার্যক্রম (৩৪%) এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪.৫ জরিপের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পার্ক এবং খেলার মাঠগুলিতে সংঘটিত ৪টি জরিপ সাধারণ জনমত জরিপ, পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ, পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ এবং পার্ক ও খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রম জরিপ থেকে বিভিন্ন পার্ক এবং খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য, যারা পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহার করেন এবং যারা ব্যবহার করেন না তাদের মতামত এবং কি কারণে এগুলো ব্যবহার হচ্ছে তা জানা যায়। ছক ৪.১৮ তে প্রতিটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

ছক ৪.১৮: চারটি জরিপের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

জরিপ	উদ্দেশ্য	ফলাফল
সাধারণ জনমত জরিপ	মানুষ পার্ক এবং খেলার মাঠে যায় কি না। যদি না যায় তাহলে তার কারণ সম্পর্কে জানা।	• জরিপ থেকে জানা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ (জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬০%) তাদের নিকটতম পার্ক ও খেলার মাঠে যান। যারা যান না তাদের কারণগুলো হলো পরিবেশগত কারণ (৪১%), নিরাপত্তার অভাব (৩৫%) এবং পরিচ্ছন্নতার অভাব (৩৪%)। বৃহদার্থে, সর্বাধিক প্রাপ্ত উত্তর স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা (৩০%), নিরাপত্তা (২৩%)। • জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা এক কিলোমিটারের মধ্যে বাস করেন, তারা পার্ক ও খেলার মাঠে বেশি যান (৬৮%)। যারা এক কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে থাকে (৩৯%) তারা তুলনামূলক কম যান। • পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক পরামর্শ ছিল পার্কের আসবাপত্র উন্নয়ন (মোট জরিপে অংশগ্রহণকারীর ১৫%) এবং রোদ ও বৃষ্টি থেকে ছাউনি (১৩%)। • যারা শহরের অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠে যান তাদের কারণগুলোর মধ্যে আছে ১) বন্ধুদের সাথে দেখা করা, ২) শান্তি এবং বিশ্রাম (প্রতিটি ৩০%)।
পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহার কারী জরিপ	যারা পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহার করে পার্ক ও খেলার মাঠ সম্পর্কে তাদের ধারণা জানা।	• এ জরিপ থেকে জানা যায়, এক-তৃতীয়াংশ জরিপে অংশগ্রহণকারী সপ্তাহে অন্তত একবার পার্ক বা খেলার মাঠে যান এবং তারা সাধারণত বাসা (৬২%), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (২০%) অথবা কর্মক্ষেত্র (১৪%) থেকে গিয়ে থাকেন। মূল অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে বেশির ভাগ জরিপে অংশগ্রহণকারী পায়ে হেঁটে পার্ক ও খেলার মাঠে যান (৭৩%)। • পার্ক ও খেলার মাঠে সংঘটিত কার্যক্রমের মধ্যে বেশি দেখা যায় হাঁটা (৩৫%), সামাজিকীকরণ (২৭%) এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ (২৭%)। পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার ২টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শান্তি এবং নিরিবিলিতে সময় কাটানো এবং বন্ধুদের সাথে দেখা করা (উভয় ক্ষেত্রে ২৬%)। • পার্ক ও খেলার মাঠের সার্বিক নকশা ও অবস্থাকে জরিপে অংশগ্রহণকারীরা ভালো হিসাবে মূল্যায়িত করেছেন (৪৭% ভাল অথবা খুব ভাল), বেশির ভাগ পার্ক ও খেলার মাঠে খেলাধুলার সুবিধাকে কম ভাল হিসাবে মূল্যায়িত করেছেন (৩৬% মোটামুটি এবং ৩০% খারাপ অথবা খুব খারাপ)। • পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নে সর্বাধিক পরামর্শ ছিল আসবাবপত্রের উন্নয়ন (৩৬%), ল্যান্ডস্কেপিং (৩৪%) এবং রোদ বৃষ্টি থেকে ছাউনি (৩০%)।
পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ	পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোর সুবিধাদি সম্পর্কে জানা।	• প্রায় অর্ধেক পার্ক এবং খেলার মাঠে বিভিন্ন ধরণের সুবিধাদি উপস্থিত। ১২ টির মধ্যে ৭টি পার্ক এবং খেলার মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা দেখা গেছে। ৬টি পার্ক ও খেলার মাঠে কর্মচারী উপস্থিত, ৬টি পার্ক ও খেলার মাঠের বসার ব্যবস্থা ভাল, তবে মাত্র ১টি পার্কে পানির কল আছে।

জরিপ	উদ্দেশ্য	ফলাফল
		• সংবেদনশীলতার দিক থেকে প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠেই অতিরিক্ত যানবাহনের শব্দ পাওয়া যায়। অপর পক্ষে দৃশ্য এবং গন্ধের দিক থেকে মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ ব্যতীত প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠকে ভাল অথবা মোটামুটি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠটিকে দৃশ্য এবং গন্ধের দিক থেকে খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। • বেশির ভাগ পার্ক ও খেলার মাঠে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সমস্যা দেখা গেছে। ১২টির মধ্যে ৮টি পার্ক ও খেলার মাঠে ময়লা আর্বজনা দেখা গেছে। এর মধ্যে ৬টিতে ঝুঁকিপূর্ণ আবর্জনাও দেখা গেছে। ১২টির মধ্যে ১১টি পার্ক ও খেলার মাঠে আর্বজনার পাত্র থাকা সত্ত্বেও ৪টি পার্ক ও খেলার মাঠে পাত্র থেকে আবর্জনা উপচে পড়তে দেখা গেছে। ৫টি পার্ক ও খেলার মাঠে শৌচাগার আছে যার মধ্যে ৩টি ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। • প্রবেশগম্যতার দিক থেকে ১২টির মধ্যে ১০টি পার্ক ও খেলার মাঠ জনসাধারণের জন্য প্রবেশগম্য এবং অর্থ ছাড়া প্রবেশ করা যায়। তবে উত্তরা ৭নং সেক্টর পার্ক এবং গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। • ১২টির মধ্যে ৯ টি পার্ক ও খেলার মাঠের আশপাশের রাস্তায় পারাপারের সুবিধা আছে। তবে ৮টি পার্ক ও খেলার মাঠের আশপাশের রাস্তায় যানবাহনের চাপ বেশি দেখা গেছে। কোন পার্ক ও খেলার মাঠের আশপাশের রাস্তায় গতিরোধক দেখা যায়নি। • ১২টির মধ্যে ৫টি পার্ক ও খেলার মাঠে সবুজ পরিসর (ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক), ১০টি পার্ক ও খেলার মাঠে হাঁটার রাস্তা, ৬ টিতে শিশুদের খেলার জন্য আলাদা জায়গা এবং ৪টিতে খেলার জায়গা আছে। তবে ৪টির মধ্যে ৩টি খেলার মাঠের মান খারাপ হিসেবে মূল্যায়িত করা হয়েছে।
পার্ক ও খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম জরিপ	১২টির মধ্যে ৪টি পার্ক এবং খেলার মাঠে স্থান ও ধরণ অনুযায়ী সারাদিনে সংঘটিত কার্যক্রম সম্পর্কে বোঝা।	• বৈশাখী খেলার মাঠে সর্বাধিক সংঘটিত কার্যক্রম হলো খেলাধুলা (মোট কার্যক্রমের ৪৪%)। এ কার্যক্রম মাঠের কেন্দ্রে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। এছাড়া হাঁটা ও সাইকেল চালানো (২৭%) এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম (২৪%) মাঠের কোণের দিকে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। খুব সামান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখানে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। • ধানমন্ডি লেক পার্ক, যার একটি সর্পিলাকার লেক আছে, মূলত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জরিপকারীদের তথ্যানুযায়ী পার্কের সর্ব দক্ষিণ কোণে হাঁটার পরিমাণ বেশি দেখা গেছে। তবে এর কোন সঠিক উপাত্ত উল্লেখিত হয়নি। অর্থাৎ হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর পরিমাণ প্রাপ্ত তথ্যের চেয়েও বেশি। স্থান বিবেচনায় হাঁটা ও সাইকেল চালানো এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যক্রম পার্কের সর্বত্র সুবিন্যস্তভাবে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। অপরপক্ষে হকারদের সাধারণত ইন্টারসেকশনে, যেখানে পথচারীদের সংখ্যা বেশি, সেখানে দেখা গেছে। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা মূলত ধানমন্ডি লেক পার্কের প্রশস্ত অংশে বেশি দেখা যায়। (মানচিত্র ৪.৭) • খেলার মাঠ নাম হলেও খুব সংখ্যক মানুষকে মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে শরীরচর্চা করতে দেখা গেছে (মোট কার্যক্রমের ১৪ %)। এর কারণ হলো মাঠের দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ জুড়ে বেশ কিছু যানবাহন পার্কিং করে রাখতে দেখা গেছে। জায়গাটি মূলত হেঁটে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয় (মোট কার্যক্রমের ২৯%)।

জরিপ	উদ্দেশ্য	ফলাফল
		• গুলশান সোসাইটি লেক পার্ক যার কেন্দ্রে একটি লেক আছে (সরল রৈখিক আকৃতির) মূলত হেঁটে যাতায়াতের জন্য (৫৩%) এবং ব্যক্তিগত বা সামাজিক কার্যক্রম (৩৪%) এর জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

এই ছকটি একত্রে চারটি জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে পার্ক ও খেলার মাঠগুলোর একটি সম্পূর্ণ চিত্র পেতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি তাদের বৈশিষ্ট্য, যারা পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহার করেন এবং করেন না (সাধারণ জনমত জরিপ) তাদের মতামত পাওয়া গেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে বৈশাখী খেলার মাঠে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প প্রস্তাবিত হলো।

কেসস্টাডি

চিত্র ৪.২৫: ধানমন্ডি লেক পার্কের বিদ্যমান প্রবেশ দ্বারের নকশা

চিত্র ৪.২৬: ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবেশদ্বারের নকশা (মোটর সাইকেল ঢুকতে পারবে না)

চিত্র ৪.২৭: ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবেশদ্বারের নকশা (হুইল চেয়ার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হবে না)

ঢাকায়, সর্বোপরি পুরো বাংলাদেশে পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণ পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতে প্রবেশ করতে পারেন না। সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত না হওয়ার ফলে পার্ক ও খেলার মাঠে প্রবেশের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। ধানমন্ডি লেক পার্কে প্রবেশ দ্বারটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে মোটর সাইকেল ঢোকা প্রতিহত করা যায়। (চিত্র ৪.২৫) কিন্তু প্রবেশ দ্বারটি এভাবে তৈরি করার ফলে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণ এ পার্কে ঢুকতে পারেন না। পার্ক ও মাঠের প্রবেশ দ্বারসমূহ এমনভাবে তৈরি করা প্রয়োজন যাতে হুইলচেয়ার প্রবেশ করতে পারে কিন্তু মোটর সাইকেল প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর এনশিওর আওয়ার রাইটস এর পক্ষ থেকে একটি নমুনা তৈরি করা হয় যা দ্বারা হুইল চেয়ার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হবে না কিন্তু মোটর বাইক ঢুকতে পারবে না (চিত্র ৪.২৬ ও ৪.২৭)। ধানমন্ডি লেক পার্কের বিদ্যমান নকশায় সাধারণ মানুষ যে সকল সুবিধা পান প্রস্তাবিত নকশাতেও তা বজায় থাকবে।

৫ বৈশাখী খেলার মাঠ উন্নয়নে প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক নকশা

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠগুলো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। সম্ভাব্য উন্নয়ন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা প্রদানের জন্য গবেষক দল বৈশাখী খেলার মাঠের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প নকশা করেছে। এ পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি একটি খেলার মাঠের সম্পদ এবং সমস্যা চিহ্নিত করেছে, একই পদ্ধতি ঢাকার অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠের জন্যও প্রয়োগ করা সম্ভব। সাধারণ সুপারিশের ক্ষেত্রে (৬.১ সাধারণ সুপারিশ) এখানে উল্লেখিত অনেক সুপারিশের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

এই অধ্যায়ে রয়েছে: ৫.১ স্থান নির্বাচন, যেখানে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত বৈশাখী খেলার মাঠের কথা বর্ণিত হয়েছে। ৫.২ প্রাপ্ত ফলাফল, সম্পদ এবং সমস্যা, এ ক্ষেত্রে জরিপকারীরা ভাল এবং খারাপ উভয় তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ৫.৩ নকশা সুপারিশ, পূর্বের ৫.২ অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। ৫.৪ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষণীয় এবং ৫.৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

৫.১ স্থান নির্বাচন

চিত্র ৫.১: বৈশাখী খেলার মাঠ

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের জন্য বৈশাখী খেলার মাঠকে নির্বাচন করা হয়েছে (চিত্র ৫.১, পাশাপাশি মানচিত্র ৪.১, বৈশাখী খেলার মাঠ অধ্যায়)। বৈশাখী খেলার মাঠ নির্বাচনের অন্যতম কারণ মাঠটি ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট অফিসের পাশেই অবস্থিত, এর ফলে বাস্তবায়ন এবং তদারকি অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠের থেকে বাস্তবসম্মত হবে। এছাড়া ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট স্থানীয় জনগণের সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত।

৫.২ প্রাপ্ত ফলাফল, সম্পদ এবং সমস্যা

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমেই প্রতিটি জরিপ থেকে বৈশাখী খেলার মাঠ সংক্রান্ত তথ্যাদি একত্র করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বৈশাখী খেলার মাঠের ব্যবহারকারী জরিপ, পর্যবেক্ষণ জরিপ এবং কার্যক্রম জরিপের তথ্যাদি তুলে ধরা হলো। আরো বিশেষ ভাবে বৈশাখী খেলার মাঠের সম্পদও সমস্যা তুলে ধরা হলো।

৫.২.১ বৈশাখী খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ

পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠের বৈশিষ্ট্য বোঝা। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে বৈশাখী খেলার মাঠের বিভিন্ন সম্পদ ও সমস্যা উঠে এসেছে।

৫.২.১.১ সম্পদ

পর্যবেক্ষণ জরিপ অনুযায়ী, প্রবেশগম্যতা, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং সুবিধাদির দিক থেকে বৈশাখী খেলার মাঠের বিভিন্ন সম্পদ রয়েছে। প্রবেশগম্যতার দিক থেকে, এ জায়গাটিতে দিনে বা রাতে যে কোন সময় প্রবেশ করা যায় এবং কোন প্রবেশ মূল্য দিতে হয় না। এ মাঠটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। পয়:নিস্কাশনের দিক থেকে, কোন ঝুঁকিপূর্ণ আবর্জনা বা বড় ধরণের আর্বজনা দেখা যায় না এবং জরিপকালে মাঠের কর্মীদের উপস্থিত দেখা গেছে। বৈশাখী খেলার মাঠে বসার ব্যবস্থা এবং বাতির ব্যবস্থা রয়েছে। ছক ৫.১ এ প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

চিত্র ৫.২: ক্রিকেট খেলার জন্য রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে পৃথক সুবিধা রয়েছে

চিত্র ৫.৩: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে বসার ব্যবস্থা রয়েছে

ছক ৫.১: পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে প্রাপ্ত বৈশাখী খেলার মাঠের সম্পদ

বৈশিষ্ট্য	সম্পদ
প্রবেশগম্যতা	• দিনের যে কোন সময় প্রবেশ করা যায় • প্রবেশমূল্য নেই • সকলের জন্য উন্মুক্ত
পয়:নিস্কাশন	• কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বড় আবর্জনা নেই • মাঠে কর্মী উপস্থিত
সুবিধাদি	• বসার ব্যবস্থা আছে • বাতি আছে • ফুটবল ও ক্রিকেটের ব্যবস্থা আছে

৫.২.১.২ সমস্যা

কিছু ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও বৈশাখী খেলার মাঠে কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রবেশগম্যতার দিক বিবেচনায় প্রাথমিক সংলগ্ন সড়কে, যা ২-৩ লেনবিশিষ্ট এবং যেখানে মাঝারি যানবাহনের চাপ আছে (মিনিটে ৬-১০ গাড়ি) সেখানে পারাপারের কোন সুবিধা নেই। পয়:নিস্কাশনের দিক থেকে বলা যায়, কিছু আবর্জনার পাত্র থেকে আর্বজনা উপচে পড়তে দেখা গেছে এবং মাঠে ছোট আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বৈশাখী খেলার মাঠে পানির কল, শৌচাগার, পযার্প্ত বাতি, ছাউনি এবং শিশুদের খেলার জন্য আলাদা জায়গা নেই। যান্ত্রিক যানবাহনের আওয়াজ বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ছক ৫.২ এ তথ্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

চিত্র ৫.৪: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই

চিত্র ৫.৫: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে রাস্তা পারাপারের সুবিধা নেই

ছক ৫.২: পর্যবেক্ষণ জরিপ থেকে প্রাপ্ত বৈশাখী খেলার মাঠের সমস্যাসমূহ

বৈশিষ্ট্য	সম্পদ
প্রবেশগম্যতা	• সংলগ্ন সড়কে পারাপারের সুবিধা নেই • সংলগ্ন সড়ক যথেষ্ট প্রশস্ত নয় (২-৩ লেন) • সংলগ্ন সড়কে মাঝারি যানবাহনের চাপ
পয়:নিস্কাশন	• আবর্জনার পাত্র উপচে পড়া • কিছু আবর্জনা উপস্থিত
সুবিধাদি	• পানির কল বা শৌচাগার নেই • অপর্যাপ্ত বাতির ব্যবস্থা • ছাউনি নেই • শিশুদের পৃথক খেলার জায়গা নেই
সংবেদনশীল মতামত	• বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যান্ত্রিক যানের শব্দ

৫.২.২ বৈশাখী খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ

গবেষণা দল বৈশাখী খেলার মাঠে ৪৭ টি ব্যবহাকারী জরিপ সংঘটিত করে। এ থেকে বোঝা যায় মাঠটি সম্পর্কে মানুষের কি মতামত এবং কিভাবে মাঠটি ব্যবহৃত হয়। এই উপ-অধ্যায়ে জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে- ১) মতামত, ২) যাত্রা শুরুর স্থান এবং যাত্রার ধরণ, ৩) মাঠে আগমনের কারণ এবং ৪) মাঠ উন্নয়নের পরামর্শ।

৫.২.২.১ মতামত

মোট ৮৫% জরিপে অংশগ্রহণকারী বৈশাখী খেলার মাঠকে আর্কষণের দিক থেকে ভাল হিসেবে মূল্যায়িত করেছে। ৫৪% পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে মোটামুটি এবং ৪০.৫% ভাল হিসেবে মূল্যায়িত করেছে। খেলাধুলার সুবিধাদির দিক থেকে ৪৫% জরিপে অংশগ্রহণকারী বৈশাখী খেলার মাঠকে মোটামুটি এবং ৩০% খারাপ হিসেবে মূল্যায়িত করেছে।

৫.২.২.২ যাত্রা শুরুর স্থান এবং যাত্রার ধরণ

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জরিপে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় অধিবাসী (৭৩.৯%) এবং বেশির ভাগই মাঠে পায়ে হেঁটে আসেন (৯৫%)। এক চতুর্থাংশ জরিপে অংশগ্রহণকারী মাঠে ১০মিনিট বা এর কম সময়ে পৌছাতে সক্ষম।

৫.২.২.৩ মাঠে যাওয়ার কারণ

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সাধারণত মাঠে বেড়াতে আসার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়[৪]। সর্বাধিক উত্তর পাওয়া যায় খেলাধুলা করা (৫৬.১% জরিপে অংশগ্রহণকারী)। এরপর আছে বন্ধুদের সাথে দেখা করা (২৪.৪%) এবং ডাক্তারের পরামর্শ (১৯.৫%)।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সংঘটিত কার্যক্রমের মধ্যে ৪৮% খেলাধুলা, ৩৪.১% হাঁটার জন্য এবং ২৯.৩% খেলা দেখা ও সামাজিকীকরণের (উভয়ের জন্য সমান) জন্য মাঠে আসেন।

৫.২.২.৪ উন্নয়নের জন্য পরামর্শ

বৈশাখী খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য জরিপে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছেন। সকল মতামত একত্রিত করার পর সর্বাধিক মতামত পাওয়া গেছে সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং শরীরচর্চা ও খেলাধুলার উপকরণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে (২৭ মতামত)। এর পাশাপাশি আছে শৌচাগার, বসার ব্যবস্থা এবং আরো পরিচ্ছন্নতা (প্রতিটির জন্য ৪ মতামত) নিশ্চিতকরণের পরামর্শ। এছাড়া পানির কল, নিরাপত্তা, মূল খেলার মাঠে ঘাস প্রদান এবং সংলগ্ন সড়কে পথচারীর জন্য আরো জায়গা (প্রতিটির জন্য তিনটি মতামত) প্রদানের মতামত পাওয়া গেছে। এখানে উল্লেখ্য যে জরিপে অংশগ্রহণকারীরা একাধিক উত্তর নির্বাচন করতে সমর্থ ছিলেন এবং মতামতের সংখ্যা জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার চেয়ে বেশি।

৫.২.৩ কার্যক্রম জরিপ

চিত্র ৫.৬: রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে সামাজিকীকরণ, খেলাধুলা ও পণ্য বিক্রিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সংঘটিত হয়

কার্যক্রম জরিপে বোঝা যায় বৈশাখী খেলার মাঠে সবচেয়ে বেশি খেলাধুলা হয়ে থাকে। অপরদিকে হাঁটা এবং কম পরিমাণে সাইকেল চালানো মাঠের কোণের দিকে সংঘটিত হয় (মোট কার্যক্রমের ২৭%)। সামাজিক কার্যক্রমের বড় অংশ (মোট কার্যক্রমের ২৪%) মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে সংঘটিত হতে দেখা যায়। হকারদের মাঠের পূর্ব দিকে দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা যায়।

৫.৩ নকশা সুপারিশসমূহ

৫.৩.১ রূপকল্প

রূপকল্প থেকে জানা যায়, ভবিষ্যতে একটি আদর্শ মাঠ হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মাঠটির সম্পদ এবং সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে, যার আলোকে রূপকল্প তৈরি হয়েছে। বৈশাখী খেলার মাঠ সম্পর্কে আমাদের রূপকল্পে তিনটি উপাদান আছে-

১) সময় উপভোগের জন্য একটি মনোরম জায়গা তৈরি করা

২) নারী পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় চিত্ত বিনোদনের সুযোগ তৈরি করা এবং

৩) একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত জায়গা হিসেবে তৈরি করা।

[৪] অংশগ্রহণকারীরা ইচ্ছামত একাধিক উত্তর প্রদান করেন। তবে এ অধ্যায়ে ১০০ এর উপরে শতকরা হিসাব গণনা করা হয়নি।

সময় উপভোগের জন্য একটি মনোরম জায়গা বলতে বোঝানো হয়েছে মাঠ সম্পর্কে ধারণা, সুবিধাদি, উপযোগিতা এবং পরিবেশগত সুবিধা অর্থাৎ মাঠের সে সকল উপাদান যা তাকে তার ব্যবহারকারীদের কাছে আর্কষণীয় করে তোলে। নারী-পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় চিত্ত বিনোদনের সুযোগ বলতে প্রাথমিক ভাবে খেলাধুলাকে বোঝানো হয়, তবে এটিই একমাত্র বিষয় নয়। সবশেষে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত জায়গা বলতে বোঝায় শারীরিক সুরক্ষা যেমন যানবাহন, অসামাজিক ব্যবহার থেকে এবং রক্ষণাবেক্ষণ যেমন শৌচাগার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মাঠের পরিচর্যা ইত্যাদি। নিম্নের অধ্যায়ে প্রতিটি উপাদানের জন্য পৃথক সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

৫.৩.২ সময় উপভেগের জন্য একটি মনোরম জায়গা

বৈশাখী খেলার মাঠকে তার ব্যবহারকারীদের কাছে আরো আর্কষণীয় করে তোলার জন্য এবং নতুন ব্যবহারকারীদের আর্কষণ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করা হল: ১) আরো সবুজ পরিসর, ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ পয়েন্ট সংযুক্ত করা, ২) জনগণের জন্য আরো আসবাবপত্র যেমন, বসার ব্যবস্থা এবং সাইনবোর্ড প্রদান করা এবং ৩) ছাউনি গাছের ছায়া এর ব্যবস্থা করা।

৫.৩.২.১ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা

- সবুজ পরিসর এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ পয়েন্টগুলো পার্ক ও খেলার মাঠগুলোকে তাদের ব্যবহারকারীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। পাশাপাশি পরিবেশগত দিক থেকে আরো কার্যকর করে তোলে।
- বসার ব্যবস্থা দর্শনার্থীদের মাঠে সংঘটিত খেলাধুলাগুলো উপভোগ করতে সহায়তা করে। একই সাথে মাঠে খেলতে আসা শিশুদের দেখ ভাল করতে সহায়তা করে।
- তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ডগুলো পার্ক ও খেলার মাঠ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। যেমন মানচিত্র, আয়োজনসমূহ ইত্যাদি।
- রোদ এবং বৃষ্টি থেকে রক্ষাকারী ছাউনি পার্ক ও খেলার মাঠকে গরম এবং বৃষ্টি উভয় সময়েই ব্যবহারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় রাখে।

৫.৩.৩ নারী পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় চিত্ত বিনোদনের সুযোগ

বৈশাখী খেলার মাঠ খেলাধুলার জন্য ভালভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত কিশোর এবং যুবকদের দ্বারা। আমাদের সুপারিশ হলো বর্তমান খেলোয়ারদের জন্য সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং সকল বয়স ও নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের জন্য সক্রিয় চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থার মাধ্যমে মাঠের ব্যবহার আরো বৃদ্ধি করা। এতে সফল হওয়ার জন্য সুপারিশসমূহ হলো ১) শিশুদের জন্য খেলার উপকরণ দেয়া, ২) বাইসাইকেল পার্কিং এর অবকাঠামো প্রদান এবং ৩) মাঠের সীমানা ঘেঁষে সকলের ব্যবহার উপযোগী হাঁটার রাস্তা প্রদান।

৫.৩.৩.১ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা

- খেলার উপকরণ পার্ক ও খেলার মাঠকে শিশুদের কাছে আরো আর্কষণীয় করে তোলে।
- মাঠের সীমানা ঘেঁষে একটি বাধাহীন হুইল চেয়ার চলার উপযোগী হাঁটার রাস্তা থাকলে মাঠে খেলতে থাকা ব্যক্তিরা, মাঠে হাঁটতে আসা মানুষদের জন্য কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।
- বাইসাইকেল পার্কিং অবকাঠামো সাইকেল চালকদের মাঠে আসতে এবং নিরাপদে সাইকেল রেখে মাঠ ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

৫.৩.৪ একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত জায়গা

নিরাপত্তা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। বৈশাখী খেলার মাঠে নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে সুপারিশ সমূহ: ১) বাতির ব্যবস্থা করা, ২) সংলগ্ন সড়কে যানবাহনের চাপ কমানো এবং পথচারী পারাপারের সুবিধা নিশ্চিত করা, ৩) আরো আবর্জনার পাত্র সংযোজন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করা যাতে আর্বজনা পাত্র উপচে না পড়ে এবং ৪) বিনামূল্যে পরিষ্কার, ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত শৌচাগার ও পানির কল নিশ্চিত করা।

৫.৩.৪.১ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা

- নিরাপত্তার জন্য বাতির ব্যবস্থা প্রয়োজন, বিশেষত যে সকল নারী সন্ধ্যার সময় পার্ক ও খেলার মাঠে যান তাদের জন্য অধিক প্রয়োজনীয়।
- যেহেতু অধিকাংশ ব্যবহারকারী পায়ে হেঁটে আসেন, তাদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মাঠের ভেতরে যান্ত্রিক যানবাহন পার্কিং এর সুবিধা দেওয়া যাবে না। কারণ এর ফলে কিছু মানুষ বেশি সুবিধা পাবে এবং অধিকাংশের অসুবিধা হবে।
- যানবাহনের চাপ কম হলে পথচারীদের জন্য বৈশাখী খেলার মাঠে আসা নিরাপদ হবে এবং এর ফলে যানবাহন সৃষ্ট শব্দদূষণ কমবে।
- বেশি আবর্জনার পাত্র থাকলে তাদের উপচে পড়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং মাঠে বেড়াতে আসা ব্যক্তিরা মাঠে আবর্জনা কম ফেলবে। সার্বিকভাবে মাঠের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত শৌচাগার ও খাবার পানি ভূমিকা রাখে।

৫.৩.৫ পরিবর্তনের ধারণা

উঁচু স্থান থেকে নেওয়া বৈশাখী খেলার মাঠে একটি ছবিতে প্রতিটি সুপারিশের অবস্থান বোঝানো হয়েছে (চিত্র ৫.৭) এবং প্রতিটি উপাদানের তালিকা ছক ৫.৩ এ প্রদান করা হয়েছে।

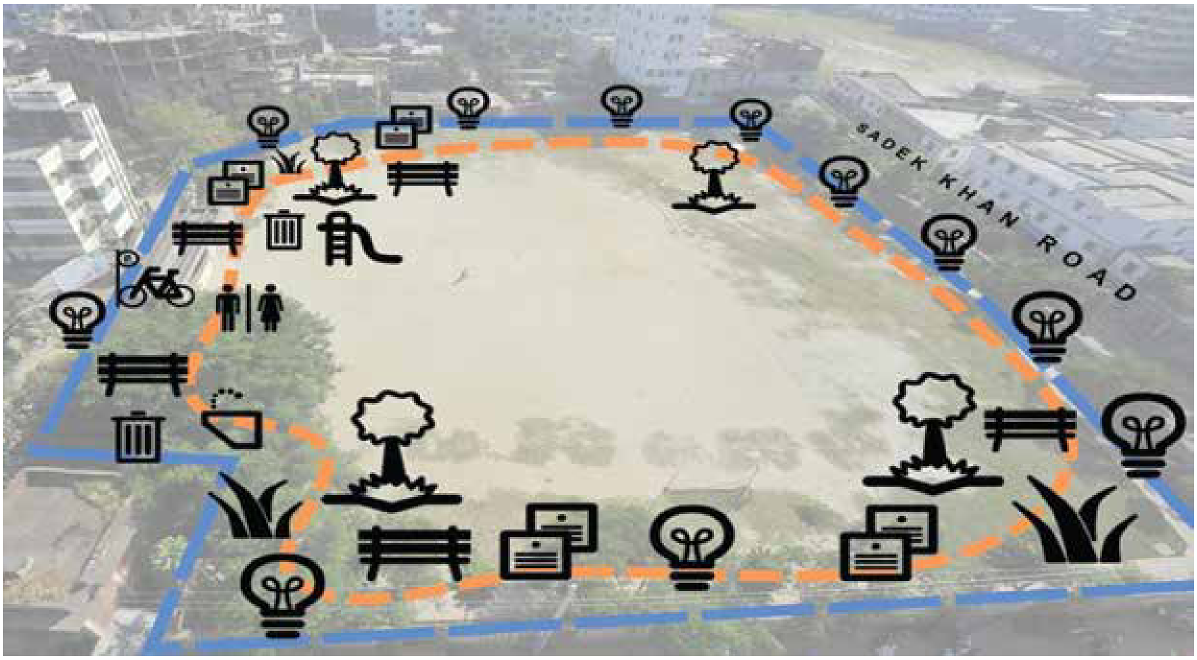

চিত্র ৫.৭: বৈশাখী খেলার মাঠের পরীক্ষামূলক প্রকল্পে সুপারিশকৃত উপাদানসমূহের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত চিত্র

ছক ৫.৩: বৈশাখী খেলার মাঠের পরীক্ষামূলক প্রকল্পে সুপারিশ অনুযায়ী উপাদানসমূহ

উপকরণ	উদ্দেশ্য	চিহ্ন	উদাহরণ স্বরূপ চিত্র
বসার ব্যবস্থা	মাঠ ব্যবহারকারীদের বসার এবং বিশ্রামের সুবিধা সৃষ্টি করা	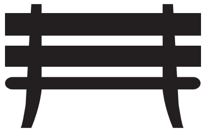	

উপকরণ	উদ্দেশ্য	চিহ্ন	উদাহরণ স্বরূপ চিত্র
বাইসাইকেল পার্কিং	U আকৃতির তালা ব্যবহারের মাধ্যমে বাইসাইকেল ব্যবহারকারীদের সাইকেল রাখার সুবিধা সৃষ্টি করা		
ঘাস	ফুটবল খেলা এবং বিশ্রামের জন্য একটি উপযোগী ভূ-পৃষ্ঠ প্রদানের জন্য		
ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ পয়েন্ট	বন্যায় পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে	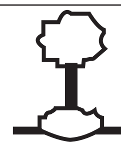	
খেলার মাঠের উপকরণ	শিশুদের খেলার জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা	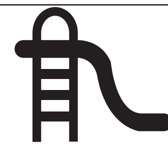	
জনগণের জন্য সাইনবোর্ড	মাঠ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন আয়োজন মানচিত্র এবং মাঠ সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য জানানোর সুবিধার্থে	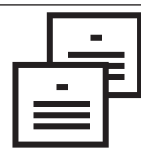	
গণ শৌচাগার	মাঠ ব্যবহারকারীদের পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ব্যবহারের সুবিধা প্রদান	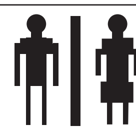	
উন্মুক্ত নালার উপর ঢাকনা	মাঠের পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং মাঠ ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত বসার ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান		
সড়ক বাতি	রাতে বাতির ব্যবস্থার উন্নয়ন	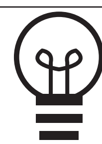	
হাঁটার রাস্তা	চিত্ত বিনোদনের জন্য হাঁটার জায়গা প্রদান		
আবর্জনার পাত্র	আবর্জনা ফেলে অপরিচ্ছন্ন করার ঘটনা কমানো	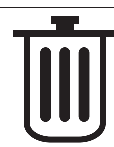	
পানির কল	মাঠ ব্যবহারকারীদের বিশুদ্ধ পানি পান করার উৎস প্রদান	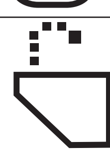	

৫.৪ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষণীয়

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে, তিন ধরণের কাজ পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন। প্রথমত, আসবাবপত্র, খেলাধুলার উপকরণ, খেলার মাঠের উপকরণ, শৌচাগার এবং পানির কল নিয়মিত তদারকি এবং মেরামত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, খেলার মাঠ, সবুজ পরিসর এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ পয়েন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, মাঠ এবং শৌচাগার নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ঘন ঘন আবর্জনার পাত্র থেকে আবর্জনা অপসারণ করতে হবে। মাঠে প্রাথমিক উন্নয়নের পর উপরোক্ত কাজগুলো করা হলে মাঠের উন্নয়ন বজায় থাকবে।

৫.৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষামূলক প্রকল্প কিভাবে স্বল্প খরচে অস্থায়ী ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু কেস স্টাডি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া যে সকল অংশীদার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে লাভবান হতে পারে তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

৫.৫.১ পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অনুপ্রেরণা

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কোন স্থায়ী উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে দ্রুত ও কম খরচে কাজের একটি নমুনা তৈরি করা এবং এর ফলাফল ইতিবাচক হবে কিনা তা নির্ধারণ করা।

কৌশলগত নগরায়নের ক্রমবর্ধমান অনুশীলন হলো কম খরচে, দ্রুত নগর পরিকল্পনার নমুনা তৈরির একটি পদ্ধতি। কৌশলগত নগরায়নের কিছু উদাহরণ এটা বুঝতে সাহায্য করে যে কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প মেয়াদে এবং স্বল্প খরচে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। এই অধ্যায়ে তিনটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে গণপরিসরের ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনার বিষয়টি জোরালোভাবে উঠে এসেছে- (১) গ্রীন লাইট ফর মিডটাউন, নিউইয়র্ক সিটি (২) ওক ক্লিফ বিল্ড এ বেটার ব্লক, ডালাস এবং (৩) আশার মাচা, কড়াইল, ঢাকা।

৫.৫.১.১ গ্রীন লাইট ফর মিডটাউন

চিত্র ৫.৮: হেরাল্ড স্কয়ার (টাইমস স্কয়ারের কাছে), গ্রীন লাইট ফর মিডটাউন পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সময়, তথ্যসূত্র: Flickr[৫]

[৫] https://farm5.staticflickr.com/4046/4173681751_41c9428786_o.jpg

নিউইয়র্ক শহরের গ্রীন লাইট ফর মিডটাউন ছিল ২০০৯ সালের একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প, যা পথচারী এবং সাইকেল চালানোর পরিবেশ উন্নয়ন এবং মিডটাউন ম্যানহাটনের যানজট কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। নিউইয়র্কের পরিবহন অধিদপ্তর (NYCDOT) দুটি প্রশস্ত সড়ককে শুধুমাত্র রং, বাধানো আসবাবপত্র এবং গাছ ব্যবহার করে (উদাহরণ স্বরূপ চিত্র ৫.৮ দেখুন) পথচারীর জন্য চত্বরে পরিণত করে। NYCDOT (২০১০) এর পরবর্তী প্রতিবেদনে পরিবর্তনগুলোকে স্থায়ী করার পরামর্শ দিয়ে বলা হয় পরিবর্তনগুলো আনার ফলে পথচারী চলাচল বেড়েছে (+১১%) এবং খাওয়া দাওয়া, পড়াশুনা এবং ছবি তোলার মত কার্যক্রমগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে (+৮৬%)। পথচারী এবং গাড়ির সংঘর্ষের পরিমাণ কমেছে (−৩৫%) এবং টাইমস স্কয়ারের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলেছেন ৭৪% উত্তরদাতা।

৫.৫.১.২ ওক ক্লিফ, বিল্ড এ বেটার ব্লক

চিত্র ৫.৯: ওক ক্লিফের দ্বিতীয় বেটার ব্লক পরীক্ষামূলক প্রকল্প, তথ্যসূত্র: Go Oak Cliff[৬]

২০১০ সালে জ্যাসন রবার্টস অস্থায়ীভাবে ডালাসের কাছে একটি ব্লককে সাইকেল লেন, খাওয়া দাওয়া ও বসার ব্যবস্থা, গাছ, চারাগাছ, ছোট গাছ দোকান এবং আলোর মাধ্যমে হাঁটা ও সাইকেল চালানোর উপযোগী করে তোলেন যা আশপাশের মানুষের একটি আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয় (Lydon, 2012; Roberts, n.d)। এটি করার জন্য তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করেন এবং সস্তা ও অস্থায়ী উপাদানগুলো কেনার জন্য কয়েকশ ডলার ব্যয় করেন। বাকি জিনিসগুলো দান করা অথবা এক সপ্তাহের জন্য ভাড়া করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকাবাসী কি ধরণের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন দেখতে চান সে সম্পর্কে জানা।

---

৬ http://www.gooakcliff.org/wp-content/uploads/2010/09/people5.jpg

৫.৫.১.৩ আশার মাচা

চিত্র ৫.১০: আশার মাচা লেকের পার্শ্বস্থ গণপরিসর তথ্যসূত্র: Design with the other 90% [৭]

ঢাকার কড়াইল এমন একটি এলাকা যেখানে খেলার জন্য খুব সামান্য পরিসর আছে। এলাকাবাসী একজন স্থপতির সহযোগিতায় একটি স্থানীয় বাগানের সংলগ্ন জায়গায় ৫.৫*১১ মিটার গণপরিসর (Biswas, 2013; Platform of hope (আশার মাচা) ২০১১) তৈরি করেন। এই সাধারণ এবং সস্তা অবকাঠামো গুলশান লেকের উপরে অবস্থিত এবং শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন খেলাধুলার জায়গা।

৫.৫.১.৪ কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

উপরের তিনটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, গণপরিসর কম অর্থায়নে এবং খুব স্বল্প সময়ে উন্নয়ন করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে এটি সরকারি পর্যায়, না হয় বিল্ড এ বেটার ব্লক এবং আশার মাচার মত স্থানীয় পর্যায় থেকে হতে পারে (নিচ থেকে উপরে)। এগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং (উদাহরণ স্বরূপ Biswas, 2013; Lydon, 2012; walljasper & Project for Public Spaces,২০০৭ দেখুন) বৈশাখী খেলার মাঠে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে সহায়তা করে।

৫.৫.২ অংশীদার

বৈশাখী খেলার মাঠে পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু অংশীদারকে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হলে প্রকল্পের মান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন Kally, Mulgn & Muers, 2002)।

বৈশাখী খেলার মাঠে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে অংশীদারসমূহ – ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, স্থানীয় এলাকাবাসী, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া সংঘ, বিশ্বাসী দল ইত্যাদি), স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা সিটি করর্পোরেশন এবং রাজউক। এই দলগুলোর নেতৃত্বে সমন্বয়, তহবিল, বিভিন্ন আয়োজন (যেমন- মাঠের কার্যক্রমসমূহ) এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অবদান রাখতে পারে।

[৭] http://4chlff2fhold2qx0rp267ua5lt2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/11/d-2dsc0533.jpg

৫.৬ পরীক্ষামূলক কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পরীক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এমন কিছু পদক্ষেপের আলোচনা হয়েছে যার মাধ্যমে বৈশাখী খেলার মাঠ বর্তমান ব্যবহারকারীদের জন্য আরো উন্নত হয় এবং নতুন ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করতে পারে। পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ, পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ এবং কার্যক্রম জরিপের মাধ্যমে বৈশাখী খেলার মাঠের সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। ছক ৫.৪ এ তথ্যগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

ছক ৫.৪: বৈশাখী খেলার মাঠে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

জরিপ	সমস্যা/প্রাপ্ত তথ্য
পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ জরিপ	• ২-৩ লেন যানবাহন হওয়া সত্ত্বেও পথচারী পারাপারে কোন ব্যবস্থা নেই, মধ্যম যানবাহন চাপ এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যানবাহনের শব্দ পাওয়া যায়। • উপচে পড়া আবর্জনার পাত্র। • পানির কল বা শৌচাগার নেই। • অপর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। • বৃষ্টি বা রোদ থেকে বাচাঁর ছাউনি নেই বললেই চলে। • শিশুদের খেলার উপকরণ নেই।
পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ	• ৩০% জরিপে অংশগ্রহণকারী খেলার সুবিধাকে খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। • ৯৫% জরিপে অংশগ্রহণকারী পায়ে হেঁটে মাঠে আসে। • ৬৭% জরিপে অংশগ্রহণকারীর মাঠে আসতে ২০মিনিট বা এর চেয়ে কম সময় লাগে। • মাঠে আসার সর্বাধিক কারণ হিসেবে খেলাধুলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পর আছে হাঁটা, খেলা উপভোগ করা এবং বন্ধুদের সাথে সামাজিকীকরণ। • মাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক মতামত পাওয়া গেছে খেলাধুলার উপকরণ সংযোজনের ক্ষেত্রে।
কার্যক্রম জরিপ	• শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা মূলত মাঠের কেন্দ্রের দিকে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। • সক্রিয় যাতায়াত, হাঁটা এবং সাইকেল চালানো সাধারণত মাঠের সীমানার দিকে সংঘটিত হতে দেখা গেছে। • সামাজিক কার্যক্রম মাঠের উত্তর পূর্ব কোণে সংঘটিত হতে দেখা গেছে । • হকারদের মাঠে পূর্ব কোণে বসতে দেখা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যগুলো থেকে তিনটি উপাদানের একটি রূপকল্প তৈরি করা হয়েছে : ১) সময় উপভোগের জন্য একটি আর্কষণীয় জায়গা, ২) সকল বয়স, নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সক্রিয় চিত্ত বিনোদনের সুযোগ এবং ৩) একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত জায়গা। ছক ৫.৫ এ রূপকল্প বিবৃতির প্রতিটি উপাদানের জন্য সুপারিশ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো। চিত্র ৫.৭ এ সুপারিশসমূহের একটি ধারণা এবং বাস্তবায়নের স্থান সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

ছক ৫.৫: বৈশাখী খেলার মাঠের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সুপারিশসমূহ (রূপকল্প অনুযায়ী)

উপাদান	সুপারিশসমূহ
সময় উপভোগের জন্য একটি আর্কষণীয় জায়গা	• সবুজ পরিসর সংযোজন • জনগণের জন্য আসবাবপত্র যেমন বসার ব্যবস্থা ও তথ্য সাইন বোর্ড সংযোজন • রোদ এবং বৃষ্টি থেকে ছাউনির ব্যবস্থা
সকল বয়স, নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সক্রিয় চিত্তবিনোদনের সুযোগ	• শিশুদের খেলার উপকরণ স্থাপন • বাইসাইকেল পার্কিং অবকাঠামো সংযোজন • মাঠের সীমানা ঘেঁষে সকলের হাঁটার উপযোগী রাস্তা প্রদান
একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত জায়গা	• আরো আলোর ব্যবস্থা • নিরাপদ পথচারী পারাপার এবং যানবাহনের চাপ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ • আরো আবর্জনার পাত্র সংযোজন এবং ঘন ঘন আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ • বিনামূল্যে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং পানির কল ব্যবহারের সুযোগ

অবকাঠামোগত পরিবর্তনের পাশাপাশি মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১) অবকাঠামোগত উপকরণসমূহ নিয়মিত মেরামত করা, ২) মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ (ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ পয়েন্ট এবং গাছ উভয়) এবং ৩) শৌচাগারসহ মাঠের সকল স্থান ঘন ঘন পরিষ্কার করা। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য জায়গার কৌশলগত নগরায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের সুপারিশ জানানো হয়েছে। তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় অংশীদারদের প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে এবং ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত করলে প্রকল্পের গুণগত মান ভাল হয় এবং প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়।

এই অধ্যায়ে বৈশাখী খেলার মাঠে পরীক্ষামূলক প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সাধারণ সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, পাশাপাশি প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা এবং পরবর্তী উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬ উপসংহার

উপসংহারে ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠ সম্পর্কে সাধারণ সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং শহরের পার্ক ও খেলার মাঠের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ বাস্তবায়নের আহ্বান (call to action) জানানো হয়েছে।

৬.১ সাধারণ সুপারিশসমূহ

এই অধ্যায়ে এই প্রতিবেদনের পার্ক ও খেলার মাঠের বর্তমান পেক্ষাপট (২ পেক্ষাপট এবং সংজ্ঞা) এবং ৪টি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সাধারণ সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

সুপারিশসমূহঃ

(১) পার্ক এবং খেলার মাঠের নেটওয়ার্ক সুরক্ষা ও বৃদ্ধি করা

(২) নতুন ব্যবহারকারীদের আর্কষণ করার জন্য পয়:নিষ্কাশন এবং নিরাপত্তার বিষয়ে নজর দেওয়া

(৩) অন্যান্য যানবাহন মাধ্যমের পরিবর্তে হাঁটাকে প্রাধান্য দেয়া

(৪) যথেষ্ট আসবাবপত্র, আশ্রয় এবং ছাউনি প্রদান করা

(৫) সুনির্দিষ্টভাবে সকল বয়স, নারী, পুরুষ ও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে পার্ক এবং খেলার মাঠের নকশা করা

(৬) স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা

(৭) রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

৬.১.১ পার্ক এবং খেলার মাঠের নেটওয়ার্ক সুরক্ষা ও বৃদ্ধি করা

অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা শহরের পার্ক ও খেলার মাঠ তুলনামূলক অপ্রতুল। ঢাকা শহরের প্রতি নাগরিকের জন্য ১ বর্গমিটারের চেয়ে কম সবুজ পরিসর রয়েছে (মাথাপিছু ০.০৫ থেকে ০.৫ বর্গমিটার পর্যন্ত, তথ্যের উপর নির্ভরশীল)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী মাথাপিছু অন্তত ৯ বর্গমিটার সবুজ পরিসর থাকা প্রয়োজন। মেক্সিকো শহরে, যা একটি ঘনবসতিপূর্ণ, দ্রুত উন্নয়নশীল এবং কম সবুজ পরিসর সম্পন্ন একটি শহর, মাথাপিছু ৩.৫ বর্গমিটার সবুজ পরিসর রয়েছে। অপরদিকে নিউইয়র্ক শহরে মাথাপিছু ২৩.১ বর্গমিটার সবুজ পরিসর আছে। ফলে বর্তমান পার্ক ও খেলার মাঠগুলোকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং দ্রুত নতুন পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি করা প্রয়োজন। বর্তমান পার্ক ও খেলার মাঠগুলোকে আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দখলের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। তা না হলে ঢাকা শহরে যে অল্প কিছু উন্মুক্ত ও গণপরিসর আছে তা হারিয়ে যাবে।

একই ভাবে নতুন পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরির ক্ষেত্রে কঠোর পরিকল্পনা আইন প্রয়োজন। এর মধ্যে হতে পারে ১) সবুজ পরিসর অঞ্চল বিভাগের মাধ্যমে পার্ক ও খেলার মাঠের জন্য জায়গা করা, ২) বেসরকারি মালিকানাধীন খালি জায়গা পার্ক ও খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার এবং ৩) বৃহৎ ও পরিকল্পিত রিয়েল এস্টেট উন্নয়নে কঠোর নিয়মের মাধ্যমে পার্ক ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা রাখা। প্রথম এবং দ্বিতীয় কৌশলের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারের অধিকার সকল নগরবাসীর থাকে। কারণ উত্তরা ৭ নং সেক্টর পার্কের ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানাধীন হওয়ায় শ্রেণীভেদে ভিন্ন নিয়ম দেখা যায়।

৬.১.২ নতুন ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করার জন্য পয়:নিষ্কাশন এবং নিরাপত্তার বিষয়ে নজর দেয়া

জনমত জরিপে দেখা যায়, কাছাকাছি পার্ক ও খেলার মাঠে না যাওয়ার সর্বাধিক কারণ হলো পরিবেশগত বিষয় (৪১% জরিপে অংশগ্রহণকারী জানান তারা কাছাকাছি পার্ক এবং খেলার মাঠে যান না), নিরাপত্তার অভাব (৩৫%) এবং পরিচ্ছন্নতার অভাব (৩৪%)। আমাদের সুপারিশ হলো এমন উদ্যোগ গ্রহণ, যা পার্ক ও খেলার মাঠের পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো-

১) নিয়মিত শৌচাগার পরিষ্কার, ২) কার্যকর পানির কল, ৩) নিয়মিত আবর্জনার পাত্র থেকে আবর্জনা অপসারণ এবং ৪) সার্বিক ও ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষণ।

নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নিতে হবে তা হলো-

১) রাতে পর্যাপ্ত বাতির ব্যবস্থা, ২) সংলগ্ন সড়কে পথচারীর জন্য রাস্তা পারাপারের সুব্যবস্থা এবং যানবাহনের বিশেষত গাড়ির চাপ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ৩) বিভিন্ন বয়স এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারে আকর্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.১.২.১ গণশৌচাগারের নকশার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়

গণশৌচাগার নকশার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ব্যবহার উপযোগিতা, প্রবেশগম্যতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে শৌচাগারের প্রতি প্রকোষ্ঠে বাইরে থেকে সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটি শৌচাগার তৈরি এবং পরিষ্কারের খরচ কমিয়ে দেয়। এর ফলে কোন বদ্ধ অর্ধ গণপরিসর তৈরি হয় না, যা অপরাধের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং নারী ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তা কমিয়ে দেয়। একই কারণে শৌচাগার এমন জায়গায় হওয়া প্রয়োজন যেখানে মানুষের কার্যক্রম বেশি এবং সহজে দৃষ্টি গোচর হয়। গণশৌচাগারের ক্ষেত্রে অন্য ভাল উদ্যোগ হলো ১) সেবা দানকারীদের জন্য শৌচাগার নির্মাণে লিঙ্গ সমতা বিবেচনায় নেওয়া, ২) বেসিন শৌচাগারের বাইরে স্থাপন যাতে শৌচাগারের ভেতরে হাত ধোয়ার জন্য বেশি জায়গা না নেয় এবং ৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী শৌচাগার স্থাপন যাতে প্রশস্ত দরজা, বাধাহীন প্রবেশমুখ ইত্যাদি থাকবে। ছক ৬.১ এই উদ্যোগসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

ছক ৬.১: শৌচাগার নকশা সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ

উদ্যোগ	যুক্তিসহ ব্যাখ্যা
পৃথক দরজা দিয়ে সরাসরি শৌচাগার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ (অর্ধ গণপরিসর সৃষ্টির সম্ভাবনা দূরীভূত হয়)	• কম নির্মাণ খরচ • নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং শৌচাগার ব্যবহারকারীদের জন্য অপরাধের কম সম্ভাবনা
অন্যান্য কার্যক্রম সংঘটিত হবার জায়গা থেকে দৃষ্টি গোচর জায়গায় শৌচাগার স্থাপন	• নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং শৌচাগার ব্যবহারকারীদের জন্য অপরাধের কম সম্ভাবনা
লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচাগার স্থাপন	• লিঙ্গ সমতা বিষয়ক সমস্যার সমাধান • পরিবার এবং বিপরীত লিঙ্গের সেবাদানকারীদের সুবিধা প্রদান
শৌচাগার প্রকোষ্ঠের বাইরে বেসিন স্থাপন	• শৌচাগার ব্যবহারের সাথে হাত ধোয়ার বিষয়টি সংযুক্ত হবে না
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহার উপযোগী প্রশস্ত এবং বাধাহীন দরজা	• প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ শৌচাগার ব্যবহারে সক্ষম হবেন

৬.১.২.২ আয়োজন এবং প্রাকৃতিক নজরদারির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়

গণপরিসরে মানুষের উপস্থিতির অর্থ তা নিরাপদ। অপরাধ তত্ত্ববিদ এবং নগর পরিকল্পনাবিদ একে প্রাকৃতিক নজর দারি বা eyes on the street বলে আখ্যা দেন (Cozens et al., 2005; Jacobs, 1961)। একটি গণপরিসর যেমন সড়ক বা পার্ক ও খেলার মাঠ মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ হলে যতটা নিরাপদ, মানুষ শূন্য হলে ততটাই অনিরাপদ। কাজেই একটি গণপরিসরকে নিরাপদ করে তোলার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর এবং সম্ভাব্য সমাধান হলো গণপরিসরে দৃষ্টি সীমার মধ্যে মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। আমাদের সুপারিশ নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সকল বয়স, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ধারাবাহিকভাবে পার্ক ও খেলার মাঠে আকর্ষণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই ভাবে আমাদের সুপারিশ শৌচাগার, অন্যান্য কার্যক্রম সংঘটিত হবার কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করা।

৬.১.৩ অন্যান্য যানবাহন মাধ্যমের পরিবর্তে হাঁটাকে প্রাধান্য দেয়া

পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারীদের বড় অংশ পায়ে হেঁটে (৭৩%), রিকশা বা বাইসাইকেলে (১৪%) এবং বাসে (৬%) আসে। এছাড়া ১২টির মধ্যে ১১টি পার্ক ও খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কে নূন্যতম ২টি যানবাহন লেন আছে। যেখানে পারাপারের সুবিধা, নির্ধারিত গতি সীমা উল্লেখ নেই, সংখ্যা গরিষ্ঠ যারা গাড়ি চালিয়ে আসে না, তাদের জন্য পার্ক ও খেলার মাঠে প্রবেশগম্যতা কঠিন করে দেয়। কাজেই যানবাহনের চাপ কমানো ও পার্কিং নিষিদ্ধের পাশাপাশি আমাদের সুপারিশ হলো ১) পথচারী, সাইকেল আরোহী, রিকশাসহ অন্যান্য গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ২) এ সকল ব্যক্তিদের জন্য আরো সহজ

প্রবেশগম্যতার সুবিধা প্রদান এবং ৩) শব্দদূষণ কমানো। পথচারী, সাইকেল আরোহী এবং গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা এবং চলাফেরা সুবিধার জন্য যানবাহনের চাপ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, speed humps and curb extensions। যানবাহনের চাপ কমানোর তথ্যের জন্য দেখুন-Urban Street Design Guide by the National Association of City Transportation Officials (NACTO, 2013)|

৬.১.৪ পর্যাপ্ত আসবাপত্র, আশ্রয় এবং ছাউনি প্রদান

তিন-পঞ্চমাংশ জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারী জানান, তারা শহরের অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এবং শান্তি ও বিশ্রামের জন্য যান। পার্ক ব্যবহারকারী জরিপে যখন জানতে চাওয়া হয় কোন বিষয়ের উন্নয়ন ঘটালে পার্ক ও খেলার মাঠের ব্যবহার বাড়বে, তখন সর্বাধিক উত্তর পাওয়া যায় পার্ক ও খেলার মাঠের আসবাব উন্নয়ন (মোট উত্তর দাতার ১৫%)। এরপর ছিল বৃষ্টি এবং রোদ থেকে ছাউনি (১৩%)। কাজেই আমাদের সুপারিশ হলো সকল পার্ক ও খেলার মাঠে যথেষ্ট আসবাপত্র, বৃষ্টি থেকে আশ্রয় এবং রোদ থেকে ছায়া প্রদান করা প্রয়োজন। আসবাব পত্রের মধ্যে থাকবে বসার ব্যবস্থা এবং টেবিল উভয়ই। ছায়ার উৎস হতে পারে গাছের ছায়া। কিন্তু বৃষ্টি থেকে রক্ষার ছাউনি হবে বৃষ্টি ও রোদ উভয়ের উপযোগী, যেমন-বড় ছাতা ইত্যাদি। তবে এ উপাদানগুলোর কোনটাই খেলার জায়গায় হবে না কারণ এর ফলে খেলাধুলায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

৬.১.৫ সুনির্দিষ্টভাবে সকল বয়স, নারী, পুরুষ ও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে পার্ক ও খেলার মাঠের নকশা করা

নারী এবং বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে কম উত্তর পাওয়ার ফলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, তারা পার্ক ও খেলার মাঠ তুলনামূলক কম ব্যবহার করেন। তবুও পার্ক এবং খেলার মাঠ সংক্রান্ত শারীরিক এবং মানসিক কল্যাণের বিষয়টি যাদের কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা আছে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ কারণে সুনির্দিষ্টভাবে সকল বয়স, নারী, পুরুষ ও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে পার্ক ও খেলার মাঠের অবকাঠামো ও কার্যক্রম পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেবল মাত্র নারীদের জন্য কার্যক্রম আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন নারীদের সাইকেল চালানোর আয়োজন করা যেতে পারে। অথবা বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সমতল ও সুরক্ষিত হাঁটার রাস্তা প্রদান করা যেতে পারে।

৬.১.৬ স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা

জনমত জরিপে বেশির ভাগ উত্তর দাতা (৬০%) জানান তারা অতীতে তাদের কাছাকাছি পার্ক ও খেলার মাঠে গেছেন। পাশাপাশি জনমত জরিপের উত্তরদাতা (৭৪.৩%) এবং পার্ক ব্যবহারকারী জরিপের উত্তরদাতা (৯১%) উভয়ই পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়নের পরামর্শ দেন। এ তথ্য থেকে বোঝা যায় সাধারণভাবে পার্ক ও খেলার মাঠের প্রতি মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। যেহেতু জনগণের আগ্রহ আছে কাজেই আমাদের সুপারিশ হলো পার্ক ও খেলার মাঠের নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা। সাধারণভাবে বলতে গেলে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হলে প্রকল্পের মান উন্নয়নের সম্ভাবনা বাড়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে পার্ক ও খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় (Kelly, Mulgan & Muers, 2002 দেখুন)।

৬.১.৭ রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা

গবেষণার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব একটি বড় সমস্যা। এর মধ্যে রয়েছে- ১) মাঠ এবং খেলাধুলার উপকরণের দূরবস্থা, ২) অকার্যকর পানির কল ও শৌচাগার এবং ৩) উপচে পড়া আবর্জনার পাত্র।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। প্রায় প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠের জন্য তিন ধরণের কাজ আছে যা পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য করা প্রয়োজন। প্রথমত, আসবাপত্র, খেলাধুলা ও মাঠের উপকরণ, শৌচাগার ও পানির কল নিয়মিত তদারকি ও মেরামত করা। দ্বিতীয়ত, খেলার মাঠ, সবুজ পরিসর এবং ল্যান্ডস্কেপিং (ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ পয়েন্টসহ) রক্ষণাবেক্ষণ করা। তৃতীয়ত, মাঠ, শৌচাগার এবং আবর্জনার পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা। এ কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হয় যে পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নের পর তা বজায় থাকবে।

৬.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সময়, তহবিল এবং উপাত্তসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ছিল। আমরা ৪ ধরনের সীমাবদ্ধতা পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছি যার প্রতিটি নিয়ে আলাদা গবেষণা করা সম্ভব।

প্রথমত, সাধারণ জনমত জরিপ এবং পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপ উভয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসমতা (নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ সমভাবে হয়নি) লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ উত্তর দাতাদের সংখ্যা, নারী উত্তরদাতাদের সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল (প্রায় ২:১ হারে)। পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে নারীদের থেকে উত্তর গ্রহণ আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ গবেষণায় ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠে জরিপ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম জরিপ করা হয়েছে চারটি পার্ক ও খেলার মাঠে। কাজেই এর ফলাফল সুনির্দিষ্টভাবে শহরের অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠে প্রয়োগ নাও করা যেতে পারে। ঢাকা শহরের সকল পার্ক ও খেলার মাঠে জরিপ করা হলে তা আর্দশ হতো। কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় তা সম্ভব ছিল না। এ কথা চিন্তা করে বিভিন্ন আকার ও কার্যক্রম এবং আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পার্ক ও খেলার মাঠ নির্বাচন করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত, যে জরিপগুলো করা হয়েছে তা পশ্চিমা তথ্য উপস্থাপনের আদলে করা হয়েছে। যদিও ঢাকার প্রেক্ষাপটে জরিপ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নগুলোতে আরো পরিবর্তন আনা গেলে তা আমাদের পার্ক ও খেলার মাঠের ধারণা লাভের ক্ষেত্রে আরো উপকারী হতো, বিশেষ করে, এ বিষয়টি সাধারণ জনমত জরিপ এবং পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী জরিপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিছু ক্ষেত্রে আরো পরিবর্তন আনা সম্ভব হলে, তা অতিরিক্ত জরিপে সহায়ক হতো।

সর্বশেষে এই গবেষণায় অংশীদারদের তালিকা (ম্যাপিং) বা নীতি বিশ্লেষণ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট অংশীদার এবং পার্ক ও খেলার মাঠ সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে গবেষণা করা হলে তা আরো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরিতে সহায়তা করবে।

সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষণাটি থেকে প্রাথমিক এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যা বিষদ এবং সময়োপযোগী। সীমাবদ্ধতাগুলো অতিরিক্ত গবেষণার দিক নির্দেশ করে, যা ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠের পাশাপাশি অন্যান্য দ্রুত উন্নয়নশীল নগরকে বুঝতে সহায়তা করবে।

৬.৩ বাস্তবায়নের আহ্বান

নগরবাসীদের জন্য পার্ক ও খেলার মাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যদিও প্রায়শই এ দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। এ জায়গাগুলোর উন্নয়নে নজর দেয়া প্রয়োজন, যাতে এগুলো সকল বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের জন্য বিশ্রাম, যোগাযোগ এবং সক্রিয় চিত্তবিনোদনের জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

ঢাকা শহরে উচ্চমান সম্পন্ন পার্ক ও খেলার মাঠের অভাব লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর জন্য একটি সমস্যা। এ গবেষণাটি ঢাকা শহরের উন্মুক্ত ও গণপরিসরের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। এখানে ৪টি জরিপের মাধ্যমে নির্বাচিত ১২টি পার্ক ও খেলার মাঠের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলোর মাধ্যমে একটি খেলার মাঠে পরীক্ষামূলকভাবে নকশা উন্নয়ন সুপারিশ করা হয়েছে এবং ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠের ক্ষেত্রে সাধারণ সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা থেকে বাস্তবায়নের দিকে যাওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। আশা করা যায় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ঢাকা শহরের পার্ক ও খেলার মাঠের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে গতিশীল করবে।

৭ তথ্যসূত্র

Aspinall, P., Mavros, P., Coyne, R., & Roe, J. (2015). The urban brain: analysing outdoor physical activity with mobile EEG. British Journal of Sports Medicine, 49(4), 272–276. http://doi.org/10.1136/bjsports- 2012-091877

Bari, M., & Efroymson, D. (2009). Detailed Area Plan (DAP) for Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP): a critical review. Dhaka: Work for a Better Bangladesh.

Bauman, A. E. (2004). Updating the evidence that physical activity is good for health: an epidemiological review 2000-2003. Journal of Science and Medicine in Sport / Sports Medicine Australia, 7(1 Suppl), 6–19.

Bedimo-Rung, A. L., Gustat, J., Tompkins, B. J., Rice, J., & Thomson, J. (2006). Development of a direct observation instrument to measure environmental characteristics of parks for physical activity. Journal of Physical Activity & Health, 3, S176.

Berger, B. G., & Motl, R. W. (2000). Exercise and mood: A selective review and synthesis of research employing the profile of mood states. Journal of Applied Sport Psychology, 12(1), 69–92. http://doi.org/10.1080/10413200008404214

Beyer, K. M. M., Kaltenbach, A., Szabo, A., Bogar, S., Nieto, F. J., & Malecki, K. M. (2014). Exposure to Neighborhood Green Space and Mental Health: Evidence from the Survey of the Health of Wisconsin. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(3), 3453–3472. http://doi.org/10.3390/ijerph110303453

Biswas, S. K. (2013). Play! Tactics & strategies for public spaces in Mumbai's informal city. Mumbai: Observer Research Foundation. Retrieved from http://www.orfonline.org/cms/export/orfonline/modules/issuebrief/attachments/final_1377242921176.pdf

Blair, S. N., & Morris, J. N. (2009). Healthy hearts--and the universal benefits of being physically active: physical activity and health. Annals of Epidemiology, 19(4), 253–256. http://doi.org/10.1016/j.annepidem.2009.01.019

Bolund, P., & Hunhammar, S. (1999). Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics, 29(2), 293–301.

Branas, C. C., Cheney, R. A., MacDonald, J. M., Tam, V. W., Jackson, T. D., & Have, T. R. Ten. (2011). A difference-in-differences analysis of health, safety, and greening vacant urban space. American Journal of Epidemiology, 174(11), 1296–1306. http://doi.org/10.1093/aje/kwr27

Brown, W. J., Burton, N. W., & Rowan, P. J. (2007). Updating the Evidence on Physical Activity and Health in Women. American Journal of Preventive Medicine, 33(5), 404–411.e25. http://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.07.029

Cozens, P., Saville, G., & David Hillier. (2005). Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography. Journal of Property Management, 23(5), 328–356.

Crawford, D., Timperio, A., Giles-Corti, B., Ball, K., Hume, C., Roberts, R., … Salmon, J. (2008). Do features of public open spaces vary according to neighbourhood socio-economic status? Health & Place, 14(4), 889-893. http://doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.11.002

Farida, N. (2001). Urban life and use of Public Space Study of responsive public open spaces for supporting urban life in Dhaka City (Working Paper). Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Garvin, E. C., Cannuscio, C. C., & Branas, C. C. (2012). Greening vacant lots to reduce violent crime: a randomised controlled trial. Injury Prevention, injuryprev–2012–040439. http://doi.org/10.1136/injuryprev-2012-040439

Govindarajulu, D. (2014). Urban green space planning for climate adaptation in Indian cities. Urban Climate. http://doi.org/10.1016/j.uclim.2014.09.006

Islam, M. S. (2011). Reduction of Open Space in Urban Planning: A Case Study of Osmani Udyan. BRAC University, Dhaka.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities (Reissue edition (1992)). New York: Vintage.

Japan International Cooperation Agency (JICA). (1991). Master plan for Greater Dhaka food protection project FAP 8A (Main Report and Supporting Report II). Dhaka: Flood Plan Coordination Organization.

Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). Creating Public Value: An analytical framework for public service reform. London: Strategy Unit, Cabinet Office.

Kessel, A., Green, J., Pinder, R., Wilkinson, P., Grundy, C., & Lachowycz, K. (2009). Multidisciplinary research in public health: A case study of research on access to green space. Public Health, 123(1), 32–38. http://doi.org/10.1016/j.puhe.2008.08.005

Kuchelmeister, G. (1998). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study: Urban Forestry in the Asia-Pacific Region - Situation and Prospects (Working Paper No. APFSOS/WP/44). Rome: United Nations Food and Agriculture Organization. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/003/x1577e/X1577E00.htm

Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). Aggression and Violence in the Inner City Effects of Environment via Mental Fatigue. Environment and Behavior, 33(4), 543–571. http://doi.org/10.1177/00139160121973124

Lydon, M. (2012). Tactical Urbanism Volume 2. Miami and New York: Street Plans. Retrieved from http://www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/tacticalurbanismvol2final.pdf

Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., de Vries, S., & Spreeuwenberg, P. (2006). Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? Journal of Epidemiology and Community Health, 60(7), 587–592. http://doi.org/10.1136/jech.2005.043125

Maller, C., Townsend, M., St Leger, L., Henderson-Wilson, C., Pryor, A., Prosser, L., & Moore, M. (2008).

Healthy parks healthy people: The health benefits of contact with nature in a park context (2nd ed.).

Melbourne: Deakin University and Parks Victoria. Retrieved from

http://parkweb.vic.gov.au/ data/assets/pdf_file/0018/313821/HPHP-deakin-literature-review.pdf

NACTO. (2013). Urban Street Design Guide (2 edition). Washington: Island Press. Retrieved from http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/

Nisbet, E., & Zelenski, J. (2009). The Nature Relatedness Scale Linking Individuals' Connection With Nature to Environmental Concern and Behavior. Environment and Behavior - ENVIRON BEHAV, 41(5), 715–740. http://doi.org/10.1177/0013916508318748

NYCDOT. (2010). Green Light for Midtown Evaluation Report. New York City: New York City Department of Transportation. Retrieved from http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/broadway_report_final2010_web.pdf

Platform of Hope (Ashar Macha). (2011). Retrieved 20 July 2015, from http://www.designother90.org/solution/platform-of-hope-ashar-macha/

RAJUK. (1995). Dhaka Metropolitan Development Plan (1995-2015). Dhaka: RAJUK.

Rethorst, C. D., Wipfli, B. M., & Landers, D. M. (2009). The antidepressive effects of exercise: a meta- analysis of randomized trials. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 39(6), 491–511.

Roberts, J. (n.d.). How to Build a Better Block. Retrieved 20 July 2015, from http://betterblock.org/how-to-build-a-better-block/

Roe, J. J., Thompson, C. W., Aspinall, P. A., Brewer, M. J., Duff, E. I., Miller, D., … Clow, A. (2013).

Green space and stress: evidence from cortisol measures in deprived urban communities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(9), 4086–4103. http://doi.org/10.3390/ijerph10094086

Street, G., & James, R. (2008). The relationship between organised physical recreation and mental health. Health Promotion Journal of Australia : Official Journal of Australian Association of Health Promotion Professionals, 18(3), 236–9.

Veitch, J., Ball, K., Crawford, D., Abbott, G. R., & Salmon, J. (2012). Park Improvements and Park Activity: A Natural Experiment. American Journal of Preventive Medicine, 42(6), 616–619. http://doi.org/10.1016/j.amepre.2012.02.015

Veitch, J., Salmon, J., Carver, A., Timperio, A., Crawford, D., Fletcher, E., & Giles-Corti, B. (2014). A natural experiment to examine the impact of park renewal on park-use and park-based physical activity in a disadvantaged neighbourhood: the REVAMP study methods. BMC Public Health, 14(1), 600. http://doi.org/10.1186/1471-2458-14-600

Walljasper, J., & Project for Public Spaces. (2007). The Great Neighborhood Book: A Do-it-Yourself Guide to Placemaking. Gabriola Island, B.C.: New Society Publishers.

Ward Thompson, C., Roe, J., Aspinall, P., Mitchell, R., Clow, A., & Miller, D. (2012). More green space is linked to less stress in deprived communities: Evidence from salivary cortisol patterns. Landscape and Urban Planning, 105(3), 221–229. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.12.015

World Health Organization. (2009). Global Health Risks - Mortality and burden of disease attributable to selected major risks (Text). World Health Organization. Retrieved from http://reliefweb.int/report/world/global-health-risks-mortality-and-burden-disease-attributable-selected-major-risks

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকাশনা তালিকা

তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয় (বাংলা ও ইংরেজি)
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - জনগণের প্রত্যাশা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- দরিদ্রতা এবং তামাক (বাংলা এবং ইংরেজি)
- বিএটি'র ইয়ূথ স্মোকিং প্রিভেনশন ক্যাম্পেইন - এর আসল উদ্দেশ্য কি ? গবেষণা ও বিশ্লেষণ (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল কি, কেন এবং করণীয়
- জানুন: কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করবেন
- তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি: রাজস্ব এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি কার্যকর উপায়
- Addressing tobacco and poverty in Bangladesh: Research and Recommendations on Agriculture and Taxes
- তামাক চাষ এবং দরিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা
- তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী: প্রয়োজনীয়তা ও জনগণের প্রত্যাশা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫, বিধিমালা ২০০৬ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ
- তামাক ও দরিদ্রতা: তামাক চাষ, বিড়ি শ্রমিক ও বিড়ি সেবনের প্রভাব শীর্ষক গবেষণা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - বাস্তবায়নে করণীয়।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - প্রয়োজনীয়তা এবং সংশোধনে করণীয়।
- বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়।
- বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যক্রম।
- Hungry for Tobacco
- এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩।

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ভাবনা-সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য খাদ্যভাস ও ব্যায়াম
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন
- অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিজ্ঞাপন এবং জনস্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব

পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- আমাদের পরিবেশ আমরাই বাঁচাবো
- পলিথিন ও প্লাষ্টিকে বন্দী জীবন - চাই মুক্তি, চাই পরিত্রাণ
- প্লাষ্টিকের ছোবল: বিপন্ন প্রকৃতি (বাংলা ও ইংরেজি)
- শব্দদূষণ- জনসচেতনতা এবং করণীয় (বাংলা ও ইংরেজি)
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ- আমাদের করণীয়
- শব্দদূষণ: বিপর্যস্ত জনজীবন ও আমাদের করণীয়
- Addressing Climate Change: Can we reduce carbon emissions while increasing quality of life?
- Noise Pollution: Research and action (বাংলা ও ইংরেজি)
- Plastics and Nature: The current situation and suggested remedies (বাংলা ও ইংরেজি)

পরিবহন সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সমতা বিধানে পরিবহন পরিকল্পনা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ঢাকার যাতায়াত ব্যবস্থা: বর্তমান ও ভবিষ্যত (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ: মিরপুর রোডের বাস্তবতা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- হাঁটার অধিকার সার্বজনীন মানবাধিকার
- নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলের গুরুত্ব
- পার্কিং পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বাস্তবমুখী ভাবনা
- দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সমতা বিধানে পরিবহন
- নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন বাংলাদেশ রেলওয়ে: আমাদের প্রত্যাশা
- বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন এবং রেল কারখানাসমূহ
- হেঁটে যাতায়াত এবং আমরা

ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- পরিবেশ সচেতনতায় ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন, ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহার পদ্ধতি, পানি পরিশোধিত পদ্ধতি
- ঢাকার খাল: অতীত ও বর্তমান
- পানি ও মানবাধিকার
- পানি বানিজ্যিকরণ জনসম্পদের উপর বহুজাতিক কোম্পানীর থাবা

ইকোসিটি সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- জীবন এবং স্থাপত্য
- Ecocity Planning: Images and Ideas
- Liveable Cities: Ideas and Action
- Public Spaces: How they Humanize Cities

জেন্ডার সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নে পুরুষের করণীয়
- The economic contribution of women in Bangladesh through their unpaid labour
- গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান
- টেলিভিশনের নেতিবাচক প্রভাব ও আমাদের শিশু

মুখপত্রঃ

- দেশের জন্য

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১২৪৪৬, ৯১২১১১০
ই-মেইল: info@wbbtrust.org, ওয়েব: www.wbbtrust.org